সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৪৩

বাঙ্গালা

প্রাচীন পুথির বিবরণ



প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা

(৪৩৪ সংখ্যা হইতে ৬০০ সংখ্যক পুথির বিবরণ পর্য্যন্ত)

মুন্‌শী শ্রীআবদুল করিম

সঙ্কলিত

কলিকাতা

২৪৩।১ নং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩২০

মূল্য—সাধারণ পক্ষে ॥০ আনা। মূল-পরিষদের সদস্য-পক্ষে।০ আনা।
শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে।৶০ আনা।

Printed by—R. C. Mitra, at the Visvakosha Press,
9, Kantapukur Bye Lane, Baghbazar,
CALCUTTA.

নিবেদন

বাঙ্গালা দেশে ছাপাখানা হইবার পূর্ব্বে, আমাদের দেশে কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা, কি পারসী, সকল গ্রন্থই হাতে লিখিয়া লওয়া হইত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা শাস্ত্র-ব্যবসায় ও অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য গ্রন্থ লিখিয়া লইতেন, ছাত্রেরা নিজেদের পাঠ্য গ্রন্থ নিজে নিজে লিখিয়া লইত, চিকিৎসকেরা চিকিৎসাশাস্ত্র হাতে লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপ সকল প্রকার গ্রন্থেরই নকলের পর নকল হইয়া দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িত। ইংরাজেরা যখন এ দেশের ভাষা শিখিয়া এ দেশের গ্রন্থের আলোচনা, ব্যাকরণ ও অভিধানাদির রচনা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত এই হাতে-লেখা পুথি পড়িয়াই তাহা করিতে হইয়াছিল। তখন পুথির বড় আদর ছিল। সকল ভদ্রঘরে পুথি সংগ্রহ থাকিত। বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত অনেক স্ত্রীলোকেও তখন এই পুথি-লেখার ব্যবসায়ে জীবন ধারণ করিতেন। পুথির আদর এবং পুথির নকল পাইবার আগ্রহ দেশে এত প্রবল ছিল যে, তজ্জন্য দেশে এক দল মূর্খ লোকেও কেবল চমৎকার হস্তাক্ষরের জন্য পুথি-লেখার উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এইরূপে একই গ্রন্থের শত শত প্রতিলিপি দেশের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর দেশে যখন ছাপাখানা হইল, তখন ছাপার বহির আদর ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল, হাতে-লেখা পুথির আদর কমিয়া যাইতে লাগিল। দেশে ছাপার বহির সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায়, ছাপার গ্রন্থ দেখিয়াই অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিতে লাগিল এবং হাতে-লেখা পুথির চলন ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া পড়িল। আরও কিছুদিন পরে, যখন ইংরাজী-বিদ্যার আদর বাড়িল, ভদ্র-সমাজে ইংরাজী-বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল, তখন পুথির আকারে দেশে এতকাল ধরিয়া যে, কাব্য, সঙ্গীত, চিকিৎসা, জ্যোতিষের গ্রন্থরাশি জন্মিয়াছিল, সেগুলি অব্যবহার্য্য, অনালোচ্য, অনাদরণীয় হইয়া পড়িল। কালে ছাপাখানার সাহায্যে লোকে সুলভে এবং সহজে অর্থ-বিনিময়ে সকল প্রকার গ্রন্থের অভাব মিটাইয়া কাজ চালাইতে লাগিল আর ক্রমশঃ পুথির কথা ভুলিয়াই যাইতে লাগিল। গৃহ-সঞ্চিত পুথিরাশির মধ্যে পিতৃপিতামহেরা যে সমস্ত সদ্‌গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আর খুলিয়া দেখিবারও অবকাশ কাহারও রহিল না। তাহার উপর ইংরাজী কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ইতিহাস, বিজ্ঞানের অনুকরণে দেশে যখন বাঙ্গালায় কাব্য, নাটক, ইতিহাস, উপন্যাস, বিজ্ঞান অজস্র জন্মিতে লাগিল, তখন পাঁচালী, মঙ্গল, মাহাত্ম্য, লীলামৃত, চৌতিশা, বারমাস্যা প্রভৃতি নামে পরিচিত পুথির আকারে সংরক্ষিত, দেশের প্রাচীন সাহিত্য একবারে উপেক্ষিত হইল। নবীন গদ্যময় গ্রন্থের প্রভাব বাড়িয়া যাওয়ায় পদ্যে রচিত সমস্ত প্রাচীন সাহিত্য একবারে ঘৃণার বস্তু হইয়া পড়িল; কথা উঠিল,—'পাঁচালী পড়ে আর কি

হবে। তখনকার দেশ-প্রচলিত যাত্রা-পাঁচালীর মধ্যে খেউড় বা অশ্লীলতার কিছু অংশ থাকিত বলিয়া, পাঁচালী-প্রবন্ধে রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারতাদির ন্যায় গ্রন্থও ভদ্রসমাজে উপেক্ষিত হইয়া, কেবল মুষ্টিমেয় কুলবধূ ও গ্রাম্য নিম্নবর্ণের লোকের পাঠ্য মাত্র হইয়া পড়িল। বৈষ্ণব মহান্তগণ-রচিত প্রাচীন পুথিগুলি কতকগুলি বৈষ্ণবের আখড়া ব্যতীত আর কাহারও কাছে আদর পাইত না। ক্রমশঃ এমন হইল, পুথি দেখা, পুথি রক্ষা করা, পুথি লেখা প্রভৃতির আর বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন রহিল না। এইরূপে অযত্নে, উপেক্ষায় পুরাতন পুথিরাশি কাল-প্রভাবে, জল-হাওয়ায় ও কীট-কবলে ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইল।

এই সময়ে ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় এবং কলিকাতার বটতলা নামক পল্লীতে কতকগুলি ব্যক্তি ছাপাখানা করিয়া দেশের প্রাচীন সাহিত্য এই পুথিরাশির মধ্য হইতে, বিশেষ বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সম্প্রদায়-বিশেষের প্রয়োজনীয় কতকগুলি গ্রন্থ ছাপাইয়া দিলেন। ছাপাখানার সাহায্যে এইরূপে যে কয়খানি প্রাচীন সাহিত্য ছাপা হইল, দেশের প্রাচীন বিদ্যার পক্ষপাতী, নবীন ইংরাজী বিদ্যায় অনধিকারী এক শ্রেণীর লোকের এবং অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে সেই কয়খানি গ্রন্থের কিছু আদর, কিছু আলোচনা দেশে বজায় রহিল। এতদ্ব্যতীত লোকে তাহাদের চিরসঞ্চিত অন্যান্য গ্রন্থরাশির কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। শেষে শিক্ষিত ভদ্র-সমাজের মধ্যে সিদ্ধান্তই হইয়া গেল যে, ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য বলিয়া কোন ব্যাপার ছিল না, কেবল কৃত্তিবাস-কাশীরামের গ্রন্থের মত গ্রাম্যকবির রচিত খানকয়েক পাঁচালীমাত্র পাওয়া যায়। এই ধারণা সে দিন পর্য্যন্তও ছিল।

তাহার পর যখন ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়গণের চেষ্টায় প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যের কিছু কিছু ছাপা বাহির হইল, তখন আবার প্রাচীন গ্রন্থের প্রতি একটা অতি ক্ষীণ আগ্রহ জাগিয়া উঠিল। তাহার পর প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাঙ্গালা মাসিক পত্রে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলে, আবার ইহার প্রতি শিক্ষিত-সমাজের দৃষ্টি পড়ে। এই সময়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ধীরে ধীরে বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি-কল্পে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলেন। শিশু সাহিত্য-পরিষৎ সর্ব্বপ্রথমেই কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রাচীনতম পাঠ উদ্ধার করিবার জন্য প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। এই সূত্রে বহু প্রাচীন পুথির সংবাদ সাহিত্য-পরিষদের নিকট আসিতে থাকে। এই সময়েই বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আর বেঙ্গল গভর্মেণ্টের সাহায্যে এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংস্কৃত পুথির সঙ্গে সঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহু বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পরেই চট্টগ্রামনিবাসী মুন্শী আবদুল করিম কর্ত্তৃক অজ্ঞাতপূর্ব্ব, অশ্রুতনাম, কৌতূহলোদ্দীপক বিস্ময়কর বহু প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে আমার প্রস্তাবে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ

বসু বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে সংগৃহীত প্রাচীন বাঙ্গালা-পুথির বিবরণ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ইহাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ অনেক প্রাচীন সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তি একে একে বাঙ্গালা পুথির বিবরণ প্রকাশ করিতে থাকেন। এইরূপে গত বৎসর পর্য্যন্ত পরিষৎ-পত্রিকায় বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রায় ১২০০ পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩০৭ সালে আমারই প্রস্তাবে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুন্‌শী আবদুল করিম নিজের সংগৃহীত বিপুল পুথিরাশির বিবরণ ক্রমশঃ পরিষৎ-পত্রিকায় নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হন এবং একবারে পাঁচ শত গ্রন্থের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। সাহিত্য-পরিষৎ তখন এই বিপুল বিবরণ খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে সম্মত হইয়া, আমারই প্রস্তাব অনুসারে কতক পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৩০৭ সালে পরিষৎ-পত্রিকায় এই বিবরণের কতক প্রকাশিত হয় এবং ১৩০৯ সালে একখানি সংখ্যায়, ১৩১০ সালে একখানি অতিরিক্ত সংখ্যায় ও ১৩১২ সালে অতিরিক্ত পরিষৎ-পত্রিকার একখানি সংখ্যায় মুন্‌শী সাহেব-প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে সাড়ে চারি শতের অধিক পুথির বিবরণ প্রকাশ করা হয়। তাহার পর কয়েক বর্ষ এরূপ স্বতন্ত্র ভাবে পুথির বিবরণ প্রকাশের কোন ব্যবস্থা হয় নাই বা মুন্‌শী সাহেবের প্রদত্ত পুথির বিবরণের আর কোন অংশ প্রকাশ করা হয় নাই।

১৩২০ বঙ্গাব্দে আমার হস্তে পরিষৎ-গ্রন্থাবলী প্রকাশের ভার পড়ে। আমি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুন্‌শী আবদুল করিম সাহেবকে লিখিয়া, তাঁহার বিপুল সংগ্রহের বিবরণ পুনরায় প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা করি। বিপুল সরকারী কার্য্যের উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বন্ধুবরও আমার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া এই পুথির বিবরণগুলি লিখিয়া পাঠান, এজন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ।

সপ্তম বর্ষের পত্রিকায় আবদুল করিম সাহেবের ৩৩ খানি পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাহার পর নবম বর্ষে যখন অতিরিক্ত সংখ্যায় তাঁহার পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়, তখন সম্পাদক রামেন্দ্র বাবু সপ্তম বর্ষের ৩৩ খানি পুথি ছাড়িয়া আবার ১ হইতে নম্বর দিয়া পত্রিকার এক সংখ্যায় একত্র ৮৭ খানি পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন। তাহার পর দশম বর্ষে একখানি অতিরিক্ত সংখ্যায় ৮৮ হইতে ৩০৭ নং পর্য্যন্ত ও ১২শ বর্ষে একখানি অতিরিক্ত সংখ্যায় ৩০৮ হইতে ৪৩৩ নং পর্য্যন্ত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর হঠাৎ বিশৃঙ্খলভাবে ১৮শ বর্ষের পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ৫০০ হইতে ৫১৫ পর্য্যন্ত ১৬ খানিমাত্র পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়া যায়। এই সকল এবং পরিষৎ-পত্রিকায় অন্যান্য ব্যক্তির প্রকাশিত পুথির বিবরণ হইতে নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থের সংবাদ সাহিত্য-সমাজে প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেরও প্রাচীন পুথি-সংগ্রহ ও পুথি-রক্ষার আগ্রহ বাড়িয়া যায় এবং তদনুসারে কার্য্য হইতে আরম্ভ হয়। গভর্মেণ্ট হইতে প্রাচীন সংস্কৃত পুথির যেরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিয়া তদনুরূপ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ-প্রকাশের কল্পনা সাহিত্য-পরিষদের কতিপয় সদস্যের মধ্যে হইতে থাকে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী আর আমি—আমরা কয়েক জনে এ বিষয়ে উদ্যোগী হই। তখন পরিষৎ-পুস্তকালয়ে কয়েকখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ব্যতীত আর কোন পুথি ছিল না এবং পরিষদেরও তখন এমন অবস্থা হয় নাই যে, অর্থসাহায্যে প্রাচীন পুথি-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমি তখন বিশ্বকোষ-সঙ্কলন ব্যাপারে লিপ্ত ছিলাম। সেই সূত্রে বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিরাশির সহিত আমার পরিচয় ছিল এবং তাহা লইয়া কাজও করিতে হইত। এই সময়েই আমি পরিষদের এক অধিবেশনে কবি কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' নামক এক ইতিহাস-মূলক, অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পুথির বিবরণ পাঠ করি। তাহার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় 'রামমোহনের রামায়ণ' ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ 'জগৎরামের রামায়ণ' নামে দুইটি প্রবন্ধ পড়িয়া দুই জন নূতন রামায়ণকারের নাম বিদ্বৎসমাজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার রায়মঙ্গল-গ্রন্থের বিবরণ হইতে নূতন বিষয়ের প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কারের একটা আগ্রহ জ্বলন্ত হইয়া উঠে এবং শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ৺বলীন্দ্র সিংহদেব রায়কত, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ৺কালিদাস নাথ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত আবদুল করিম প্রভৃতি পরিষদের হিতকামী উৎসাহশীল সদস্যগণ পরিষৎ-পত্রিকায় নিত্য নূতন গ্রন্থের পরিচয় দিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি একটা দেশব্যাপী শ্রদ্ধা ও আগ্রহ বাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করেন। এই সকল এবং অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত চেষ্টায় সাধারণের মধ্যে প্রাচীন পুথির বিবরণ জানিবার আগ্রহও জাগিয়াছে এবং তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ Notices of the Sanskrit Manuscriptএর আদর্শে "প্রাচীন বাঙ্গালা-পুথির বিবরণ" প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকায় যে ভাবে আবদুল করিম সাহেবের পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার ধারাবাহিকতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এবং বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে আর মাঝখানে ৪৩৪ হইতে ৪৯৯ পর্য্যন্ত পুথির বিবরণের অভাবও রহিয়া গিয়াছে। সেই বিশৃঙ্খলার প্রতিবিধান করিবার জন্য তাঁহার প্রদত্ত বিবরণগুলিকে একত্র করিয়া এইবার এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল। এখন হইতে কেবল তাঁহার নহে, অন্যের সংগৃহীত পুথির বিবরণ অবলম্বনেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতি বৎসরেই নিয়মিত ভাবে প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ কিছু কিছু বাহির করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতঃপর আবদুল করিম সাহেবের নিকট হইতে পূর্ব্ব-

প্রকাশিত ৫১৫ সংখ্যার পর হইতে ৬০০ সংখ্যা পর্য্যন্ত পুথির বিবরণ আনাইয়া লইয়া এবং সপ্তম বর্ষের ৩৩ খানি পুথির বিবরণ ৪৩৩ সংখ্যক পুথির বিবরণের পর জুড়িয়া দিয়া, অবশিষ্ট ৪৬৭ হইতে ৪৯৯ সংখ্যা পর্য্যন্ত ৩২ খানি পুথির বিবরণ অতিরিক্ত লেখাইয়া আনিয়া, এই পুথির বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যার ১ নম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩২০ সালের এই নবপ্রকাশিত খণ্ড পর্য্যন্ত আবছল করিম সাহেবের প্রদত্ত ৬০০ পুথির বিবরণ বেশ সুশৃঙ্খল ও সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়া গেল। পুথির বিবরণের এই খণ্ডটিকে এইবার পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট না করিয়া পরিষৎ-গ্রন্থাবলীভুক্ত করা হইল। আবছল করিম সাহেব এই ছয় শত পুথির বিবরণে তাঁহার সংগৃহীত বিপুল পুথিরাশির বিবরণের প্রথম খণ্ড মাত্র শেষ করিলেন। ইহার পর দ্বিতীয় খণ্ডের বিবরণ ছাপা আরম্ভ হইবে। এই খণ্ড-বিভাগে পুথিগুলির কোনরূপ শ্রেণীভেদ করা হয় নাই। এই প্রথম খণ্ডকে দুই সংখ্যায় ভাগ করা হইয়াছে। ১৩০৯।১৩১০।১৩১২ সালের পুথির বিবরণের সংখ্যাগুলিকে অর্থাৎ ১ হইতে ৪৩৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-প্রকাশিত বিবরণকে প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা কল্পনা করিয়া, ৪৩৪ হইতে ৬০০ সংখ্যা পর্য্যন্ত বিবরণকে অর্থাৎ বর্ত্তমান সংখ্যাকে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা গণ্য করা হইল।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কৃপায় আমরা এ কাল পর্য্যন্ত অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি; যেমন—শিব নারদের খুড়া ছিলেন, আবার মামাও ছিলেন! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও মা-বাপ ছিলেন, পিতার বরে শিবকে স্বীয় গর্ভধারিণীকেই পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; শিবের তিনটি কন্যা ছিল, তাঁহাদের মধ্যে আবার একজনের একটি চক্ষু কানা ছিল; শিবকে স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিয়া স্ত্রী-পুত্রের অন্নসংস্থান করিতে হইয়াছিল, আদ্যা শক্তিকেই বীজ-ধান উৎপাদন করিয়া দিতে হইয়াছিল, সীতা বালির পিণ্ড দিয়া মৃত দশরথের ক্ষুধা শান্ত করিয়াছিলেন, পঞ্চ স্বামীর পত্নী হইয়াও দ্রৌপদীর কর্ণের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল, শিব-রামে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ভগবতী তাহাতে মধ্যস্থা হইয়াছিলেন, ভগবতীকে অষ্টোত্তরশত নীলপদ্ম উৎসর্গের সঙ্কল্প করিয়া রামচন্দ্র একটি পদ্মের অভাবে নিজের নীল-কমল-তুল্য চক্ষু দান করিয়া সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে গিয়াছিলেন, ব্রহ্মা পয়গম্বর মহম্মদ হইয়া জন্মিয়াছিলেন, নেতা ধোপানী যুধিষ্ঠিরের অপেক্ষাও পুণ্যবতী ছিল, সে যখন্-তখন্ সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিত এবং তাহার সুপারিশে মড়া বাঁচিত। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সখা অর্জ্জুনকেও সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু নেতা ধোপানী বেহুলাকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গিয়া, তাহাকে দেবসভায় নাচাইয়া আনিয়াছিল। রামলক্ষ্মণের সঙ্গে লব-কুশের যুদ্ধ হইয়াছিল, অঙ্গদ-রায়বার ঘটিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ হাথে মাথা কাটিয়াছিলেন;—পুরাণাতিরিক্ত এইরূপ কত শত কথা ও উদ্ভট কল্পনার ব্যাপার প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা হয় না।

আবার প্রাচীন সাহিত্যের গোলক-ধাঁদায় পড়িয়া আমরা নিশ্চিত জানিতে পারি না

যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের তিরোভাব কেমন করিয়া হইয়াছিল ?—কোন গ্রন্থে আছে, তিনি জগন্নাথের দেহে মিলাইয়া গিয়াছিলেন ; কোন গ্রন্থে বলে, তিনি সমুদ্রমধ্যে কৃষ্ণরূপ দেখিয়া তাহাতে মিলাইয়া গিয়াছিলেন ; কোথাও বা দেখা যায়, তিনি ফাটা-গোপীনাথের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; আবার কোনও গ্রন্থে আছে যে,—সঙ্কীর্ত্তনে নাচিতে নাচিতে পথে তাঁহার পায়ে ইটে হোঁচট লাগে, তাহাতে ক্ষত হইয়া মারা যান ! প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেই আমরা দেখিতে পাই যে, দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ-গাজির বিবাদে সোনাবিবি কেমন করিয়া উভয়ের রাজ্য-দ্বন্দ্ব মিটাইয়া একজনকে সুন্দরবনের পশুসাম্রাজ্যের দেবতা ও অপরকে আঠার-ভাটিতে কৃষক-রাজ্যের দেবতাপদে স্থাপিত করিয়াছিলেন ! বঙ্গসাহিত্যই বলিয়া দেয়, বাঙ্গালার পাঠান-নৃপতিরা যেমন হিন্দুর দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করিতেন, তেমনি আবার হিন্দু-দেবদেবীরই মঙ্গল-গীত লেখাইতেন, বাঙ্গালী কবিকে প্রতিপালন করিতেন, শিরোপা দিতেন। মুসলমান-কবিরাও বাঙ্গালা ছন্দে হিন্দু-দেবতার লীলা, হিন্দু-সতীর মহিমা, হিন্দু নায়ক-নায়িকা লইয়া কাব্য রচনা করিতেন এবং হিন্দু শাস্ত্রের 'হাদিস' লইয়া সাধকের ভাবে সাধন-গীত গাহিতেন।

এতদ্ভিন্ন প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনায় সে কালের সামাজিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস ; সে কালের ভাষার নমুনা, ছন্দের নমুনা, অক্ষরের নমুনা ; দেবায়তন, গোশালা, রন্ধনশালা, শয়ন-ঘর, বিলাস-কক্ষ, কেলিকুঞ্জ প্রভৃতির বিবরণ ; সে কালের মিষ্টান্ন-পক্বান্নের বিবরণ, তরিতরকারী, শাক-মাছ, অন্ন-ব্যঞ্জনাদির বিবরণ, অলঙ্কার-পরিচ্ছদের বিবরণ প্রভৃতি কত কি কৌতূহলজনক বিষয়ের কত সংবাদ জানিতে পারা যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এত ব্যাপার আছে বলিয়াই, সাহিত্য-সেবী, সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই ইহার প্রতি যত্ন করা কর্ত্তব্য। এই যত্নের অভাবে দেশের প্রায় প্রত্যেক পল্লী-গ্রামে বঙ্গ-বাণীর পবিত্র ভাণ্ডারের এই সকল অমূল্য রত্ন কত প্রকারে যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কালের প্রভাবে, জল-হাওয়ায়, উই-ইঁদুরে যাহা নষ্ট হইতেছে, তাহার কথা আর কি বলিব, কিন্তু যাঁহারা ঘরের আড়ায়, মাচায় এবং পেটারায় তুলিয়া রাখিয়া যত্নের একটা ক্ষীণ আভাস দিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঘরের পুথিগুলিরও পাতা সঁ্যাতায়, গৃহধূমে, মাকড়সার জালে জড়িত হইয়া এমন জুড়িয়া যাইতেছে, সে কালের কষকালি গলিয়া এমন লেপিয়া যাইতেছে যে, আর তাহাদের উদ্ধারের উপায় থাকিতেছে না। যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের ন্যাস হিসাবে, পরমপবিত্র বস্তু জ্ঞানে পুথিগুলিকে মাঝে মাঝে ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখেন এবং সরস্বতী পূজার দিন পূজা করেন, তাঁহারাও পাটা বা বাঁধন খুলেন না বলিয়া তাহাদেরও ঐ অবস্থা হইতেছে। এক্ষণে সাহিত্য-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রকে অনুরোধ, তাঁহারা এরূপ পুথির অনুসন্ধান করুন, তাহাদের ধ্বংসমুখ হইতে উদ্ধারের উপায় করুন এবং নিজেরা রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে

পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করুন। সেখানে সাত কাঠা জমির উপর দ্বিতল অট্টালিকা আছে, আরও দশ কাঠা জমিতে "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে, সেখানে স্থানাভাব হইবে না, যত্নের অভাব হইবে না। যাঁহারা নিজের আগ্রহবশতঃ এইরূপে বহু পুঁথি সংগ্রহ করিয়া যথার্থই যত্নের সঙ্গে রক্ষা করিতেছেন ও তাহাদের লইয়া আলোচনাও করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও নিবেদন যে, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণের, উত্তরাধিকারিগণের রুচি বুঝিয়া তাঁহাদের সেই আজীবন যত্নসঞ্চিত, পরমপ্রিয়, মাতৃভাষার প্রাচীন রত্নগুলির ভবিষ্যৎ-রক্ষার ব্যবস্থা কি হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধেও সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এই বেলা একটা পরামর্শ করিয়া সুব্যবস্থা করুন, যেগুলির একবার উদ্ধার হইয়াছে, ভবিষ্যতে আবার যেন তাহাদের ধ্বংসের পথ খুলিয়া না যায়!

এক্ষণে বর্ত্তমান খণ্ডের পুঁথির বিবরণগুলির সংগ্রহকর্ত্তা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুন্‌শী আবদুল করিম সাহেবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।—তিনি জাতিতে মুসলমান; তাঁহার বাড়ী চট্টগ্রামের পটীয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। এক্ষণে তিনি চট্টগ্রামের স্কুল-সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে কাজ করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে আনোয়ারার ক্ষুদ্র স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার অবস্থা ভাল নহে, তিনি বিশেষরূপে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। পুথি অনুসন্ধান করিতে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইবার অবসর ও ব্যয়-নির্ব্বাহের মত আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁহার নাই, মূল্য দিয়া তিনি পুথি ক্রয় করিতে পারেন, এমন অর্থ ত তাঁহার নাই-ই, তথাপি কেবল মাতৃভাষার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তিবশতঃ তিনি জীবনের দীর্ঘকাল এই পুথি-সংগ্রহে যথাসাধ্য ব্যয় করিয়াছেন, যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করিয়াছেন এবং এই সকল পুথির আলোচনায় কাটাইয়াছেন। তাঁহার গৃহে তাঁহার অদম্য উৎসাহ, যত্ন, চেষ্টা ও আগ্রহের ফলে আজ সহস্রাধিক প্রাচীন পুথি আসিয়া জমিয়াছে। ইহার জন্য তাঁহার অপরিমেয় শারীরিক পরিশ্রম ও আর্থিক ক্ষতিও হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে যে উৎপীড়ন সহিতে হইয়াছে, তাহা যেমন অদ্ভুত, তেমনি বিস্ময়কর। তিনি মুসলমান, কোন হিন্দুর আঙ্গিনায় তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু হিন্দুর ঘরে পুথি আছে শুনিয়া তিনি ভিখারীর মত তাঁহার দ্বারে গিয়া পুথি দেখিতে চাহিয়াছেন। পুথি সরস্বতী পূজার দিন পূজিত হয়; অতএব মুসল-মানকে ছুঁইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া, অনেকে তাঁহাকে দেখিতেও দেন নাই। অনেকে আবার তাঁহার কাকুতি-মিনতিতে নরম হইয়া নিজে পুথি খুলিয়া পাতা উল্টাইয়া দেখাইয়াছেন, মুন্‌শী সাহেব দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া হস্তস্পর্শ না করিয়া কেবল চোখে দেখিয়া নোট করিয়া সেই সকল পুথির বিবরণ লিখিয়া আনিয়াছেন। এত অধ্যবসায়ে, এত আগ্রহে, এমন করিয়া কোন হিন্দু অন্ততঃ তাঁহার নিজের ঘরের পুথিগুলির বিবরণ লিখিতে বা অন্য কোন কার্য্যে হাত দিয়াছেন কি না, জানি না। মুন্‌শী সাহেবের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজের কৃতজ্ঞতার পরিমাণ যে কত বেশী, তাহা ইহা হইতেই অনুমান করা যায়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, মাতৃভাষার এই নিষ্ঠাবান্, ভক্তিমান্, অকৃত্রিম সাধক

দীর্ঘজীবী হইয়া, মাতৃভাষার ভাণ্ডারে রত্নরাশির সঞ্চয় করিয়া ও তাহাদের পরিচয় দিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হউন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
পরিষদ্‌গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগ।
২০শে চৈত্র, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

সূচী

পুথি-সং	পুথির নাম	পৃষ্ঠা

বাঙ্গালা

প্রাচীন পুথির বিবরণ

৪৩৪। লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়।

ইহা একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ছাপাইলে ইহার আকার বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণের আকার চেয়ে বড় কম হইবে, বোধ হয় না। ইহাতে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন,—এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের দিগ্বিজয়বার্ত্তা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। রচনা সরল ও বিশুদ্ধ হইলেও এত একঘেয়ে যে, পড়িতে পাঠকের ধৈর্য্য থাকিবার ত কথাই নয়, অধিকন্তু পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়। পণ্ডিত ভবানীনাথ ইহার রচয়িতা। ইনি ব্রাহ্মণ। জয়চন্দ্র নামক কোন রাজার আদেশে লোকহিতার্থে ইহা ব্যাসদেবের অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে অনুদিত হইয়াছে। রাজা জয়চন্দ্র কে এবং গ্রন্থকারও কোথাকার লোক, গ্রন্থমধ্যে তৎসম্বন্ধে কোন বিবরণ পরিদৃষ্ট হয় না। সাহিত্য-ইতিহাসে আলোচনা-যোগ্য অনেক সাহিত্য-বিভূতি এই গ্রন্থে বর্ত্তমান আছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সময়ান্তরে আমরা এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভাষা পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহাকে পূর্ব্ববঙ্গের সম্পত্তি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পরে সে বিষয় আলোচিত হইবে বলিয়া অদ্য তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

গ্রন্থের ভণিতা এইরূপ ;—

(ক) জয়চন্দ্র নরপতি, রসিক সুজন অতি,
সভাসদ ভবানী ব্রাহ্মণ।
নৃপতি আদেশ পাইয়া, ব্যাসের সংহিতা চাইয়া,
সুরচিত কৈল পদবন্ধ ॥

(খ) জয়চন্দ্র নরপতি স্বদেশী ব্রাহ্মণ।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিল রচন ॥

(গ) মহারাজা জয়চন্দ, করাইল পদবন্ধ,
তরাইতে পাতকী সকল।
শ্রীরাম বন্দিয়া মাথে, রচিল ভবানীনাথে,
সুগম করিয়া ইতিহাস ॥

গ্রন্থে ইহার রচনাকাল-নির্দ্দেশক কোন সনাদির উল্লেখ নাই। হস্তলিপিখানি ১১৫১ মগীর অর্থাৎ ১১১ বৎসর পূর্ব্বের লেখা।

৪৩৫। মোহ-মুদ্গর।

'মোহ-মুদ্গর' নাম দেখিয়াই কেহ যেন মনে না করেন, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সেই ভবভ্রান্তিবারণ 'মোহ-মুদ্গর' বা তদনুবাদ। এ 'মোহ-মুদ্গর' মুদ্গর নয়,—একজন মানুষ—পৌরাণিক রাজা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। ভারত-যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হইলে অর্জ্জুন পুত্রশোকে একান্ত বিধুর হয়েন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কাম-

ভক্তের কথা পাড়েন। তাহাতে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃষ্ণ মোহমুদ্গর রাজার ভক্তি পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ভক্ত দেখান। ইহা একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। প্রারম্ভ এইরূপ ;—

এক দিন শিবস্থানে পুছিলা ভবানী।
ভারতের কথা কিছু কহ শূলপাণি॥
অভিমন্যু যুদ্ধে যদি প্রলয় হইল।
যেন মতে অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ সান্ত্বাইল॥
সেই সব কথা মোরে কহ শূলপাণি।
তোমার প্রসাদে আজি কৃষ্ণের কথা শুনি॥
এতেক শুনিয়া তবে দেব ত্রিলোচনে।
সাধু সাধু কহিয়া যে দেবীক বাখানে॥

উপসংহার ;—

পুনরপি কৃষ্ণপদে অর্জ্জুন পড়িল।
আপনি দ্বারকাপতি হস্তিনাতে গেল॥
শিবে যে কহিলা কথা পার্ব্বতীর স্থানে।
ভক্তিভাবে হই দেবী পড়িলা চরণে॥
দেবী কহে শুনিলাম আশ্চর্য্য কথন।
কৃতার্থ করিলা নাথ এ সব স্মরণ॥
শ্লোকবন্ধে সঙ্গিতা * যে আছএ বিশেষে।
পয়ার কহিল কিছু পুরুষোত্তম দাসে॥
যেবা কহে যেবা শুনে কায়মন চিত্তে।
মায়ামোহ বন্ধ তাতে ছোটে আচম্বিতে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মে তবে হয় অতি মতি।
ভবসিন্ধু তরি যাইব কৃষ্ণপদে গতি॥
এ বোলিয়া সর্ব্বজীব বোল হরি হরি।
কৃষ্ণ পরে বন্ধু নাই ভবসিন্ধু তরি॥

এই গ্রন্থে যে একমাত্র ভণিতা আছে, তাহা এই ;—

শ্লোকবন্ধে সঙ্গিতা যে আছএ বিশেষে।
পয়ার কহিল কিছু পুরুষোত্তম দাসে॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৫৪ মগী অর্থাৎ আজ ১০৮ বৎসর।

* সঙ্গিতা—সংহিতা।

৪৩৬। ধ্রুব-চরিত্র।

ইহাও একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। রচয়িতা আপনাকে কখন লক্ষ্মীকান্ত, কখনও বা লক্ষ্মীনারায়ণ নামে পরিচিত করিয়াছেন। 'নতুপাড়া', কি 'নওপাড়া' তাঁহার নিবাস-স্থল বলিয়া উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কোথায়, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। চট্টগ্রামে 'নোয়াপাড়া' নামক এক গ্রাম আছে। ইহাতে কয়েকটি সুন্দর ধুয়া আছে। দু একটি এখানে দেওয়া গেল। হস্তলিপিখানি ১২২১ মগীর লিখিত।

(১) মিছে মায়াতে ভু'ল না রে মন।
এখন দিন গেল, কাল এল,
কর রে হরিসাধন॥
বেড়ি আছে মায়াজাল, পিছে ঘনাইব কাল,
অন্তকাল যেন হয় নিবারণ॥

(২) দুরাচার মন, কি রসে মজিলে এখন।
জান না শিয়রে বসে সদা রয়েছে শমন॥
গুরুদত্ত তত্ত্বধন, সে ধন পরম রতন,
সে ধনে কর সাধন, হবে শমন নিবারণ॥

(৩) মন রে কেমনে এড়াইবে শমনে।
এখন কেমনে তরিবি ভব-তুফানে॥
হরি পরম ধন, পরমার্থের সাধন,
এখন কি ফলে হারাইলে সে ধনে॥

(৪) হরিপদে হৈও না মন ভ্রান্ত।
রবিসুত-দূত যবে, কেশে ধ'রে ল'য়ে যাবে,
কেমনে এড়াবে তবে শমন দুরন্ত॥

প্রারম্ভ ;—

ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিৎ আছে মঞ্চপরে।
শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা তাহার গোচরে॥
শুকদেব গোস্বামী দিগম্বর বেশ।
পরীক্ষিৎ মুক্তি হেতু করয় প্রকাশ॥

* * * *

পঞ্চ বৎসরের শিশু অতি সে অজ্ঞান।
কিরূপেতে হৈল সে কৃষ্ণপরায়ণ॥

উপসংহার ;—

এইরূপে হৈল ধ্রুব হরিপরায়ণ।
গাহে গাহনায় যেবা করায় স্মরণ ॥
অনায়াসে যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন।
রচিল পুস্তক দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণ ॥

ভণিতা ;—

(ক) বিপ্র নতুপাড়া ধাম, লক্ষ্মীনারায়ণ নাম,
দ্বিজবর করিল রচন।
(খ) দ্বিজ লালবিহারীসুত, সেহ বড় গুণান্বিত,
তার সুত লক্ষ্মীনারায়ণ।
কাতর হইয়া বলে, গুণী জনা পদতলে,
পিতা দুঃখ কর নিবারণ ॥
(গ) ধ্রুবকথা সুধারস অমৃতের ধার।
দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত কৈল পাঞ্চালী প্রচার ॥
(ঘ) গণেশ অনুজ হরি, তস্য ভ্রাতা লালবিহারী,
বিপ্র নতুপাড়াতে নিবাস।
তাহার সুতের সুত, জ্ঞানশূন্য লক্ষ্মীকান্ত,
ধ্রুবকথা করিল প্রকাশ ॥

৪৩৭। বাণ-যুদ্ধ।

এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে তিন জনের ভণিতা দৃষ্ট হইতেছে। গ্রন্থে কোন রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট নাই। হস্ত-লিখিত পুথিখানি নিতান্ত আধুনিক—১২২৪ মগীর লিখিত। ভাষা সহজ ও আড়ম্বরবিহীন।

আরম্ভ ;—

শুন শুন সর্ব্বলোক হৈয়া হরষিত।
বাণ রাজার যুদ্ধ শুন হৈয়া একচিত ॥
যথাতে পূজএ কন্যা দেবী বিষহরী।
অনিরুদ্ধ উষা কথা কহিব বিস্তারি ॥

*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*

মহারাজচক্রবর্ত্তী বাণ মহামতি।
সহস্রেক ভুজ তান নাই অব্যাহতি ॥
ব্রহ্মশাপে বিজয় যম অনুচর।
দৈত্য হৈয়া জন্মিলেক সভার ভিতর ॥
হিরণ্যকশিপু পুত্র খ্যাত ত্রিভুবনে।
মায়া করি সংহারিল দেব নারায়ণে ॥
তার পুত্র প্রহ্লাদ যে সুর মহাশয়।
মুক্তিপদ পাইলেক গোবিন্দ সদয় ॥

শেষ ;—

অনিরুদ্ধ উষা গেল শ্বশুরের সঙ্গে।
কেহ নাচে কেহ গায় মনোহর রঙ্গে ॥
কৃষ্ণকাভদ্র গেল দ্বারিকা নগরী।
প্রণাম করিয়া রাজা গেল নিজপুরী ॥
যার যেই পুরেতে চলিলা ততক্ষণ।
আনন্দে পূর্ণিত হৈয়া সকলের মন ॥
এই পুস্তক যেবা লেখে আর গায়।
দুঃখ ছাড়ি সুখ বাড়ে কহে দয়াময় ॥

ভণিতা ;—

(ক) শুন শুন চিত্ররেখা, না পাইলে তান দেখা,
আনলেতে ত্যজিমু জীবন।
গৌরীচরণ গুহে কয়, না ভাবিও বিস্ময়,
পাইবা পতি স্থির কর মন ॥
(খ) শ্রীনাথ দেবে কহে করুণা বচন।
করুণা করিয়া উষা করয়ে ক্রন্দন ॥
(গ) এই পুস্তক যেবা লেখে আর গায়।
দুঃখ ছাড়ি সুখ বাড়ে কহে দয়াময় ॥

৪৩৮। সত্যপীরের পাঞ্চালী।

এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানির রচয়িতার নাম কি, জানা যাইতেছে না। গ্রন্থমধ্যে কয়েকটি আরব্য ও পারস্য শব্দ থাকিলেও ইহা মুসলমানের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। সেরূপ অনুমানের কোন প্রয়োজনও নাই। কাব্যপ্রারম্ভেই "নমো গণেশায়"

বাক্যে ইহাকে হিন্দু কবির রচিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। ইহার যে দুইখানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, সে দুইখানিই আধুনিক; পঞ্চাশ বৎসরের কিছু কম।

প্রারম্ভ ;—

প্রথমে প্রভুর নাম মনেতে ভাবিয়া।
যার নাম লৈলে যায় শমন তরিয়া॥
প্রণমোহ সত্যপীর নিয়ত হাসিল।
যাহার প্রতাপে পুনি ভরিছে অখিল॥
সরস্বতীর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া।
শুদ্ধ পদ কহিবা আমার কণ্ঠে রৈয়া॥
ব্যাস বৃহস্পতি বন্দম শঙ্কর ভবানী।
করিম প্রচার সত্যপীরের যে ছিন্নি॥
কলিযুগে সত্যপীর আইল পৃথিবীত।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ হোন্তে হইল বিদিত॥
অতি পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
অন্ন বস্ত্র না মিলে ভিক্ষা মাগি খাইল॥
নিত্য নিত্য সেই বিপ্র করিয়া মাগন।
আপনার স্ত্রী পুত্র করয় পালন॥
আর একদিন বিপ্র ভিক্ষারে যাইতে।
আচম্বিত সত্যপীর দেখিল পন্থেতে॥

শেষ ;—

সুবর্ণের মুদ্রা ভাঙ্গি ছিন্নি যে করিলা।
আসিয়া পুছিয়া কন্যা ঘরে প্রবেশিলা॥
সেই হন্তে সদাগরের সম্পদ অপার।
সকল ভুবনে হৈল প্রশংসা তাহার॥
সত্যপীরের ছিন্নি করএ যেই জনে।
মস্কিল আসান হৈয়া বাড়ে দিনে দিনে॥
পীরের পাঞ্চালী শুনএ যেই জনে।
ঐশ্বর্য্য বাড়এ তার সঙ্কট না মিলে॥

৪৩৯। রাধার সংবাদ—ঋতুর বারমাস।

শ্লোকসংখ্যা ৫৮

আরম্ভ ;—

কৈয় কৈয় প্রাণ রিত * রাধার সম্বাদ।
নিমায়া নিঠুর হৈয়া গেল প্রাণনাথ॥
পউষ মাসেতে রিত পড়এ শিশির।
কৃষ্ণ বিনে চিত্ত মোর হইল চৌচির॥
হেমন্তের রিত বহে দীঘল যামিনী।
কৃষ্ণ বিনে কিরূপে বঞ্চিমু অভাগিনী॥
মাঘ মাসেতে রিত নগুণ পড়ে জাড়। †
ছাড়ি গেল প্রাণকৃষ্ণ কি গতি আমার॥

ভণিতা ও শেষ ;—

মধু মিষ্ট লাগে মোর গরল সকল।
বহি যায় কর্ণাট রাগ জীবন বিফল॥
বসুদেব মাসে রাধার না পূরিল আশ।
হীন কমরালী কহে এই রিতের বার মাস
বার মাস পদবন্ধ করিলুম রচন।
অপরাধ পাইলে ক্ষমিবা গুণিগণ॥
যেবা গায় যেবা শুনে রিতের বারমাস।
সর্ব্বত্রে কুশল তার আপদ বিনাশ॥

৪৪০। চৌত্রিশ অক্ষরের চৌতিশা।

শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৪০

আরম্ভ ;—

কয়ে বোলে কতদিনে হইমু উদ্ধার।
কোন হেতু ভবের জঞ্জাল হৈব পার॥
কৃষ্ণনাম মুখে ভরি বোল বারে বার।
কৃষ্ণ বিনে নিস্তারিতে কেবা আছে আর॥
খেনে খেনে উঠে মনে হরিরসবাণী।
খেনেকে গোবিন্দের নামে কাঁপয়ে পরাণী॥

* রিত—ঋতু।
† নগুণ—নয় গুণ। জাড়—জাড়া, শীত

শেষ ;—
হয়ে বোলে হরি হরি বোল সর্ব্বক্ষণ ।
হাসিতে খেলিতে জন্ম যায় অকারণ ॥
হরি ভাবে হরি চিন্তা হরি কর সার ।
হরি বিনে ভবেতে বন্ধু নাহি আর ॥
ক্ষয়ে বোলে ক্ষীণ হৈল সংসার আনলে ।
খলতা করিয়া জন্ম গেল অকালে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা রসে মজি না চিন্তিলাম পরিণাম ।
ক্ষেণেকে গোবিন্দের নাম মনে না লইলাম ॥
ভণিতা ;—
এ সব বৃত্তান্ত জানি, ভজ কৃষ্ণ চূড়ামণি,
ভবের জঞ্জাল হৈবা পার ।
দর্পনারায়ণ দাসে কয়, কৃষ্ণচন্দ্র দয়াময়,
অনন্তে যে অন্ত নাহি পায় ॥

৪৪১ । সীতার দশমাস ।

শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০

আরম্ভ ;—
বৈশাখ মাসের দিন নানা পুষ্পময় ।
রাম হৈছেন নরপতি সর্ব্ব লোকে কয় ॥
তাহাতে পাষণ্ড বিধি দৈবের লিখন ।
ভরতেরে দিয়া রাজ্য রাম গেলেন বন ॥
হা হা প্রভু রামচন্দ্র ত্রিভুবনসার ।
এই মাস গেল বৈয়া না কৈলা উদ্ধার ॥
শেষ ;—
উদ্ধারিয়া নিল সীতা রঘুর নন্দন ।
সবংশে রাবণ রাজা করিয়া নিধন ॥
রাবণ বধিয়া সীতা করিল মোচন ।
ভগ্ন সেনা লই রাজা হৈলা বিভীষণ ॥
ভ্রাতৃসঙ্গে অযোধ্যাতে গেলেন রঘুমণি ।
পাইলা পরম সুখ সীতা ঠাকুরাণী ॥
ভণিতা ;—
দশ মাসের দশ ঘোষা লও রে গণিয়া ।
এই গীত জোড়াইয়াছে শ্রীধর বানিয়া ॥
শ্রীধর বানিয়া হয় মুরারি ওঝার নাতি ।
রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিলা রঘুপতি ॥

৪৪২ । সখীর বারমাস ।

শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০

শুন শুন প্রাণসখি দুঃখের কাহিনী ।
বিদেশে গেলা রে প্রভু ছাড়ি অভাগিনী ॥
* * * *
কৃপার সাগর প্রভু দয়ার ঠাকুর ।
প্রথম কার্ত্তিক মাসে হইলা নিঠুর ॥
গমনকালেতে প্রভুর কঠিন হিয়া প্রাণ ।
এক তিল না দেখিলে না রহে পরাণ ॥
শেষ ;—
আশ্বিন মাসেত সখী পুরাইল বার মাস ।
আসিব আসিব করি মনে ছিল আশ ॥
আসিব আসিব করি মনে ছিল আশ ।
না আসিল প্রাণনাথ হইলাম নিরাশ ॥
ভণিতা ;—
সেখ জালালে কহে ভাবক ভাবিনী ।
চিন্তা না করিও স্বামী আসিব আপনি ॥

---

৪৪৩ । নারায়ণ দেবের পাঞ্চালী ।

প্রারম্ভ ;—
বন্দ সত্যনারায়ণ, দয়া কর অনুক্ষণ,
মতি রহুক তুয়া পদতলে ।
নিবেদিএ কায়মনে, রহে যেন অনুক্ষণে,
মধুকর যে হেন কমলে ॥
সংসারের সার তুমি, কি বোলিতে পারি আমি,
তুমি চারি বেদের আধার ।
তোমা সেবি প্রজাপতি, সৃষ্টি করে নিতি নিতি,
ত্রিভুবনে যার অধিকার ॥
শেষ ;—
শুভবার্ত্তা পাইয়া ঘরে, মাএ ঝিএ পূজা করে,
কন্যা হেতু হইল বিপাকে ।
জামাতা ডুবিল দেখি, কান্দে সাধু হৈয়া দুখী,
জামাতা বোলিয়া সাধু ডাকে ॥

তাকে দয়া কৈলা ঘাটে, ডিঙ্গা ডুবা পুনঃ উঠে,
হরষিত হইল সদাগর।
পুরবাসী যত জন, সব আনন্দিত মন,
পূজার দ্রব্য করিল বিধান॥
ঘরে নিয়া মধুকর, পূজা দিলা সদাগর,
সোয়া প্রমাণে দ্রব্য আনি।
পুরোহিত দ্বিজবরে, আনিয়া তা সভারে,
সবে মিলি করিলা যে ছিন্নি॥
ব্রাহ্মণের বেশ হৈয়া, নিজ মূর্ত্তি দেখা দিয়া,
দুঃখ ঘুচাইলেন নারায়ণ।
ভক্তবশ সদায় প্রভু, অন্য মত নাহি কভু,
এই কথা পুরাণ প্রমাণ॥

ভণিতা ;—
ভাবি সত্যনারায়ণে, দ্বিজ দীনরামে ভণে,
ভাষা ব্যাস গিরির পাঁচালী।
প্রভুর চরণে মন, রহুক অনুক্ষণ,
নিবেদিনু করি পুটাঞ্জলি॥

৪৪৪। মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী।

প্রারম্ভ ;—
প্রণমোহ পরম দেবতা আদ্যা দেবী।
ব্রহ্মা হরিহর থাকে যার পদ সেবি॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন তিন গুণে যুতা।
প্রসূতি পালন তুমি শিবশক্তিভূতা॥
যার নাম স্মরণে ত্বরিতে দুঃখ যায়।
মহাপদ পায় ভাল ঈষৎ লীলায়॥
তাহাম চরিত্র কিছু রচিবারে আশা।
লোক পরিতোষেরে কহিমু দেশী ভাষা॥
আছে অতি পশ্চিমে যে নগর উজানি।
বিক্রমকেশরী তথা নৃপশিরোমণি॥
শেষ ;—
ঘরে ঘরে করিলেক মঙ্গল অধিষ্ঠান।
বিক্রমকেশরী রাজা কৈলা কন্যা দান॥
অর্দ্ধ রাজ্য সঙ্গে দিলা জামাইরে কৌতুক।
নিজ পুরে চলে সাধু পাইয়া যৌতুক॥
প্রাসাদে সুবর্ণ সব কাঞ্চনে নির্ম্মিল।
তার মধ্যে সুবর্ণ-প্রতিমা স্থাপিল॥
বিল্বপত্র অখণ্ড ষোড়শ উপচারে।
পূজিল মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গল বাসরে॥
নানাবিধি বলিদান যতেক বিদিত।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে লোকে গায় গীত॥
ভণিতা ;—
দুর্গার প্রস্তাব যে জনে শুনিব।
জন্মের সহস্র দুঃখ তখনে খণ্ডিব॥

ইতি শ্রীমদন দত্তরচিত মঙ্গল-
চণ্ডিকার পাঁচালী সমাপ্ত।

৪৪৫। রাধিকার চৌতিশা।

আরম্ভ ;—
কহে সব গোপনারী উদ্ধব সম্বোধি।
কোন্ অপরাধে ছাড়ি গেল গুণনিধি॥
কোথা হোতে আসিয়া যে দারুণ অক্রূর।
কৃষ্ণ হেন গুণনিধি নিল মধুপুর॥
খরশাণ বাণে মনমথ দহে তনু।
খাইমু গরল বিষ যদি না আইসে কানু॥
খণ্ড তপস্যা কৈলুম্ মুই গোপনারী।
খগপতিনাথ গেল আমা প্রেম ছাড়ি॥
শেষ ;—
ষড়রিতু পাদপদ্মে আরাধি রহিমু।
সমুদ্র-উদ্ভব মুই খাইয়া মরিমু॥
হরি পরে গতি নাই আমি অভাগিনী।
হুতাশ কমল যেন বিচ্ছেদে দিনমণি॥
হিয়াত উথলে তাপ সতত অনঙ্গে।
হত অভাগিনী রাধা দরশন মাগে॥
ক্ষীণ তনু হৈল নিত্য কানুকে ভাবিয়া।
ক্ষমা দি রহিতে নারি বিদরয় হিয়া॥
ভণিতা ;—
ক্ষীণ দেবীদাসে কহে শুন গোপনারী।
ক্ষিতিতলে মুক্ত হৈবা ভজিলে শ্রীহরি॥

৪৪৬। কালকেতুর চৌতিশা।

আরম্ভ;—
কান্দে কালকেতু বীরে, কষ্ট পাইয়া কলেবরে,
কর্কশ বন্ধনে কারাগারে।
কৃপা কর রাঙ্গাপদে, কঙ্কণের অপরাধে,
কলিঙ্গে কাটিব কালি মোরে॥
গোধারূপে পথ জুড়ি, গড়াইয়া আছিলেন গৌরী,
জ্ঞান নাহি ছিল মোর মনে।
গলে দিয়া গুণফাঁসী, গাণ্ডীবে বান্ধিলুম আসি,
গৃহে দিলুম গৃহিণীর স্থানে॥
শেষ;—
হস্ত জোরে করম্ স্তুতি, হরিষ হইয়া মতি,
হিত কর হরের ঘরণী।
হুহুঙ্কার মারি হানা, হত কর নৃপসেনা,
হিমগিরি রাজার নন্দিনী॥
ভণিতা;—
ক্ষেমঙ্করী খড়্গ ধরি, ক্ষয় কৈলা যত অরি,
ক্ষম দোষ অভয়া পার্ব্বতী।
ক্ষণে ক্ষণে প্রণমিয়া, ক্ষিতিতলে লোটাইয়া,
শ্রীচান্দ দাসের কাকুতি॥

৪৪৭। সুধন্বার চৌতিশা।

আরম্ভ;—
করজোড়ে সুধন্বায় করয় স্তবন।
করুণাসাগর প্রভু তুমি নারায়ণ॥
কাকুতি করিয়া ডাকম্ চরণে তোমার।
কৃপা করি অধমেরে করহ উদ্ধার॥
খল খল করে অগ্নি আমা দহিবারে।
খণ্ডাও আপদ মোর ডাকম্ তোমারে॥
খসিল বসন বেশ আনলের ডরে।
খণ্ডাও আপদ প্রভু সেবকের তরে॥
শেষ;—
হীন বোধ করি দয়া না কর আমারে।
হিতকথা কহ আসি বাপের গোচরে॥
হরিণীর রূপে আইলা মারীচ দুর্ম্মতি।
হরিণ আপনা দোষে হইলা দুর্গতি॥
ক্ষীণবুদ্ধি হৈয়া যেই ভাবে অনুক্ষণ।
খণ্ডাও তাহার দুঃখ প্রভু নারায়ণ॥
ভণিতা;—
ক্ষণেক ভকতি করি প্রভু জনার্দ্দনে।
খণ্ডিব সকল দুঃখ রামানন্দে ভণে॥

৪৪৮। দময়ন্তীর চৌতিশা।

কহে দময়ন্তী নৈষধ রাজন।
কর অবধান প্রভু করম্ নিবেদন॥
কর্ম্মদোষে বিধি বাদী কি বোলিমু আর।
কৌতুকে খেলাই পাশা হারাইলা সংসার॥
খেদ পরিহরি প্রভু শুনহ বচন।
খণ্ডিব সকল দুঃখ সুর নারায়ণ॥
খগেন্দ্র বাহনপতি সে বংশে উদ্ভব।
ক্ষিতিতে জন্মিয়া কষ্ট পাইয়াছে রাঘব॥
শেষ;—
হরসুতা-বাহন-নাদে না রহে জীবন।
হেরিয়া চাহিতে বন্ধু নাহি কোন জন॥
হা হা প্রভু নল রাজা কোথা গেলা চলি।
হীন জন পরাভব সহিতে না পারি॥
ক্ষৌণিজা গর্ব্বের গর্ভ রিপুর কুমারী।
ক্ষবনিতে পূজা করি হেন ফল ধরি॥
ভণিতা;—
ক্ষীণ বিষ্ণুসেনে কহে দময়ন্তী সতী।
খলতা ছাড়িলে কলি পাইবা নিজ পতি॥

৪৪৯। ভূমিকম্প গ্রহস্তি।

নেত্র বসু সাত পূরিয়া সন্ধান।
শকাদিত্য সন এই শাস্ত্র পরিমাণ॥
নেত্র পাখা দুই চন্দ্র বৈসে এক স্থান।
মঘী সন আছিলেক এই পরিমাণ॥

মধু মাসে ত্রিবিংশতি দিবস সুন্দর।
শুক্লপক্ষ দশমীতে ভার্গব বাসর॥
বেদ দণ্ড বেলা স্থিতি লোকের বিদিত।
অকস্মাৎ ভূমিকম্প হৈল পৃথিবীত॥

শেষ ;—
ধরণী ধরিতে লোক স্থির হৈতে নারে।
পুষ্করিণী হৈতে জল নিকলে বাহিরে॥
স্থানে স্থানে মেদিনী ফাটিয়া উঠে পানি।
কত কত স্থানে লোকে হারাইল প্রাণি॥
সমুদ্র পর্ব্বত কৈল পর্ব্বত সাগর।
স্থাবর জঙ্গম আর কাঁপে থরে থর॥
কতক্ষণ ব্যাজে স্থির হৈল বসুমতী।
রহিল সকল সৃষ্টি কহিল ভারতী॥
ভণিতা ;—
এই বাক্য কত দিন স্মরণ কারণ।
জগদীশ সিংহে কহে তাহার বচন॥

৪৫০। তামাকু-চরিত্র।

আরম্ভ ;—
এক দিন পরীক্ষিৎ বসিয়া নির্জ্জনে।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিলা শুক মুনি স্থানে॥
রাজা বোলে মহামুনি করি নিবেদন।
কহিবা আমাতে এক অপূর্ব্ব কথন॥
সংক্ষেপে তামাকু-কথা কহিবাম তোমাত
যেরূপে তামাকুর জন্ম হৈল পৃথিবীত॥
দেবগণে মিলি যদি সমুদ্র মথিল।
রত্ন আদি নানা বস্তু তাতে জন্মিল॥
যত দ্রব্য উপজিল যার যেই রুচি।
মহাবস্তু উপজিল তামাকুর বীচি॥
লুকাইয়া রাখিল বীচি প্রভু গদাধরে।
পেলিল * তামাকুর বীচি পৃথিবী উপরে॥
তামাকুর বীচি যদি ভূমিতে পড়িল।
জনম সফল হেন পৃথিবী মানিল॥

শেষ ;—
শ্বশুরে তামাকু খান চাহেন জামাই।
বিলম্ব দেখি নিঃশ্বাস ছাড়ে চিন্তাযুক্ত হই॥
সামাস্তে তামাকু খায় তারে বোলে ভাই।
হোক্কাটি দেও যদি এক টান খাই॥
কহিলাম এই সব তামাকু-চরিত্র।
তামাকুর জন্ম হইতে ভুবন পবিত্র॥
জগতে বিচারি কহি তামাকু পুরাণ।
শুক মুনি কহিলেক পরীক্ষিৎ রাজ স্থান॥
পৃথিবী জন্মি লোকে তামাকু না খায়।
প্রাণ যাইতে সেই নরে বড় দুঃখ পায়॥
মৃত্যু হইলে জন্ম হয় শৃগাল উদরে।
হোক্কা হোক্কা বলিয়া ডাকয়ে উচ্চস্বরে॥
ভণিতা ;—
ধূলাতে গড়াগড়ি যায়, কান্দে কন্যা দীর্ঘরায়,
রচিলেক সীতারাম করে।
অপমান দুঃখ মনে, সাধু ভাবে অন্য মনে,
বোলে প্রিয়া তামাকু দিব তোরে॥
প্রতিলিপিখানি ১১৭৯ মঘীর লিখিত।

৪৫১। কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা।

আরম্ভ ;—
কদম্বের তলে কানু মুরলী বাজায়।
খঞ্জনগমনী রাধে ফিরি ফিরি চায়॥
গলার মুক্তি রাধার করে রঙ্গ ঢঙ্গ।
ঘন ঘন নৃত্য করে ময়ূরে করে রঙ্গ॥
শেষ ;—
বকুল কদম্ব মালা মালতী কিশোর।
শতে শতে বৃন্দাবনে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হৈলা সেই ঠাঁই।
শতে শতে নাগরী নাগর কানাই॥
ভণিতা ;—
হরি হরি হরি হরি পরবন্ধু।
ক্ষণেকে বিশ্রামে বোলে দীন ভবানন্দ॥

* পেলিল—ফেলিল।

৪৫২। কালিকাষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ ;—
জয় চণ্ডী বিঘ্নখণ্ডী চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী।
শুম্ভাসুর কৈলা দূর ভীমারূপে আপনি॥
তীক্ষ্ণ অসি রিপু নাশি মৈষাসুরমর্দ্দিনী।
বন্দম শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজনন্দিনী॥
শেষ ;—
তমঃ অঙ্গ জিনি রঙ্গ অধর সুরঙ্গিনী।
ভুবনমোহন বেশ ভুরু কামভঙ্গিনী॥
শম্ভু ভাষে কৃপা আশে পাদপদ্মে সুধা যামিনী।
বন্দম্ শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজনন্দিনী॥
ভণিতা ;—
শম্ভু কহে হেন লয় দেখি হরঘরিনী।
বন্দম্ শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজনন্দিনী॥

৪৫৩। একাদশীর ব্রতকথা।

দেব নিরঞ্জন বন্দম্ সংসারের সার।
কহিতে না পারে যার মহিমা অপার॥
কিছু কহিব আমি পুরাণ-কাহিনী।
দেব গুরু বন্দম্ আর যত ঋষি মুনি॥
ব্রহ্মা আদি দেব বন্দম্ অষ্ট লোকপাল।
যাহার প্রসাদে লোকে করে ঠাকুরাল॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে যতেক দেবগণ।
সংক্ষেপে বন্দিব আমি তা সবার চরণ॥
একাদশীর ব্রতকথা শুন সর্ব্ব জনে।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন যে যুধিষ্ঠির স্থানে॥
একাদশী তীর্থরূপে আপনি ভগবান্।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন পুরাণ-কথন॥
শেষ ;—
একাদশী ব্রত যেবা করে ভক্তিমতি।
সর্ব্বপাপ হরে তার বিষ্ণুলোকে গতি॥
পাপী নিস্তারিতে বিষ্ণু সৃজে একাদশী।
রোগ ব্যাধি হরে তার করিলে একাদশী॥
সঙ্গে কেহ না যায় আর পুত্র পরিজন।
একাদশী কৈলে হয় পরলোকে ধন॥
একাদশী তুল্য ব্রত ত্রিভুবনে নাই।
পাপী নিস্তারিতে কৃষ্ণ আসিলা এথাই॥
ভণিতা ;—
একাদশী পাঞ্চালী রচে বুড় শ্রীধরে।
যেই জন শুনে তার সর্ব্ব পাপ হরে॥

৪৫৪। লক্ষ্মীব্রত পাঁচালী।

পদসংখ্যা ১০৮

প্রারম্ভ ;—
প্রণমোহ নারায়ণ যত চরাচর।
যাহার সৃজন হয় যত দেবনর॥
সরস্বতী প্রণমোহ তাহান বনিতা।
যাহার প্রসাদে হয় সরস সঙ্গীতা॥
দেব ঋষি মুনিগণ করম্ বন্দন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বন্দম্ তিন জন॥
মাতা পিতা গুরুপদে করিয়া শিয়ালি।
লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রতকথা রচিব পাঞ্চালী॥
একদিন নারায়ণ করিয়া ভ্রমণ।
যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে হৈলা উপাসন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলে বিনয় বচন।
করজোড়ে স্তুতি করি বৈস নারায়ণ॥
করজোড়ে জিজ্ঞাসয়ে গোবিন্দচরণে।
লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রত গোসাঞি করিতে লয় মনে
শেষ ;—
ধনে ধান্যে পুত্র পৌত্রে ঐশ্বর্য্য হইল।
লক্ষ্মীচন্দ্র বরে দ্বিজ সুখে নির্ব্বাহিল॥
নবরত্ন গাভী দুগ্ধ বৃক্ষ যোগায় ধন।
সন্তোষ হইয়া দ্বিজ করয় বঞ্চন॥
যেই জনে একমনে করয়ে পূজন।
তাহারে প্রসন্ন হয় লক্ষ্মী নারায়ণ॥
যেই জনে অবজ্ঞা করয়ে কদাচিৎ।
বহু দুঃখ পায় সেই পুরাণ লিখিত॥

কত দিন সুখে বিপ্র করিয়া বসতি।
রথে চড়ি অন্তকালে হৈল স্বর্গগতি ॥
ভণিতা ;—
ভবিষ্যপুরাণ কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ বিদ্যা অভিরাম পাঞ্চালী বাখান

৪৫৫। জ্ঞান বারমাস।

পদ-সংখ্যা ৬৬

প্রারম্ভ ;—
বৈশাখে বসন্তের বাও তরু মেলে পাত।
দুই ডালে ভর করে ত্রিজগতের নাথ ॥
নানা পুষ্প ফল ধরে বায়ু করে গতি।
মহা সুখে কেলি করে ত্রিজগতের পতি ॥
* * *
* * *
ত্রিবেণীর ঘাট বৈসে দেখিতে সুন্দর।
কনক কমল মধ্যে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
শেষ ;—
চৈত্রে চঞ্চল হয় ব্রহ্মা নারায়ণ।
মন্দাকিনী-জলে স্নান করে দেবগণ ॥
যমুনা ঝগড়া জলে স্থাবর জঙ্গম।
প্রকাশিত হৈয়া আসে নিদারুণ যম ॥
যম না বোলিও তারে দেবের দেবরাজ।
যদুনাথে গায় গীত গুরুর সমাজ ॥
যেই গায় যেই শুনে জ্ঞান বার মাস।
পাপ ছাড়ে পুণ্য বাড়ে অন্তে স্বর্গবাস ॥
ইহার রচয়িতা কি পূর্ব্বোক্ত যদুনাথ নহেন?

৪৫৬। বিদ্যাসুন্দর।

ইহাকে অন্যান্য বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যাইতে পারে। বোধ হয়, কবি বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের সারাংশ লইয়াই ইহা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায় নাই; মধ্য-ভাগের যেটুকু আছে, তাহাতে কবির রচনা-নৈপুণ্য, কি কবিত্বের বড় একটা বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না। কবি তেমন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থের এক স্থলে এইরূপ একটা ভণিতা আছে ;—

গুরু রামচন্দ্র-পদ ধরিয়া মাথায়।
লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরাম গায় ॥

এবং অন্য এক স্থলে "শ্রীকবিরতনে গায়", এই ভণিতাও দৃষ্ট হয়। কবি নিধিরামই যে কবিরত্নোপাধিক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। "বিদ্যার গর্ভসংবাদ-শ্রবণে রাণীর তিরস্কার" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি ;—

শুনিয়া মায়ের কথা সে চন্দ্রবদনী।
সাহসে কপট জুড়ি ভাঁড়ায় জননী ॥
শুন মাও তোমার বাক্যে মনে লাগে দুখ।
শরীর ভিতরে মোর আছে তিন রোগ ॥
সর্ব্ব অঙ্গেত বায়ু দুঃখ পাই আমি।
সর্ব্বক্ষণে সে কারণে উঠে মোর হামি ॥
সপূর্ণ শরীর হৈছে পীলাইর * কারণ।
শিশু হস্তে আছে কুচে কাজল বরণ ॥
সপ্ত অষ্ট দিনাবধি গাও বেয়ারাম।
সদায় অজীর্ণ ভাব বড় দুঃখ পাম্ ॥
সকৌতুকে শয্যা কৈলুম পতি * *।
সেই সে কারণে বুঝি উঠে মিছা বাণী ॥
আরও একটু দেখুন,—

"গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভূচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণ-শরীরভক্ষাঃ ॥"

এই শ্লোকের কবি এই অনুবাদ করিয়াছেন :—

---

* পীলাই—প্লীহা।

বজ্রের (?) মধ্যম মাঝা শুন মৃগ আঁখি।
সহস্র নয়ান ধরে কিঙ্করের দেখি॥
বসুন্ধরাধর সে যে তাহার গর্ব্বেরে।
মত্ত হৈয়া গোকর্ণভক্ষকে শব্দ করে॥
সর্প যে ভক্ষণ করে তার নাম শিখী।
পর্ব্বত তাহার নাম শুন চন্দ্রমুখী॥

৪৫৭। সূর্য্যব্রত পাঁচালী।

প্রারম্ভ ;—
প্রণমোহ সরস্বতী চরণযুগল।
একে একে বন্দম্ মুই দেবতা সকল॥
ইষ্টদেব প্রণমোহ মনের যে রঙ্গে।
আনন্দে জনক বন্দম্ জননীর সঙ্গে॥

* * *

যেই গুরু শিখাইল জ্ঞান ভাল মন্দ।
তাহার চরণ বন্দম্ হইয়া আনন্দ॥
আর বহু প্রণমিয়া বোলম্ বারে বার।
এবে মুই প্রণাম করম্ দিবাকর॥
রচিবারে চাহি কিছু তাহার চরিত্র।
একচিত্তে শুন ব্রতী হইয়া পবিত্র॥

* * *

পূর্ব্বে এক গ্রামে ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুই কন্যা নারী সহ পোষে চারি জন॥
ভিক্ষা মাগি খায় দ্বিজ আজন্ম অবধি।
দুঃখিত করিয়া তাকে সৃজিয়াছে বিধি॥
শেষ ;—
তবে রাজা করিলেক সূর্য্যের পূজন।
মরা মাতা পিতা রাজা দেখিল তখন॥
যুবরাজ পুত্রেরে রাজ্য সমর্পিয়া।
সূর্য্যপুরে গেল রাজা মা-বাপ লইয়া॥
এইমতে সূর্য্য পূজা করে যেই জন।
সর্ব্ব স্থানে রক্ষা তারে করয়ে তপন॥
ধনে পুত্রে বাড়য়ে যে ঐশ্বর্য্য অপার।
বিঘ্ননাশ হয় তার আপদ নিস্তার॥
আদিত্যের পূজা যেই করে এ মতি।
অন্তিম কালেতে তার হয় সূক্ষ্মগতি॥

ভণিতা ;—
অল্প বয়স মোর দ্বিজকুলে জাত।
পণ্ডিত না হম্ মুই কহিলুম তোমাত॥
মনেতে ভাবিয়া মাত্র দ্বাদশ আদিত্য।
কবিতা কহিতে মোর প্রকাশিল চিত্ত।
গুরুগণে আদেশিল পরম সন্তোষে।
ব্রাহ্মণ সুজ্জন তথা বৈসয় বিশেষে॥
গ্রামাধিপ মহারাজা ধর্ম্মেতে তৎপর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে সভা আছে নরেশ্বর॥
সেই গ্রামে নিবসতি শ্রীরামজীবন।*
সূর্য্যের চরিত্র মাত্র করিব রচন॥
রচনাকাল ;—
ইন্দু রাগ ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
শ্রীরামজীবনে ভণে আদিত্যচরিত॥

৪৫৮। সীতাহরণ যাত্রা।

এই গ্রন্থখানি উনবিংশ শতাব্দীর রচনা ; ইহা দেশবিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ৺শ্যামাচরণ খাস্তগিরীর লেখনীপ্রসূত। ইনি সর্ব্বত্র "শ্যামাচরণ বাবু" নামে পরিচিত। ডাক্তার ৺অন্নদাচরণ খাস্তগিরী ও ও সবজজ ৺বাবু উমাচরণ খাস্তগিরী ইঁহার ভ্রাতা। শ্যামাচরণ বাবুর গানের দল ছিল। সম্ভবতঃ তিনি ইহা স্বীয় দলে অভিনীত করিবার জন্যই রচনা করিয়াছিলেন। ইহার আদ্যন্ত পদ্যময় নহে, মাঝে মাঝে সেকেলে গদ্যও আছে। কিন্তু অধুনা পদ্য লিখিবার যে সকল অদ্ভুত রীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে এ গ্রন্থের গদ্যকেও এক শ্রেণীর পদ্য বলা যাইতে পারে। ইহার ভাষা ও রচনা-প্রণালী

* এখানে একটি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইতেছে। লেখক যে গ্রামের কথা বলিতেছেন, তাহার নাম কোথায় গেল ?

কিরূপ, নিম্নোদ্ধৃত চারিটি সঙ্গীত হইতে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(১) তাল যৎ।

রক্ষ বিপত্তি সময়ে ভবদারা !
কে রাখিবে বিপৎকালে বিনে তোমা তারা।
সঙ্কটে পড়েছি বড়, হর হর ক্লেশ হর,
কিঞ্চিৎ করুণা কর দুর্গে সারাৎসারা।
চঞ্চল জীর্ণ তরণী কটাক্ষে হের জননী
হের মা হরঘরণী বহুদুঃখহরা ॥

(২) তাল একতালা।

ধনী বনে একাকিনী কেনে।
নির্জ্জন কাননে কামিনী কি মনে,
আশ্রয় বিহনে, থাক গো কেমনে ।
রাজবালা কিবা দেববালা,
রাক্ষসী মানুষী গন্ধর্ব্ব অবলা,
নাম ধাম কিবা কার কুলবালা,
বলহ সরলা শুনিয়ে শ্রবণে।
তড়িত-জড়িত গরিত-বরণী,
ক্ষীণ কটি তথি কুরঙ্গ-নয়নী।
অপাঙ্গে অনঙ্গ মোহ পায় ধনী
কলঙ্কবর্জ্জিত সুধাংশুবদনে।

(৩) তাল কাওয়ালি ।

জিনি চঞ্চল দামিনী সৌদামিনী,
মুখ কলঙ্কবর্জ্জিত শত সুধাকর জিনি,
বল কাহার কামিনী, বনে কেন একাকিনী,
থাক নির্জ্জনে কুটীরে বল কি সাহসে ধনী।
ধন্যে কি লাবণ্যে কার কন্যে,
এ অরণ্যে, কিবা জন্যে, অসামান্যরূপে ধনি !
ক্ষীণ কটি দেখি সিংহ অভিমানী,
মৃগনেত্র দৃষ্টি মাত্র বন ত্যজিল হরিণী।

(৪) তাল একতালা।

হায় স্বর্ণমৃগ আশা জন্যে এ দুরদশা,
সর্ব্বসুখ আশা শেষ হইল !
মৃগতৃষ্ণা প্রায় কাল মৃগ আশা,
মম সর্ব্বনাশ করিল !
সুখেরি আশায় কৈলেম্ মৃগ আশা,
সে আশায় মম ঘটিল এ দশা ;
শুনে কটু ভাষা, শূন্য করে বাসা,
দেবর লক্ষ্মণ কোথায় রহিল।
বহু আশা ছিল শেষে হবে সুখ,
সে আশা নৈরাশা হইল।
পঞ্চবটীমূলে কুলনাশা বাসা,
কি আশা আমি করিলেম ;
পূর্ণ হইত এই দুঃখিনীর সর্ব্ব আশা,
এ সময় যদি হৈত রামের আসা :
নাথের আসার আশা, দূরেরি পিপাসা,
আশা মাত্র আসা না হইল।

শ্যামাচরণ বাবুর জন্মস্থান চট্টগ্রাম পটীয়ার থানার অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডী—এই লেখকের স্বগ্রামেই। পরে তাঁহার জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করা যাইবে।

৪৫৯। সুবচনীর ব্রতকথা।

রচয়িতার নাম জানা যায় নাই। পদ-সংখ্যা ৭০।

বন্দম্ মাগো সুবচনী* প্রণাম করিয়া।
সুবচনী ব্রতকথা কহিমু রচিয়া ॥
ত্রিদশের দেবী মাগো জগতের মাতা।
ভয়নাশ দুঃখনাশ কর সানন্দিতা ॥
চন্দনে চর্চ্চিত তনু করেতে কঙ্কণ।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে সুচারু বদন ॥
হেন মাগো সুবচনী প্রণমোহ মাথে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয় চলি যায় রথে ॥
শেষ ;—
রাজা মৈল পাটেতে বসিব কোন জন।
হস্তীর ঘরেতে আসি করিল পয়ান ॥
বড়ুরে পৃষ্ঠেতে লৈয়া বসাইল পাটে।
পাত্র পঞ্চ জন বৈসে তারা পঞ্চ খাটে ॥

---

* সুবচনী—শুভচণ্ডীর সংক্ষিপ্ত অপভ্রষ্ট নাম মাত্র।

সুবচনীর ব্রত করে প্রতি শুক্রবার।

* * *

বাসি মুখে বাসি হাতে যে করে স্মরণ।
আপদে না লঙ্ঘে তারে যাবত জীবন ॥
যেবা পঠে যেবা শুনে কহন না যায়।
আপদে না লঙ্ঘে তারে ঠাকুরাণী পায় ॥

৪৬০। জৈগুণের বারমাস।

পদসংখ্যা ৩৭

প্রারম্ভ ;—
মাধবী মাসেত মন্মথ মহীরাজ।
মহোৎপল দণ্ড রুচি মধু সেনা সাজ ॥
মধুব্রতকুল মধুমত্ত ভমোনাথ।
মধুরস ফুটয় পরভৃত কুহুনাদ ॥
মনোরম বনস্পতি প্রফুল্ল মুকুল।
মানিনী বিভঙ্গ মনে বিরহে আকুল ॥
শেষ ;—
মধুমাসে মধু ঋতু মধুরি মধুর।
মাধবী মালতী মল্লী বিকাশে প্রচুর ॥
মলয়া পবন বহয় অতি মন্দ।
মধুকর ঝঙ্কারে পীয়য়ে মকরন্দ ॥
মর্ম্মকেতু মদনে পীড়িত সর্ব্ব দেশ।
মরিমু গরল ভক্ষি বৎসরের শেষ ॥
ভণিতা ;—
মরণ বিফল সতা যদি কভু মিলে।
অচিরে মিলিব প্রভু হারি পণ্ডিত বোলে ॥

এই মহম্মদ হারি পণ্ডিতের নিবাস চট্টগ্রাম আনোয়ারার অন্তঃপাতী ভিঙ্গরোল গ্রাম। ইনি ন্যূনাধিক দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের লোক।

৪৬১। রসরঙ্গের বারমাস।

পদসংখ্যা ৫১

প্রারম্ভ ;—
খেল রে প্রেমের খেলা রসের কামিনী।
খেলে হেলে দিন গেলে আর পাবে নি ॥ধুয়া॥
কহি সবানের পাশ, রসরঙ্গের বারমাস,
যে মাসে রঙ্গরস জ্ঞানী।
বৃন্দাবনে হৃৎপালঙ্গে, বসিয়া প্রাণপ্রিয় সঙ্গে,
প্রেমানন্দে বঞ্চ কমলিনী ॥
প্রথমে আশ্বিন মাসে, শরতের ঋতু বৈসে,
সাগরে নির্ম্মল হৈল পানি।
নির্ম্মল নক্ষত্র শশী, প্রকাশ ধবল নিশি,
জলে শোভে পদ্ম কুমুদিনী ॥
শেষ ;—
দেব বন পাখিগণ, যার কাল যেই ক্ষণ,
প্রেমানন্দে নাদে ঋতজ্ঞানী।
জন্মিয়া মনুষ্যকুলে, কালে কার্য্য না করিলে,
অনুশোচে ত্যজিবা পরাণি ॥
ভাদ্রেত বৎসর সাঙ্গ, যে করিল প্রিয়ারঙ্গ,
সে হইল স্বামীর সোহাগিনী।
ভণিতা ;—
কহে মতিওল্লা হীনে, যে রহিল বন্ধু বিনে,
সে হইল দুকুল অনাথিনী ॥
সেখ খান মোহম্মদ, প্রণামি তাহান পদ,
তান সুতে কহে রসবাণী।
অর্থ ভাব রস ছন্দ, যদি হয় ভাল মন্দ,
বিচারে শোধিও দোষজ্ঞানী ॥

৪৬২। নিমাইচাঁদের বারমাস।

পদসংখ্যা ২৮

প্রারম্ভ ;—
হা হা পুত্র নিমাইচাঁদ দুগ্ধের বাছুমণি।
কিরূপে ধরাইমু চিত্ত শচী অভাগিনী ॥
মাঘল মাসেতে নিমাই ব্যাকুল হইল।
কেশব ভারতী গুরু কি না মন্ত্র দিল ॥
কি না মন্ত্র পাইয়া নিমাই হইলা উদাস।
বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে থুইয়া নিমাই যায় সন্ন্যাস
শেষ ;—
পৌষ মাষেত রে নিমাই তুষেরি রন্ধন।
রান্ধন চড়াই মাএ জুড়িল কান্দন ॥

কান্দিতে কান্দিতে মাএ করিল শয়ন।
নিদ্রাতে আসিয়া পুত্র দেখাইলা স্বপন ॥
অন্ন জল দিয়া মাএ করাইল ভোজন।
তুমি যাদু না দেখিলে ব্যাকুল জীবন ॥
স্বপন জাগন হৈতে হারাইলুম গুণমণি।
এবে সে জানিলুম পুত্র বধিবা জীবন ॥

এই বারমাসে লেখকের নাম পাওয়া যাইতেছে না।

৪৬৩। লায়লি মজনু।

এই সুন্দর প্রাচীন পুথিখানি বর্ণজ্ঞান-বিহীন মুসলমান লিপিকরের হস্তে পড়িয়া যেরূপ ভ্রমজালে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে উহাকে উদ্ধার করা একরূপ দুঃসাধ্যই বলিতে হয়। লিপিকর এত অনবহিত ছিলেন যে, তিনি কোথাও একই চরণ দুইবার লিখিতেও বিরত হন নাই, কিন্তু কোথাও বা পদের এক চরণ লিখিয়া অপর চরণ লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া গ্রন্থখানি এতই ভ্রান্তিসঙ্কুল যে, ইহার সুন্দর দীর্ঘ ঋতুবর্ণনাটি একবারেই অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার রচয়িতা একজন শিক্ষিত সুন্দর কাব্যশক্তি-সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে আপন বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া চট্টগ্রামে রাজশক্তির অভ্যুদয়ের যে বিবরণ নিবদ্ধ করিয়াছেন, ইতিহাস তাহার সমর্থন না করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বকীয় বংশবিবরণ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থের উক্ত বিবরণস্থল হইতে একটি পাতা হারাইয়া যাওয়ায় ইহার সম্যক্ পরিজ্ঞানের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। অন্য একখানি নকল না পাওয়া গেলে ইহা এরূপই থাকিবে। ইহার হস্তলিপিখানি ১১৯১ মগীতে অর্থাৎ ৭১ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ ;—

প্রণমোহ আল্লা মহম্মদ নাম সার।
দোসর বর্জ্জিত প্রভু এক করতার ॥
করিম করুণাসিন্ধু রহিম দয়াল।
রজ্জাক্ আহারদাতা পালক সভার ॥

* * *
* * *

চতুর্দ্দশ ভুবন প্রভু সৃজিলা অবিলম্বে।
সপ্তখণ্ড গগন সৃজিলা বিনু স্তম্ভে ॥
সে করে করতা প্রভু যেই মনে লয়।
সজীবকে মৃত করে মৃতকে জীয়ায় ॥
রাজাকে মজায় শীঘ্র রাজ্যপাট হরি।
ভিক্ষুকের প্রতি করে রাজ্য অধিকারী ॥
নির্ণিতে না হয় রঙ্গ বর্ণিতে বরণ।
কহিতে কথন নহে শুনিতে বচন ॥
পঠিতে পুস্তক নহে লিখিতে অক্ষর।
বুঝিতে মরম তান অধিক দুষ্কর ॥

গ্রন্থকারের নিজ পরিচয়বর্ণনপ্রসঙ্গে যে অদ্ভুত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণ বিষয়টি এখানে সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

তাহান নন্দন নাম, সব গুণ অনুপাম,
পীর সাহা জমুদ সুমতি।
ধর্ম্মবন্ত কলেবর, পাপ তাপ দুঃখহর,
দয়াশীল আন নাহি গতি ॥
তান সুত গুণাসন্ধু, দরিদ্র দুঃখিত বন্ধু,
মহম্মদ সৈয়দ সুজন।
অবিরত শত শত, ধর্ম্মমতি সাদরত,
প্রভু বিনে আন নাহি মন ॥
পীর স্থির ধীর মতি, বীর বলবন্ত অতি,
মহম্মদ সৈয়দ তনয়।
ছিদ্দিক সমান জ্ঞান, হাতেম সমান দান,
আছাওদ্দিন দয়াল।
বঙ্গদেশ মনোহর, তার মধ্যে শোভাকর,
নগর ফতেয়াবাদ নাম।

আছাওদ্দিন পীর, নির্ম্মল শরীর ধীর,
তথাতে বসতি অনুপাম ॥
* * *
মুই পাপী দীনমতি, তুমি বিনে নাহি গতি,
এ ভবসাগরে কর পার ॥
সর্ব্বলোক নরপতি, ভুবনবিখ্যাত অতি,
আছিল হোছন সাহা বর।
তান রত্নসিংহাসন, অতি মায়া বিলক্ষণ,
গৌড়েত শোভিত মনোহর ॥
প্রধান উজ্জীর তান, মহম্মদ খান নাম,
তাহান গুণের নাহি অন্ত।
অন্য স্থলে স্থানে স্থানে, মছজিদ সুনির্ম্মাণে,
পুষ্করণী দিল ঠাঁই ঠাঁই।
প্রতি দিন মহামতি, পিপীলা মক্ষিকা প্রতি,
সর্ব্ব রাত্রি দিলেন খাইবার।
কাক পিক পক্ষী আদি, শিব শিবা চতুষ্পদী,
পাঠাইলা সভান আহার ॥
অন্ধল আতুরি যত, পালিলেন্ত অবিরত,
দান ধর্ম্ম করিলা বিশেষ।
* * *
প্রশংসা হইল সর্ব্বদেশ ॥
শুনিয়া দানের ধ্বনি, ক্রোধ হৈল নৃপমণি,
যত ধন লুটয়ে সদায়।
কেমন ধার্ম্মিক সার, এক অব্দ বারে বার,
তাহাকে বুঝিমু পরীক্ষিয়া।
প্রথম কোপে বাঘের জালে,
ফেলিলা দেখিলা ভালে,
ব্যাঘ্র দেখি নামাইল মাথা।
দ্বিতীয়ে বান্ধিয়ে শিলা, সাগরেতে পরীক্ষিলা,
নমাজ পড়িলা সুখে তথা ॥
তৃতীয়ে বান্ধিয়া রাগে, দিলেন্ত হস্তীর আগে,
গজে দেখি ছালাম করিলা।
চতুর্থে জোতের ঘরে, রাখিলা হামিদ খাঁরে,
আনলে দহিয়া পরীক্ষিলা ॥
পঞ্চমে খড়্গের ঘাতে, পরীক্ষিলা নরনাথে,
খড়্গ ভাঙ্গি হৈল খান খান
ষষ্ঠমে হানিয়া শর, পরীক্ষিলা নৃপবর,
অঙ্গে না লাগিল এক বাণ ॥
সপ্তমে গরল দিলা, মহারাজ পরীক্ষিলা,
করিলেন্ত প্রশংসা অধিক।
দেখিয়া জন্মায় সুখ, * * *
প্রসাদ করিলা * * ॥
নগর ফতেয়াবাদ,* দেখিতে পূরয়ে সাধ,
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোহর মনোরম, অমর নগরসম,
শতে শতে অনেক নিবাস ॥
* * * কর্ণফুলী নদীতট,
শুভপুরী অতি দিব্যমান।
চৌদিকে * * উচল বিস্তর সব,
তাহে সাহা বদর পয়ান ॥
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে, উজীর হামিদ খাঁরে,
অধিকারী হৈল চাটিগ্রাম।
আত্মরূপ দান ধর্ম্ম, করিলা পুণ্যের কর্ম্ম,
আনন্দে রহিলা সেই ঠাম ॥
অনুক্রমে বংশ কত, গঞ্জিলেক এই মত,
গৌড়ের কুদিন হৈল দূর।
চাটিগ্রাম অধিপতি, নানামত মহামতি,
নৃপতি নেজাম সাহা সুর ॥
একশত ছত্রধারী, সভানের অধিকারী,
ধবল অরুণ গড়েশ্বর।
রজনী সময় হৈলে, মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে,
অপরূপ পুরীর অন্তর ॥
ওই যে হামিদ খান, আজের উজীর তান,
তাহান বংশেত উৎপতি।
মোবারক খান নাম, রূপে গুণে অনুপাম,
সদা ধর্ম্মে কর্ম্মে তান মতি ॥
তান প্রতি মহীপাল, খিতাপ অধিক ভাল,
স্থাপিলেন্ত দৌলত উজীর।
সাধু সৎলোক সঙ্গে, জনম বঞ্চিলা রঙ্গে,
ধর্ম্মরূপে ত্যজিলা শরীর ॥

* চট্টগ্রামের নাম কি কখনও ফতেয়াবাদ ছিল?

তান সুত মূঢ় সম, নাম মোর বহরাম,
মহারাজা গৌরব অন্তরে।
পিতাহীন শিশু জানি, দয়াধর্ম্ম অনুমানি,
বাপের খিতাপ দিল মোরে॥
আছাওদ্দিন বন্ধু, তান পদ জ্ঞানসিন্ধু,
* * *
পুস্তক পয়ার সার, যেন মুকুতার হার,
রচিলেন্ত দৌলন্ত উজীর॥

উদ্ধৃত অংশে যে যে স্থানে বাদ দিয়া গিয়াছি, তাহার অনেক স্থলেই অর্থহীন শব্দরাশি বা একই শব্দ দুইবার লেখা,—কোথাও বা সেই সেই স্থলে কিছুই লেখা নাই।

এই গ্রন্থের ভাষার নমুনাস্বরূপ অপেক্ষাকৃত নির্ভুল মজনু-বিলাপ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সমগ্র গ্রন্থের ভাষাই এরূপ কোমল, ললিত ও সরস ছিল; কিন্তু মূর্খ লিপিকরের প্রমাদে এখন তাহা একরূপ অবোধ্য কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যস্বরূপে এ গ্রন্থ রক্ষিত হওয়ার একান্ত যোগ্য।

জগতে বোলয় তোমা সুধাকর নাম।
তোমার শীতল গুণ অতি অনুপাম॥
মোর প্রতি কেন তুমি গরল সমান।
অনল সদৃশ মোর দগধ পরাণ॥
তোমার সমান মোর ঈশ্বরী বদন।
তোমারে দেখিতে শ্রদ্ধা ইহার কারণ॥
মোর প্রতি নাহি কিন্তু তোমার পিরীত।
অমৃত গরল হৈল এ কি বিপরীত॥
বিপদ সময়ে বৈরী হয় বন্ধুগণ।
শুভদশা হৈলে হয় অমিল মিলন॥
বিরহী জনের প্রতি শশী দয়াহীন।
এই পাপে প্রতি মাসে এক পক্ষ ক্ষীণ॥
বিরহী জনের তনু দগধে কারণ।
প্রতি মাসে একবার বন্ধুর মরণ॥
বিরহী জনের মন হৃদয় নিঃশঙ্ক।
তে কারণে রহিলেক ইন্দুর কলঙ্ক

দুঃখের বারতা জানে রাহুর গ্রহণে।
দুঃখিত জনের প্রতি দয়া নাই কেনে॥
যদি মুই লম্ফ দিয়া হস্তে লাগ পাম্।
লামাই আকাশ হতে সায়রে ডুবাম্॥
নিরঞ্জন আরাধন করি যোড় হস্ত।
অবিলম্বে চন্দ্র যাউক অস্ত॥
শশধর হেরিতে বাড়য়ে মোর দুখ।
নক্ষত্র দেখিতে মোর বিদরয়ে বুক॥
গণিতে তারকা মেলে পুনি হৈল শেষ।
অবহু দারুণ নিশি নহে অবশেষ॥

ইহার দীর্ঘ ঋতুবর্ণনাটি সাহিত্যামোদীর আদর পাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল; কিন্তু লিপিকরের দোষে আমরা তদ্রসাস্বাদে বঞ্চিত হইয়াছি। ইহার ভাষা বৈষ্ণব-কোবিদকুলকুহরিত দূরাগত নৈশানিল-সঞ্চালিত সঙ্গীতধ্বনিবৎ সুমিষ্ট সেই ব্রজবুলি,—প্রেমপ্রবণ বাঙ্গালী হৃদয়ের সেই প্রেমের ভাষা। 'নিদাঘ ঋতুর' কিয়দংশ মাত্র এই দেখুন;—

চাতক পীউ পীউ নাদ শুনি,
বিরহিণী চিত্ত চমকিত,
বরিখত বারিদ জগত ভরি,
রজনী ভীম আন্ধিয়ারি।
শুনহে যে ধনী বিরহিণী,
যুগল নয়ানে বহে বারি॥

সকলেই জানেন, লায়লী-মজনু বিয়োগান্ত কাব্য। মজনু ও লায়লীর জন্য বড় দুঃখ হয়। বাস্তবিক বাঙ্গালীর কোমল হৃদয়ে বিয়োগের মর্ম্মভেদী তীব্র যন্ত্রণা অসহ্য। তাই এই গ্রন্থের—

লায়লী লায়লী বলি হইল নৈরাশ।
মজনু ঘরেতে রৈল ছাড়িয়া নিঃশ্বাস॥

এই শেষ দুই ছত্র পড়িয়া আমাদের কোমল হৃদয় নৈরাশ্যের গুরুভারে আপনিই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে! কবি দৌলত উজীর বহরামের পীরের নাম আছাওদ্দিন সাহা, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কবি সর্ব্বত্রই এই মহাত্মার পবিত্র চরণ ধ্যান করিয়া এইরূপে বক্ষ্যমাণ প্রস্তাব সমাপ্ত করিয়াছেন ;—

আছাওদ্দিন সাহা কল্পতরু সম।
উজীর দৌলতে কহে পুস্তক উত্তম॥

৪৬৪। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

এই পুথিখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের শেষভাগে সংযোজিত আছে। ঐরূপ একখানি উত্তরকাণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভবানীদাস নামক এক ব্যক্তি এই পুথিখানির প্রণেতা। ইহার হস্তলিপিটি ১১৫১ মঘীতে অর্থাৎ ১১১ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত। ইহা সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়-প্রণেতা ভবানীদাসের রচিত। ইহার শেষ কয় পাতা পাওয়া যায় নাই।

প্রারম্ভ ;—

নমো রামচন্দ্রায়।
সমুদ্রের জল যদি কলসীতে ভরি।
তথাপি শ্রীরামগুণ কহিতে না পারি॥
বুদ্ধি অনুরূপে আমি করিব রচন।
উত্তরার শেষে শ্রীরামের স্বর্গ আরোহণ॥
সীতা পাতালে গেল লোক চমৎকার।
অযোধ্যার লোক সব করে হাহাকার॥
রাজ্য করে প্রভু রাম মনেত অসুখ।
পাত্র মিত্র সকলের মনে ভারি দুঃখ॥

ভণিতা ;—

সর্ব্বজনে বোলে শুন রামের রচিত।
উত্তরার শেষে ভবানীদাসের রচিত॥

ইহাকে লক্ষ্মণদিগ্বিজয়প্রণেতা ভবানীদাসের রচিত বলিয়া অনুমান করার কারণ এই যে, ইহা ও লক্ষ্মণদিগ্বিজয় একই হাতের লেখা ও একই পুথির অন্তর্নিবিষ্ট। লক্ষ্মণদিগ্বিজয়ের শেষে যে উত্তরকাণ্ডটা যোজিত আছে, তাহার পরেই এই স্বর্গারোহণখানিও রহিয়াছে।

৪৬৫। শনিপূজার পুথি।

আরম্ভ ;—

সরস্বতী-পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভূমিগত হৈয়া বন্দি শ্রীগুরুচরণ॥
বৃষভ-বাহনে বন্দি উমা মহেশ্বর।
গরুড়বাহনে বন্দি গোলোক-ঈশ্বর॥
হংসবাহনে বন্দি দেব পদ্মাসন।
মূষিকবাহনে বন্দি দেব গজানন॥

শনৈশ্চরমাহাত্ম্য স্কন্দ পুরাণের মত।
পয়ার প্রবন্ধে আমি রচিব তাবত॥

ভণিতা ;—

ধনলোভে লোভী হৈয়া, দ্বিজবর মুগ্ধ হৈয়া,
সর্ব্বনাশ করিল আমার।
যদুনাথ কহে রাজা, শনৈশ্চর কর পূজা,
পাবে রাজা তনয় তোমার॥

শেষ ;—

শনি প্রতি হরিষেতে করহ প্রণাম।
সঙ্কটে নিস্তার করে গ্রহগুণধাম॥

স্কন্দপুরাণের মত করিয়া ধারণ।
শনির পাঞ্চালী-কথা হৈল বিরচন॥
দণ্ডবৎ প্রণমোহ ভূমিতলে পড়ি।
পাঞ্চালী সমাপ্ত হৈল বল হরি হরি॥

৪৬৬। জয়মঙ্গল চণ্ডীর ব্রতপাঞ্চালী।

আরম্ভ ;—
প্রণমোহ নারায়ণী দেবী ত্রিনয়নী।
যার পদ ধ্যান করে যত মহামুনি॥
এক দিন ব্যাস আইল হস্তিনা রাজ্যএ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে পূজে জনমেজয়॥
যোড় হস্ত করিয়া বলেন ব্যাসমুনি।
জয়মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত কহ শুনি॥
মুনি বলে জনমেজয় শুনহ কাহিনী।
যে কারণে ব্রতী সবে পূজেন ভবানী॥
শিরেতে বন্দম্ মাতা উমা মহেশ্বরী।
যাহার নামেতে যায় ভবসিন্ধু তরি॥

এক দিন মহাদেবে সঙ্গে নিয়া গৌরী।
নানা রঙ্গে পুষ্প তোলে বলাবলি করি॥

শেষ ;—
যেই বর চায় রম্ভা সেই বর পায়।
ধনে জনে পুত্র বর দিলা মহামায়॥
প্রকাশ হইল ইহা মুনির মুখ হোতে।
জনমেজয় প্রকাশিলা তাহার রাজ্যেতে॥
এই সকল প্রচার যে হইল নগরে।
জয়মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত সকলেই করে॥

এই পাঁচালীতে রচয়িতার নাম প্রকাশ পায় নাই এবং হস্তলিপিরও কোন তারিখ নাই।

৪৬৭। ৺তারকনাথ দেবের ছড়া।

সন ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'জন্মভূমি' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে এই ছড়াটি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে ৺তারকনাথ দেব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। আমরা সে সমস্ত বাদ দিয়া কেবল ছড়াটিরই কিঞ্চিদালোচনা করিতেছি। যেহেতু এরূপ প্রাচীন ছড়া প্রভৃতির বিবরণ পরিষদের দপ্তরে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

ছড়াটির সকল অংশ পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া যায়, তাহাও বহু অসংযত পাঠে আবদ্ধ। একজন অশীতি-পর বৃদ্ধার মুখ হইতে ছড়াটি সংগৃহীত হইয়াছে। উহার আরম্ভ এইরূপ ;—
বন্দিব বিলের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি।
চারিদিকে উলু খাকড়া বেনার বসতি॥
চৌদিকে জঙ্গল জল গহন কানন।
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি আম্রবন॥
কৃষাণে কাটয়ে ধান্য রাখালে কুড়ায়।
আনন্দে শম্ভুর শিরে ধান্য ভেনে খায়॥
কপিলায় দিচ্ছে দুগ্ধ একচিত্ত হইয়ে।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে বসিয়ে॥
মস্তকের বেদনায় শম্ভু হইলেন কাতর।
কহিলেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেশ্বর॥
তারকনাথ শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়ে বাছা আমার উৎপত্তি॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দেখে অপূর্ব্ব পাথর॥
হস্তে খোঁড়ে মাটী কেহ খোঁড়ে দিয়া বাড়ি।
পাষাণে দেখিয়া বলে হৈল হিয়াগাড়ী॥
রাহুত বাহুত ঘোড়া সাজিল লস্কর।
তারা সব প্রবেশিল জটার ভিতর॥
জটাধারী ত্রিপুরারি দেখিয়ে নিজে রড়ে।
রাজা বলে লয়ে রাখি রামনগরের গড়ে॥
শত কোড়া নিয়ে দিল কাটিবারে মাটী।
যত কোড়ে শম্ভু বাড়েন পুষ্কর্ণীর বাঁটী॥
বারমাস কোড়ে শম্ভুর অন্ত নাহি পায়।
তবু শম্ভু নিয়ত পাতাল দিকে ধায়॥
ভক্তের দুঃখ পাইয়া ভব জানিয়া অন্তরে।
নিশি রাত্রে গিয়ে বসেন রাজার শিয়রে॥
সন্ন্যাসী হইয়া মূর্ত্তি করেন তখন।
শুন রাজা ভরামল্ল আমার বচন॥

অকারণে দুঃখ পাইয়ে মোরে কেন খোঁড়।
গয়া গঙ্গা বারাণসী এখানে সে জড় ॥
শুনিয়া নৃপতি হইলা আনন্দে অস্থির।
জঙ্গল কাটিয়া দিল অপূর্ব্ব মন্দির ॥
আম জাম রুহিলেন গুয়া নারিকেল।
ডানভাগে সরোবর সিদ্ধিমাথা জল ॥
পাথরে বান্ধিয়া দিলেন মরীচির গড়া।
জলেকে কুম্ভীর ভাসে ডাকে কড়াকড়া ॥
বিচিত্র মন্দিরের মাঝে মহামায়ার সঙ্গে।
প্রেমভরে তাল লয়ে নাচে কত রঙ্গে ॥
নীল দিনে সরোবর গঙ্গার জোয়ার।
পাতকী তারিতে ভবে হৈলা অবতার ॥
মধ্যিখানে তারকনাথ চারিদিকে জল।
ভক্তগণে দিয়ে পূজা কালা ফুলের মালা ॥
মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় হইলেন একচল্লিশ সালে।
বৃষধ্বজে পূজিলেন গিয়ে শ্রীফলের মূলে ॥
বাঘছাল আসন বিভূতি মাথা গায়।
নিবাসী নন্দন বাটী কখন না যায় ॥
গাহিল সকল দ্বিজ শঙ্কর ভাবনা।
নিবাসী নন্দন বাটী জলগড় পরগণা ॥

ছড়ায় আছে, ৪১ সালে তারকনাথ দেবের আবির্ভাব বা লোকে প্রকাশ। এই ৪১ সাল লইয়া বহু মতভেদ আছে। কেহ বলেন,—১১৪১ সাল, কেহ বলেন,—১০৪১ সাল। বহুদিন পূর্ব্বে তারকেশ্বর-ধাম হইতে একখানি ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল; কিন্তু উহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই। শুনা যায়, সেই পুস্তকেও মাত্র ৪১ সালে তারকনাথের আবির্ভাব বলিয়া লিখিত আছে। তাহা সত্য হইলে সমস্যা গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। ১০।১২ জন মাত্র মোহান্তের অধীনে এত শত বৎসর অতীত হইল কিরূপে, বুঝা কঠিন।

৪৬৮। সত্যপীরের পাঁচালী।

এই পুথিখানি পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বালোচিত পুথি হইতে সর্ব্বাংশে অভিন্ন হইলেও আরম্ভে কতকটা বেশী আছে বলিয়া আবার ইহার বিবরণ দিতেছি। বেশীর ভাগটা কেবল একটা বন্দনা মাত্র। তদ্‌যথা ;—

নম গনসায়। বন্দনা লাচারি।
রাগ কল্পনা ভাটীআল।
বন্দম জে সরস্বতি, অনুক্ষণ দেঅ মতি,
আমাকে না হইঅ অন্যমন।
বুদ্ধিহীন আমি নর, তোমা পদে করি ভর,
কোটী কোটী করি নমস্কার ॥
* * *
উত্তরে হেমন্ত করি, বন্দম সুমেরু গিরি,
জার হিমে দহক্তি সংসার।
বন্দম জে দশদিগ, মনেতে করিআ হিত,
তান পদে অন্ত (অন্য) নাহি মন।
সৈত্যপীর মনে জানি, লেখিব পণ্ডিত গনি,
বন্দনা হইল সমাপন ॥
প্রথমে প্রভুর নাম মনেতে ভাবিআ।
ইত্যাদি।

ইহার পাঁচখানি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। একখানিতেও কোন ভণিতা পাইলাম না। শেষ এইরূপ ;—

সোনার ঘোরা রূপার জিন।
আসিবেন সৈত্যপীর সিন্নির দিন ॥
আসিবেন সৈত্যপীর বসিবেন খাটে।
সৈত্যপীরের আজ্ঞা করে সিন্নি
হাতে হাতে বাটে ॥

অপর একখানিতে লাচারিতে কতকটা বেশী আছে ; যথা,—

আমি জে অধম জাতি, না জানি তোমার স্তুতি,
তোমা পদে বিনে নাহি গতি।

চরণে ধরিয়া পূজে, তুমি পীর হও রাজি,
বড় (বর) দেও মুই অধমেরে ॥

তারিখাদি ;—

(১) সন ১২৪৯ মঘি তাং ৩ মাঘ ; লেখক শ্রীনকুলচন্দ্র বড়ুয়া, পীং রামধন খলিফা সাং লাখেরা। পত্রসংখ্যা ১৩, এক পিঠে লেখা।

(২) "উত্তরর্গাঃ উং বিষ্ণু নম মৌর্দ্ধে যুকুশ্যাপক্ষেঃ ১২ দ্বাদসি তির্থ শম বাসরে মগদ গোত্রেঃ অং ঠুং ডুল চুন রর্ম্মা খার সৌত্যপিরর প্রিতি নম ইতি সন ১২৩৮ মঘি তাং ১৩ ভাদ্র।" পত্রসংখ্যা ১৪, দুই পিঠে লেখা।

(৩) সন ১২২৯ মং তাং ৪ জ্যৈষ্ঠ। পত্রসংখ্যা ২৮, দুই পিঠে লেখা।

(৪) "* * শুকুলা পক্ষে ১১ তির্থ শমবাসরে মগদ গোত্রে অং ঠুং ডুল চুন রস্তাখিরে সৈত্যপীরের প্রীতি নম ইতি সন ১২২৭ মং তাং ১৫ আশিন।" লেখক শ্রীযুক্ত কামোছেরা অভয়চরণ ঠাকুর পীং বাবুরাম সীপাই সাং লাখেরা। পত্রসংখ্যা ১১, এক পিঠে লেখা। ভাঁজ-করা কাগজ।

(৫) ইতি সন ১৮৫২ সাল মঘী ১২১৩ মং তাং ৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ রবিবার বাঙ্গালা ১২৫৯ সাল সয়ক্ষর শ্রীনানকচান পীং সিতল সিং ঠাকুর। এই পুতির পালিতা শ্রীলোচন পীং মুলুকচান সাং লাথারা * * মোকাম কৈলকাতা জানেবেন সাকিন লাথারা।" পত্রসংখ্যা ৯, এক পিঠে লেখা। ভাঁজ-করা কাগজ।

এই প্রতিলিপিগুলি আমার ছাত্র চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত লাখেরা গ্রামবাসী শ্রীমান্ অঙ্গরাজ বড়ুয়াদের বাড়ীতে আছে।

৪৬৯। জগন্নাথ-মাহাত্ম্য।

এই কবিতাটি ১৩১৩ সালের (৪২১) গৌরাব্দের ২৪শে মাঘ তারিখের সাপ্তাহিক "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা"য় শ্রীযুক্ত বাবু কাঙ্গালচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন কবিতা বলিয়া পরিষদে ইহার বিবরণ থাকা উচিত মনে করিয়া নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

ইহা একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভমাত্র। মোট পদসংখ্যা ২১। প্রকাশক মহাশয় আদর্শ পুস্তক সম্বন্ধে কোন বৃত্তান্ত প্রদান করেন নাই।

আরম্ভ ;—

বন্দ প্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ,
দক্ষিণসমুদ্রকূলে স্থিতি।
অবতরি নীলাচলে, অক্ষয়-বটের মূলে,
বিরাজিত কমলার পতি ॥
এ তিন ভুবনে সার, তুলনা নাহিক যার,
বৈকুণ্ঠ সমান নীলাচল।
সেই স্থানে দামোদর, অবস্থিতি নিরন্তর,
দরশনে জনম সফল ॥

ভণিতা ও শেষ ;—

সংসার-বাসনা তেজি, প্রভু জগন্নাথ ভজি,
প্রাণের সহিত একমন।
উৎকলখণ্ডেতে যত, তাহা বা কহিব কত,
কিছুমাত্র করিলাম বর্ণন ॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, যার কীর্ত্তি ত্রিভুবন,
আরাধিল দেব জগন্নাথ।
দ্বিজ দয়ারামে কয়, ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাশয়,
ধন্য কীর্ত্তি জগতবিখ্যাত ॥

৪৭০। উদ্ধবসংবাদ—

রাধার চৌতিশা।

এই চৌতিশার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের জনৈক জুমিয়ার লিখিত এক প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। উহার শেষাংশে ভণিতাযুক্ত অংশটি এখানে তুলিয়া দিলাম ;—

ক্ষিতিতলে জেবা গাএ রাধার চৌতিশা।
ক্ষেমা করি হরি পুরাএ কামনা॥
কহে শ্রীমদনদাসে আনন্দির স্থতে।
রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাএ শমন তরিতে॥

ইতি রাধার চৌতিশা সমাপ্ত। লেখীল বেলা এক ফর (প্রহর) হইতে আদাএ যুক্ষরমীদং শ্রীগোলোক দেওয়ান। সন ১২২৪ মঘী।

এই পুথি ও ইহার পরবর্ত্তী পুথিখানি আমার প্রিয়সুহৃদ্‌ "চাকমাজাতি"-লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জুমিয়া পাড়া হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

৪৭১। উদ্ধবের বারমাস

শুন শুন প্রাণের উদ্ধব শুন রে কালিআ।
নিফিল চিত্তের আনল কে দিল জ্বালিআ॥
আগ্রন মাসেতে উদ্ধব সারি ছাড়ি গেল মুহর
পুষ্পের মালা গলাএ দিআ ভুজন করাইমু কারে॥
ভুজন করিআ কৃষ্ণ পালঙ্গে শুইত।
সোনার ঘর মন্দিরের মাছে (মাঝে) শুআ নিদ্রা জাইত॥ ১॥

শেষ ;—
কার্ত্তিক মাসেত উদ্ধব সুখাইল খালে নালে পানি।
প্রাণকৃষ্ণ আসিব বুলি বিশাইলুং নেআলি॥
নেহালি বিশাইআ রাধা হইল হয়ান।
কৃষ্ণ বিনে রাধিকার না জুরাএ পরাণ॥
উদ্ধব উদ্ধব প্রাণের উদ্ধব শুন নিবেদন।
চন্দ্রমুখী রাধাএ মাকে (গ) ঠাকুর দরশন॥
ইতি উদ্ধবের বারমাস সমাপ্ত।
লিখীত শ্রীগোলোক দেওয়ান।

৪৭২। নিমাইচাঁদের বারমাস।

আধুনিক প্রতিলিপি। ভণিতা নাই। 'নিমাইর বারমাসের' সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা হইতে ইহা ভিন্ন। ইহার রচনা করুণ বিলাপপূর্ণ ; সুতরাং অতীব মর্ম্মস্পর্শী। পদসংখ্যা—৮১।

আরম্ভ ;—
হা হা পুত্র নিমাইচান্দ ফাটি যায়ে বুক।
আর নি দেখিব মায়ে নিমাই চান্দের মুখ॥
কে বা হরি নিল নিমাই কে করিল চুরি।
আন্ধার হইয়া রৈল নদীয়ার পুরী॥
সন্ন্যাসী না হৈয় বাছা বৈরাগী না হৈয়।
অভাগী মাএর চিত্ত সদাএ না জ্বালাইয়॥

শেষ ;—
চৈতন্য পাইয়া শচী না দেখি কৃষ্ণধন।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া দোঁহে করএ ক্রন্দন॥
নদীয়ার সর্ব্বলোক যায় গড়াগড়ি।
সন্ন্যাসে চলিল নিমাই বৈকুণ্ঠ নগরী॥
হা হা পুত্র বলি শচী করএ ক্রন্দন।
মাও ছাড়ি গেলা পুত্র বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
ধুলাএ পড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া যায় গড়াগড়ি।
হরিয়া লইল বিধি জগতের হরি॥
যেবা গাএ যেবা শুনে নিমাইর সন্ন্যাস।
পাপ ছাড়ে পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠ নিবাস॥

ইহার প্রতিলিপিখানি আমার জনৈক ছাত্র আনোয়ারানিবাসী শ্রীমান্ নবকুমার নন্দীর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

৪৭৩। মনসা-মঙ্গল।

ইহা দ্বিজ বিপ্রদাস কর্ত্তৃক বিরচিত। নিম্নে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

কবির পরিচয় ;—

মুকুন্দ পণ্ডিত-সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি নাঁদুড়ে বটগ্রাম॥
বাচ্যগোত্র পিপিলার পঞ্চ প্রবর।
শ্যাম বেদ কুত্তক সথা চারি সহোদর॥

রচনা-কাল ;—

শুক্ল দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিএ পদ্মা কৈলা উপদেশে॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহো গৌড়ের সুলক্ষণ॥

ভণিতা ;—

সেবকেরে বর দিতে চাহে বিষহরী।
দ্বিজ বিপ্রদাস কহে করযোড় করি॥

পরিচয়স্থলে তৃতীয় চরণের 'পিপিলার পঞ্চপ্রবর' শব্দের অর্থ বুঝিতে পারা যায় নাই। চতুর্থ চরণের অর্থও হৃদয়ঙ্গম হইল না।

মনসার পাঁচালী-লেখক বিজয়গুপ্ত দ্বিজ বিপ্রদাসের সমসাময়িক কবি, তাহা রচনা-কাল ধরিয়া প্রমাণ হয়। বিপ্রদাসের মনসা পুথির তিনখানি প্রতিলিপি আমাদের দেশে—জেলা ২৪ পরগণা ছোটজাগুলিয়া গ্রামে আছে। তিনখানি ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় শ্রাবণ মাসের নাগপঞ্চমীর দিন হইতে প্রায় নয় দিন পাঠ করা হয়। পুথি সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, ঐ কয় দিন পুথি খুলিয়া পড়া বিধি ; কিন্তু বৎসরের অন্য সময়ে নিষিদ্ধ।

কবি বিপ্রদাস অদ্যাপি তেমন পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন কি না, জানি না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্নালে বিপ্র-দাসের মনসা পুথি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বিপ্রদাসের মনসা পুথি সম্বন্ধে প্রাগুক্ত কথাগুলি আমার প্রিয়বন্ধু পরিষদের সভ্য পরলোকগত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার অকালবিয়োগে পুথিখানির আর সম্পূর্ণ পরিচয় সংগৃহীত হইতে পারে নাই।

৪৭৪। সর্ব্ব-কর্ম্ম বা জ্যোতিষ-শ্লোক-সঞ্চয়।

এই প্রাচীন পুথিখানি রামজী সেন নামে পরিচিত জনৈক কবি-জ্যোতিষী কর্ত্তৃক বিরচিত। কবির আসল নাম বোধ হয়, রামজয় সেন।* ইহাঁর পিতার নাম রাম-গোপাল সেন ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম অভিরাম সেন। তাঁহারা উভয়ে নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। পুথিতে কবির আত্ম-পরিচয়সূচক অংশটি এইরূপ ;—

বর্দ্ধমান পরগণে রাণিহাটী জামনানিবাসী।
মম তাত রামগোপালচরণ হৃদয় প্রকাশি॥
* * শশধর বংশতে শ্রীরামজী সেন গুপ্ত।
লোককৃপাবান্। নত্বা বৈদ্যকুলজ্জাতীন্
গ্রহবিপ্রাংশ্চ ব্রাহ্মণান্। পুস্তকস্য নাম

---

* গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ নাম রামজীবন সেন। ইহাঁর স্বহস্তলিখিত কয়েকখানি আয়ুর্ব্বেদীয় পুথি-তেই ইহার উল্লেখ আছে।

সর্ব্বকর্ম্মসু হরিমুনিচন্দ্রশাকীয়া নানা জ্যোতিষগ্রন্থস্ত দৃষ্টে কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে ময়া ॥
আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম সেনের গুণ।
রঘুমল্লিক কুলজীতে ঐশ্বর্য্য করিল বর্ণন ॥
সেই বংশে আমার জন্ম সকলবিদ্যাগুণহীন।
ভাষায় ভাঙ্গিল জ্যোতিষ সর্ব্বকার্য্যে যাত্রা দিন ॥
অন্যের কিবা কথা পিতা পুত্রেরে না শিখায়।
বিশেষ প্রয়াস পাইলে তবু সঙ্কেত নাহি কয় ॥
শিব-দুর্গা-চরণ-পদ্ম করিয়া বন্দন।
প্রকাশি অজ্ঞান-বোধ জ্যোতিষগণন ॥
* * শব্দে নাহি বুঝে অজ্ঞানে।
ভাষাতে ভণয়ে বৈদ্য শ্রীরাম জী সেনে ॥*

কবির বাসস্থান ;—
"জামনার দক্ষিণ পার্শ্বে রামজী সেনের বাটী।"

সুতরাং দেখা যায় যে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাণীহাটী পরগণার অধীন জামনা গ্রামে কবির নিবাস। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ১৭২২ শকে তিনি গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হন।

বহুতর জ্যোতিষ-গ্রন্থাবলম্বনে মূল শ্লোক-গুলি বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ করা হইয়াছে। ডাক ও খনার বচনের মত গ্রন্থের সর্ব্বত্র ছন্দের মিল দেখা যায় না। পদ্যানুবাদ ব্যতীত স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোকও সন্নিবিষ্ট আছে। প্রাপ্ত পুথিখানি খণ্ডিত,—কেবল ২৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। তৎপরে কয়েক পৃষ্ঠা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডুলিপির তারিখ ও লেখকের নাম জানিবার উপায় নাই। কবি রামজী সেন সম্ভবতঃ ষোড়শ শকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থারম্ভ ;—
নারদ বাল্মীকে কহিল নাম প্রধান।
সকল শাস্ত্রেতে আছে ইহার প্রমাণ ॥
রাধাকৃষ্ণ দুর্গা গঙ্গা কালী শিব শিবে।
মরণকালেতে মুখে এ নাম কহিবে ॥
গণেশ সূর্য্য রাম পরাৎপর জানিল।
এই সময় নাম মুখে কলমে লিখিল ॥
একান্তে মাত্রা বিনে কবিতা নাহি হয়।
জীবৎ মানে জ্ঞানে আমি কহিল নিশ্চয় ॥
ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু সুখ নাহি চাই।
অন্তকালে কেবল শ্রীপাদপদ্ম পাই ॥
এন হইতে হীন রেণু হইতে ন্যূন।
অন্তকালে যেন এই চরণে হই লীন ॥
পূজার সময় নানা মত হয় আশা।
রামজীর মৃত্যুকালে শ্রীগুরু ভরসা ॥

গ্রন্থে যাত্রাদি সম্বন্ধে শুভ দিন-ক্ষণাদির বিচার, বিবাহাদি দশবিধ সংস্কার, ক্রিয়া-কলাপের প্রশস্ত দিনাদি নির্ণয়, কালাশুদ্ধি প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা আছে।

এই পুথির বিবরণ শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত আচার্য্য মহাশয় "অবসর" নামক মাসিক পত্রের ৪র্থ ভাগের ২য় সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

৪৭৫। নামহীন পুথি।

নামহীন খণ্ডিত পুথি। ২ হইতে ১৫ পত্র পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় প্রায় ৮ পদ। রচয়িতার নাম ও তারিখাদি নাই।

বোধ হয়, ইহা মোহম্মদ খাঁ-রচিত "মুক্তান হোসেনে"র অংশবিশেষ। ইহাতে বিবি ছকিনার চৌতিশা, আজগরের বার-

* এই রামজী সেনের স্বহস্তলিখিত কয়েকখানি আয়ুর্ব্বেদীয় পুথি পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত আছে। সেই সকল পুথির বিবরণ ২০ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মাস, সাহনা, জহুরনামা, জয়নবের বারমাস, ছকিনা-বিলাপ ও মাণিকছড়ি নামক অধ্যায় বিশেষগুলি আছে; কিন্তু সবগুলি সম্পূর্ণ লেখা নাই। এমন হওয়ার কারণ কি, বুঝিলাম না।

২য় পত্রের আরম্ভ ;—

* * *

জনবে তাহাতে সিষু নিয়া দিলা পুনি ॥
সিষু লই গেলা বীর বিপক্ষের কাছে।
সিষু কি করিছে দোষ ভাবি চাহ সাছে ॥
কিন্তু জল দান কর বালকে পিবার।
কঠিন কুলিশ হিয়া তোমার সভার ॥

শেষ ;—

এথ ষুনি সে পুরুষ কহিলেন্ত তবে।
এথা হোন্তে য়ামাকে খেদাইলা তুমি সবে ॥
তথাপিহ কহি ষুন এ সব বিত্যান্ত।

* * *

পূর্ব্বোদ্ধৃত কথাগুলি যে প্রসিদ্ধ কারবালা যুদ্ধঘটিত, তাহা বলাই বাহুল্য। পুথিখানি আমাদের বাড়ীতে আছে।

৪৭৬। ত্রৈলোক্যদেবের পাঁচালী।

ক্ষুদ্র পুথি। পত্রসংখ্যা ৪। প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। আধুনিক কাগজ। বড় বেশী দিনের প্রাচীন নহে। তারিখ নাই।

শ্রীগুরুবে নমঃ। নমো গনেশায়ঃ।
ত্রৈলোক্যদেবের পাঞ্চালী।
পূর্ব্বদিগ বন্দিব আমি শ্রীভানু ভাস্কর।
একদিগ উঠে ভানু চৌদিগে পসর ॥
উত্তরে বন্দিব আমি হিমালয় মহাজন।
জাহার হিমালে কাপে এই তিন ভুবন ॥
দক্ষিণে বন্দিব আমি ক্ষির নদি সাগর।
জাহার প্রসাদে জিয়ে মাছ সদাগর ॥

* * *

বিত্তাপতি করিব বন্দন পবিত্র কারণ।
একে একে বন্দিবেক এ তিন ভুবন ॥
স্তুতি করি কহি শুন হইয়ে একমন।
কহিব পাঁচালী কিছু পিরের কারণ ॥
একদিন সৈত্যপির পৃথিবীতে আসি।
মোকাম করিআ বৈসে তির্থ বারানসি ॥
হেনকালে তথাতে আসিল মোচরা পির।
আসা হাতে করিআ জে আগে হইল স্থির ॥

* * *

মোচরা পীরে কহে কথা সত্যপীরের ঠাই।
ত্রৈলোক্য পীর আছে মোর জ্যেষ্ঠ ভাই ॥

ভণিতা ;—

(১) জদি ঘোরা না পাই আমি,
তথাপিহ গতি তুমি,
প্রাণ দিব তোমার উপর।
কহে হরিনারাঅন, পীরের চরণে মন,
ভক্তি কর পাইবা ঘোটক ॥

(২) সঙেখপে কহিল কিছু পীরের ইতিহাস।
ভক্তি করি শুন সবে (কহে) হরিরামদাস ॥

শেষ ;—

পীরের পাচালী জেবা করে অবহেলা।
নিশ্চয় জানিঅ ভাই জমঘরে গেলা ॥
সোনার ঘোরা রূপার জিনী।
আসিবেন ত্রৈলোক্য পীর সিরনী দিনে ॥
আসিবেন ত্রৈলোক্য পীর বসিবেন খাটে।
পীরের আজ্ঞা হইল সিরনী বাটীতে ॥
"ইতি ত্রৈলোক্যপীরের পাচালী সমাপ্তঃ।
শ্রীঅখিলচন্দ্র শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং পুস্তিকেঅং।"

পূর্ব্বে "ত্রিলক্ষপীরের সিন্নিবিধি" নামক একখানি পুথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। (২২৬ নং পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।) উহার বর্ণিত ঘটনার সহিত এই পুথির বর্ণিত ঘটনার উত্তম সাদৃশ্য রহিয়াছে।

এই পুথিখানির নাম "ত্রৈলোক্যপীরের সিন্নিবিধি" হওয়াই উচিত ছিল।

৪৭৭। কণ্ব মুনির পারণা-ভঙ্গ।

এক স্থান হইতে অল্প উদ্ধৃত হইল ;—

মুনি বোলে শুন রাণি আমার বচন।
ধ্যানেতে বসেছি আমি গোবিন্দচরণ॥
অন্ন ব্যঞ্জন খায় আসি তোমার ছাওয়াল।
কিরূপে আসিল ঘরে না বুঝি জঞ্জাল॥
দ্বারেতে কপাট দিলাম কিরূপে আসিল।
আচম্বিতে এথা আসি সব অন্ন খাইল॥
রাণী বোলে অপরাধ হইছে আমার।
পারণা সামগ্রী করি দিবাম পুনর্ব্বার॥
অবোধ ছাওয়াল আমার কিছু নাহি জানে।
ক্রোধ ক্ষমা কর মুনি তাহার কারণে॥

ভণিতা :—

রাধাকান্ত দ্বিজের বাণী, শুন শুন কণ্ব মুনি,
নররূপে অবতার হরি।

৪৭৮। গীতাসার মহাযোগ।

পৌরাণিক অনেকগুলি শ্লোক, তথা জয়দেবকৃত গীত-গোবিন্দের দশাবতার-স্তোত্রের মর্ম্মানুবাদ এবং চৈতন্যদেবের গুণানুবাদে পুথিখানি সমলঙ্কৃত। কবি রতিরাম দাস ইহার প্রণেতা। তিনি এক স্থলে গাহিয়াছেন ;—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর যে কলিযুগ শেষ।
জীবের উদ্ধার হেতু চৈতন্য প্রকাশ॥
শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যায়ে নিরন্তর।
সেই প্রভু প্রেম যাচে প্রতি ঘরে ঘর॥
অস্ত্রযুদ্ধ ছাড়ি লৈলা এ ডোর কৌপীন।
উদ্ধারিলা জগজন যত দীনহীন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে রতিরাম দাস।
সবাইরে করিলা কৃপা আমি সে নৈরাশ॥

শেষ এইরূপ ;—

মনে ভাবি দেখ ভাই আর গতি নাই।
ভবার্ণব তরিবারে শ্রীগুরু গোসাঁই॥
রতিরাম দাসে তবে মনে বিমর্ষিয়া।
নানাশাস্ত্র হোতে শ্লোক লইল উদ্ধারিয়া॥
এই পুস্তক যেবা পঠে শুনে গায়।
অন্তকালে সেই জন কৃষ্ণপদ পায়॥
যেই জন পুস্তক লিখি ঘরেতে রাখয়।
কদাচিৎ সেই গৃহ লক্ষ্মী না ছাড়য়॥

"ইতি গীতাসার মহাযোগ
পুস্তক সমাপ্ত।

শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরং ১২০৭ মঘি তাং ১১ই ভাদ্র রোজ, কুজবার দ্বিপ্রহর বেলাতে পুস্তক সমাপ্ত।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—চট্টগ্রাম অধিবেশনে এখানকার শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিগুলি প্রদর্শন করিয়াছিলেন ;— ১। পরাগলী মহাভারত ; ২। ভবানীশঙ্কর দাসকৃত জাগরণ; ৩। গীতাসার মহাযোগ ; ৪। রাঘবদাসকৃত মোহমুদ্গর ; ৫। বত্রিশ-পুত্তলিকা ; ৬। বাণীরাম ধরকৃত শীত-বসন্তের পুথি ; ৭। রাধাকান্ত দ্বিজকৃত কণ্বমুনির পারণাভঙ্গ ; ৮। দ্বিজ ভগীরথ-কৃত তুলসী-মাহাত্ম্য ; ৯। অদ্ভুত আচার্য্য-কৃত সুন্দরাকাণ্ড ও ১০। ভবানীদাসকৃত রামের স্বর্গারোহণ। চতুর্থ বর্ষের অষ্টম সংখ্যক "গৃহস্থ" পত্রে তিনি এই সকল পুথির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। "কণ্ব মুনির পারণাভঙ্গ" ও "গীতাসার মহাযোগে"র বিবরণ উক্ত প্রবন্ধ হইতেই এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রাচীন ভাষা বিকৃত করিয়া তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আবার প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথা লিপিবদ্ধও হয় নাই। অদ্ভুত আচার্য্যের সুন্দরাকাণ্ড ও বত্রিশ-পুত্তলিকা ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য পুথিগুলির বিবরণ আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখানে পুনরায় তাহাদের পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। (৩৯৩, ১৩৯, ২৮১, ১৫২, ২৭ ও ৩৮২ সংখ্যক পুথিগুলির বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

পরাগলী মহাভারত হইতে,—

"শ্রীশ্রীহোছন সাহা পঞ্চ গৌড়নাথ।
ত্রিপুর দ্বারিকা সমর্পিল যাহাত॥"—

এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"এই ত্রিপুর-দ্বারিকা কি এবং কোথায়?" তারপর তিনি লিখিয়াছেন,—"ইহা সম্ভবতঃ চট্ট-গ্রাম হইতে ত্রিপুরা-রাজ্যে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ ফেনী নদীর তীরবর্ত্তী কোন স্থান হইবে। বোধ হয়, কালে তাহাই 'পরা-গলপুর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।" এই পরাগলপুরে এখনও পরাগল খাঁর সমৃদ্ধ বংশ বিদ্যমান।

"রুদ্রবংশ রত্নাকর, তাতে জন্ম সুধাকর,
লস্কর পরাগল খান।
পয়ার প্রবন্ধ স্বরে, কবীন্দ্র পরমেশ্বরে,
বিরচিত ভারত বাখান॥"

এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি পরা-গল খাঁ বা তদীয় ঊর্দ্ধতন পিতৃপুরুষের মধ্যে কেহ রুদ্রবংশীয় কায়স্থ হিন্দু ছিলেন বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর একটি শ্লোকের,—

"খান শ্রীপরাগল স জীবতি ক্ষত্রিয়
সেনাপতিঃ।

এই চরণ হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া-ছেন, পরাগল জাতিতে রুদ্রবংশীয় ও বর্ণতঃ ক্ষত্রিয় ছিলেন। "আমাদের দেশে (চট্টগ্রামে) রুদ্র একমাত্র কায়স্থের উপাধি। অন্য কোন জাতিতে 'রুদ্র' উপাধি দৃষ্ট হয় না। চট্টগ্রামে রুদ্রবংশীয় কায়স্থগণ অতি প্রাচীন ঔপনিবেশিক। ভরত রুদ্র রাজা ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। চট্টগ্রাম চক্রশালায় রুদ্রবংশীয়দের দীঘি, মঠ প্রভৃতি বিস্তর সৎকীর্ত্তির নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কবীন্দ্রের কথিত রুদ্রবংশ যে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কথাগুলি আলোচনার যোগ্য বোধে 'পরিষদের' পণ্ডিতমণ্ডলীর গোচরীভূত করিলাম।

"শীত-বসন্তের পুথি"-রচয়িতা বাণী-রাম ধরের আত্ম-পরিচয় প্রদানপ্রসঙ্গে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উক্ত পুথি হইতে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। (আমার সংগৃহীত পুথিতে উহা আমার নজরে পড়ে নাই।)

"বণিক্‌কুলেতে জন্ম চাটিগ্রামে ঘর।
স্বদেশ ছাড়িয়া আইলুম আইন্দি নগর॥"

বুঝিতে পারা গেল, কবি জাতিতে সুবর্ণবণিক্ ছিলেন ও স্বদেশ ছাড়িয়া আইন্দিনগর গিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রাম বা নগর কোথায়?

রতিরাম দাসের রচিত 'সার-গীতা' নামক একখানি পুথি আমার নিকট আছে। (৮৫ নং পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।) সেই পুথি আর উপরে আলোচিত "গীতাসার মহাযোগ" একই পুথি বলিয়া বোধ হয়।

৪৭৯। কিফাইত্তোল-মোছল্লিন।

মুসলমানী ধর্ম্মশাস্ত্রীয় পুথি। ৬ হইতে ১৪ পাতা কীটভুক্ত—একেবারে প্রনষ্ট। শেষ পত্রসংখ্যা ৯১। বড় বালি কাগজের এক চতুর্থ অংশ সমান আকার,—দুই পিঠে লেখা। প্রকাণ্ড পুথি। ১৫ হইতে শেষ পত্রের পদসংখ্যা প্রায় ১২০০।

শেষ ;—

মছজিদ চিনি জেবা নমাজ পরএ।
মক্কা মদিনার ফল নিকটে মিলএ॥
পুস্তক সমাপ্ত দিন ইচলাম নাম।
কীপাইতল মোচল্লিন নাম॥
যুন গুণিগণ কহি য়নুরাগে।
অসুদ্ধ পাইলে পদ সুদ্ধ অনুরাগে॥
অসুদ্ধ পাইলে সবে করিবা খেমন।
গালি না পারিবা মোরে করম নিবেদন॥
আর এক কথা কহি যুন সভামএ।
আছল অব্যাস নাহি জানিয় নিশ্চএ॥
তেকারণে অসুদ্ধ হইল স্তন গুনিমএ।
গুনিগণ চরণে মোর সহস্র বিনএ॥
আর এক কথা কহি যুন গুনিগণ।
খেমার কারণে আমি হই দ্বক্ষ মন॥
অসুদ্ধ লেখীআ আছি পুস্তক বিস্তর।
মিনতি করিএ আমি সভার গোচর॥

"লেখিতং শ্রীহিন কএ জোল্লা পীং মাং ওআসীল নবিরে (?) জুগীর মাং চোং বেরাদরে মুচা খাঁ চোং দরদরে আজিচল্লা রেঁা আঁঝাঁ চাং চাটিগ্রাম। পুর্ব্বে চক্রসালা হএ এক ঠাম। জরর্ম্ম ভুমী হএ মোর ছুলাইন গ্রাম॥ ইতি সন ১১৭২ মং তাং ১০ বৈসাগ রোজ সনিশ্চর ১১ এঘার বাজে সমাপত। উনবিংস ঘরর্ম্ম জদি ললাটেত তাকে। কদাঞ্চিত ধুলা পরে কেনে পাকে॥"

পুথিখানি মোতল্লিব নামক কবির রচিত। এক স্থানে লেখক 'কয়জোল্লা' ভণিতা দিয়া ফেলিয়াছেন।

পূর্ব্বে ১৯৮ সংখ্যক পুথির বিবরণে একবার ইহার পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। উহার সহিত বিস্তর পার্থক্য আছে বলিয়া পুনরায় এখানে তাহার একটু আলোচনা করিলাম। পুথিখানি আমার নিকট

৪৮০। তুলসীর পাঁচালী।

কংসারি পণ্ডিতের সুত দ্বিজ ভগীরথ-রচিত "তুলসী-চরিত্রে"র পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (২৭ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।) এখানিও ঠিক সেই পুথি। তবে নামের পার্থক্য থাকায় এখানে পুনরায় একটু উল্লেখ করিলাম।

মোট পত্রসংখ্যা ৯। দোভাঁজ-করা কাগজ। এক পিঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় প্রায় ১৭ চরণ আছে।

আরম্ভ ;—

/৭ নমো গনসায়।

রসিক জনের সঙ্গে বৈসে নানা রঙ্গে।
মন দিয়া কহি যুন তুলসী পরসঙ্গে॥
কংসারি পণ্ডিত-সুত দ্বিজ ভগীরত।
পদ্মপুরাণে কহে তুলসীমাহাত্ম্য॥

শেষ ;—

ব্রহ্মার বচনে গঙ্গা চলি গেলা ঘর।
নিচিন্তে তুলসি গেলা প্রীথিবি ভিতর॥
তুলসীর প্রসঙ্গ জে * * জেই জনে যুনে।
তনু অন্তকালে জাএ বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥

"ইতি তুলসির পাঞ্চালী সমাপ্তং। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি। ইতি সন ১১৩৭ মঘি তাং ১৮ মাগ রোজ সোমবার শ্রীবকলম শ্রীজএনারান দেয়স্ত গোবিন্দ

গোবিন্দ গোগ উপকারি গোবিন্দ গোবিন্দ ॥”

৪৮১। তুলসী-মাহাত্ম্য।২

ইহাও সেই তুলসী-চরিত্র বা তুলসীর পাঁচালী। শুধু নামে পার্থক্য নয়, ভাষায়ও একটু পার্থক্য আছে। তাই পুনরায় একটু সামান্য পরিচয় দিলাম।

নমো গণেসায়।
অথ তুলসি-মাহিক্ত লিখনং।
মন দিআ কহি সুন তুলসি প্রসঙ্গে।
সুনিলে বৈকুণ্ঠে জাএ পাপ নাহি অঙ্গে ॥
সারদার চরণে মাগম পরিহার।
তুলসি মাহিত্য কিছু চাহি রচিবার ॥
পূর্ব্বে এক আছিলেক বিন্দা নামে সতি।
সঙ্খু নামে আছিলেক তান নিজ পতি ॥
ভণিতা ;—
দ্বিজ ভগিরত কহে পএআর প্রবন্ধে।
তুলসি মাহিত্য কিছু কহিব সানন্দে ॥

শেষ নাই। সম্ভবতঃ ১১৯৭ মঘির হাতের লেখা। মোট কত পত্র আছে, গণিয়া দেখি নাই।

সে কালে একই পুথির এরূপ বিভিন্ন নাম ও ভাষায় এমন পার্থক্য কিরূপে ঘটিত, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

৪৮২। ফেকার কিতাব।

ইহা মুসলমানী ফেকা শাস্ত্রীয় পুথি। আদ্যন্ত খণ্ডিত, সুতরাং নামহীন। ৭ হইতে ২৮ পত্রগুলি বিদ্যমান। দুই পৃষ্ঠে লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩ পদ আছে। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। ভণিতাও পাওয়া গেল না।

উপরে আলোচিত তুলসীর পাঁচালী ও তুলসী-মাহাত্ম্য নামক পুথি দুইখানির মালিক আনোয়ারার নিকটবর্ত্তী খিলপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন আইচ ও ফেকার কিতাবের মালিক পটীয়ার অন্তর্গত জঙ্গলখাইন-নিবাসী শ্রীযুক্ত আছদ আলী।

৪৮৩। রস-কদম্ব।

এই গ্রন্থ কবিবল্লভ নামক কোন ব্যক্তির রচিত। কবির গুরুর নাম উদ্ধব-দাস। ‘কৃষ্ণসংহিতা’ নামক কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তিনি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। তদ্দ্বারা বৈষ্ণবদের উপাসনা-তত্ত্বের অনেক নিগূঢ় কথা জানা যায়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।
চূতা পুষ্পময়ী শিখণ্ডরুচিরা বয়ংসিচ বিম্বাধরৈঃ।
কৈশোরঞ্চ বরঞ্চ নয়নকন্দর্পদৃষ্টি প্রভো ॥
রম্যং রত্নময়ং বপুশ্চ বসনং হেমপ্রভং।
বৃন্দারণ্যে কলানিধিবিজয়তে ক্রীড়া স রাসোৎসবঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজং রম্যং মধুব্রতং।
নবা রাসকদম্বাখ্যং করোতি কবিবল্লভং ॥
পয়ার ছন্দ—অহির রাগ।
জয় জয় নাগর-শেখর রসগুরু।
অযাচক যাচক পূরক কল্পতরু ॥
প্রেমরস ভক্তিদানে শুদ্ধ মহাশয়।
দোষলেশ নাহি ধরে গুণের আশ্রয় ॥
ভণিতা :—
শ্রীযুত উদ্ধবদাস জ্ঞানচক্ষুদাতা।
সে পদকমলে মন রহুক সর্ব্বথা ॥

*　　*　　*
*　　*　　*

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা দেখি করিল আরম্ভ।
পয়ারে লেখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব॥
চতুর্দ্দশ অক্ষরে লেখিল ক্ষুদ্র ছন্দ।
ছাব্বিশ বিংশতি দীর্ঘ মধ্যমে নির্ব্বন্ধ।

ভক্তিরস অবশ্য লভিবে কৃষ্ণগুণে।
শ্রীকবিবল্লভে কহে ধরিঞা চরণে॥

শেষ ;—

নিজগুরু ঠাকুর উদ্ধবদাস নাম।
তাহার প্রসাদে হৈল সংসার শুভান॥
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা তত্ত্ব করিঞা প্রধান।
পুরাণ সংগ্রহ আর করিঞা প্রমাণ॥
সঙ্গোপন রস কেহো কেহো উপভোগী।
প্রাকৃতে লিখিল রস সর্ব্বজীবে লাগি॥

কৃপার ঠাকুর নরহরিদাস নামে।
সে পদ মুকুট রায় ভজিল যতনে॥
দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
অনুরোধে জন্ম হৈল প্রবন্ধ নির্ণয়॥
তাহার উদ্যোগে কিছু লিখিল কারণ।
যন্ত্রযোগে শব্দ যেন বোলে যন্ত্রিগণ॥
পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের ব্যথা

করোত জাতির মহাস্থানের সমীপে।
অমবাড়া গ্রামেত বাস আছিল স্বরূপে
ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌষমাসী দিনে।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে॥
বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক।
তখনে রচিল রসকদম্ব পুস্তক॥
রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হয়ে একমতি।
শ্রীকবিবল্লভে পুনঃ বোলে এই স্তুতি॥

"ইতি শ্রীকবিবল্লভ-বিরচিত রস-কদম্ব গ্রন্থ সম্পূর্ণ। যথা দৃষ্টোত্যাদি। শশিরসশালশূন্যযুক্তশাকে তদব্দে। প্রতিপদি সিতপক্ষে বাহুলে মাসি নক্তং॥

রুক্মিণী-কৃষ্ণ সংবাদ শ্রীআত্মারাম দেবশর্ম্মণস্য লিখিত।"

উদ্ধবদাস বৃন্দাবনস্থ রূপ-সনাতনের নিকট যে রসতত্ত্ব শ্রবণ করেন, কবি বনমালীর নিকট সেই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থে ২২টি সর্গ আছে,—১৫২০ শকে রচিত। অক্ষরসংখ্যা ৬০২০০। হস্তলিপির তারিখ ১৬৫০ শক। সাহাপুর গ্রামে গ্রন্থখানি প্রাপ্ত। কেবল পয়ার ও ত্রিপদীতে লেখা। চারি চরণে এক শ্লোক ধরা হইয়াছে। এরূপ সহস্র পদ গ্রন্থে আছে। প্রাচীন সাহিত্যে ইহা একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার মুদ্রণ হইলে ভাল হয়।

'প্রদীপ'—চতুর্থ ভাগ, অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের লিখিত প্রবন্ধ হইতে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

৪৮৪। গোর্থ-বিজয়।

১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই দুর্লভ পুথিখানি জনৈক হাড়ির নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিলাম। দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রগীত', মিঃ গ্রিয়ারসন্ সাহেবের প্রকাশিত "মাণিকচাঁদের গান" ও সম্প্রতি আবিষ্কৃত কবি ভবানীদাসের "ময়নামতীর পুথি"র কোন্ কোন ঘটনার কথাও ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল

গ্রন্থের উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ (যথা—হাড়িপা, কাণফা, মীননাথ, গোর্খনাথ, পাণফা প্রভৃতি) যে অভিন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই পুথিতে স্পষ্টভাবে গোবিন্দচন্দ্র রাজার কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু মৈনামতীর আছে। "ময়নামতীর পুথি" ও এই "গোর্খ-বিজয়" আবিষ্কৃত হওয়ায় মিঃ গ্রিয়ারসন প্রমুখ ঐতিহাসিক-বর্গের সাধের কল্পনার কেল্লা ফতে হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ ময়নামতীর পুথির বৃত্তান্তে তাহার পরিচয় পাইবেন।

এই পুথিখানি নানা কারণে বঙ্গভাষায় একখানি অমূল্য গ্রন্থ। এরূপ বলিবার কারণ নির্দ্দেশের স্থান ইহা নহে। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সে সব কথার আলোচনা করিব।

দুঃখের বিষয়, পুথিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত। আরম্ভে প্রথম পত্রটি নাই। শেষ পত্রসংখ্যা ৩৮। ইহার পর কয় পাত নাই, বলা যায় না। পুথির আকারে দোভাঁজ-করা প্রাচীন কাগজে লেখা। লিপিকাল অজ্ঞাত; কিন্তু দেখিতে অন্ততঃ দেড় শত বৎসরের প্রাচীন বোধ হয়। একে অসম্পূর্ণ, তার উপর লিপিকর-প্রমাদে পুথিখান পূর্ণ। 'শ্রীচান গাজী' নামক জনৈক মুসলমান ইহার প্রতি-লিপিকারক। লিপিকরের প্রমাদবশতঃ পুথির অনেক স্থল অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

উহার দুই স্থলে দুইটি ভণিতা দেখা যায়; যথা,—

(১) কহে সেখ কাজুল্লাএ মনেত ভাবিআ।
মীননাথে গুরুর জে চলি জাএ বুজিআ॥

(২) কহে সেক কাজুল্লাএ, যুন, গুরু মীন রাএ,
এবে আপন চিন্তা সার।

কামশাস্ত্র বুঝি পাইলা, বিবিধ কত্তক* কৈল্লা,
গোর্খবাক্যে পিণ্ড রৈক্ষা কর॥

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে "ফয়েজুল্লা" নামক কবি আরো আছেন। মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের মধ্যেও এক "ফয়েজুল্লা" কবি আছেন। তাঁহারা ভিন্ন, কি অভিন্ন ব্যক্তি, বলিতে পারি না। খাঁটি চট্টগ্রামে ব্যবহৃত অনেক শব্দ ইহাতে পাওয়া যায়।

পুথির আখ্যানবস্তুটি এখানে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু অনেক কথা বাদ দিতে বাধ্য হইব, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রথম পাত না থাকায় গ্রন্থের আরম্ভটা কিরূপ, বলিতে পরিলাম না। তবে উহার পরবর্ত্তী অংশ হইতে প্রারম্ভ সূচিত হইতে পারে বটে। সাধারণতঃ মুসলমান কবি-গণ খোদা রসুলের ও হিন্দু কবিগণ দেব-দেবীর বন্দনা করিয়াই গ্রন্থারম্ভ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই পুথিতে সে রীতি অনুসৃত হয় নাই বোধ হয়। 'গোবিন্দ-চন্দ্রগীতে'র,—

প্রথমে বন্দিলাম ধর্ম্ম আদ্যের গোসাঞী।
জার অগোচরে কিছু ত্রিভুবনে নাঞী॥

এই আরম্ভ। সমালোচ্য পুথির আরম্ভ-বাক্যটি পাওয়া না গেলেও অনুমান হয় যে, অনাদ্য গোসাই আদ্য গোসাইকে বন্দনা করিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

"আদ্যে বোলে শুন কহি তত্ত্ব পাবে ত্বরিত।
অক্ষেত সংক্ষিপ্ত কথা বুঝিলে ত্বরিত॥"(?)

এই ভ্রান্তিপূর্ণ পদ হইতেই তাহা বুঝা যায়। আদ্যদেব তারপর বলিয়া যাইতে-ছেন;—

জেন গাছমধ্যে বীজ বীজমধ্যে গাছ।
এই তনু ব্রহ্মা জ্ঞান সর্ব্ব জ্ঞান সাছ॥

* কৌতুক।

গোরস মথিলে তাহারে উঠে লনী।
দুই কাষ্ঠে ঘসিলে জে জলএ আগুনি॥
শুনিতে শুনিতে তত্ত্ব অনাত্ত হৈল মোহ।
দ্বতিআর চন্দ্র জিনি বারিসা সমাপ্ত (?)॥
পূর্ণমাসী হইলে শরীর হইল পুষ্ট।
সুনিতে অনাত্ত তবে হইল গরিষ্ট॥
সুনিআ সংগীততত্ত্ব ভাবিতে লাগিল।
একে একে জন্ম সব বিমর্ষি চাহিল॥
ভাবিতে ভাবিতে হৈল শরীরের অন্তর।
পূর্ণমাসী ছাড়ি গেল অমাবস্যা অন্তর॥ (?)
অমাবস্যা হইল জেন ছাড়ি গেলা কলা।
আকারে উকারে জেন মিশামিশি ভেলা॥
অমাবস্যা ছাড়ি গেল প্রতিপদ হইল।
তেন মতে যোগ যোগী একত্রে মিশাইল॥
প্রতিপদ ছাড়িয়া জদি দ্বতিআ হইল।
চন্দ্রের পাঞ্জরে জেন জর্ম্মিল মীন গুরু॥ (?)

এইরূপে গুরু মীননাথের জন্ম হইল। ইহার পর পুথির অর্দ্ধ পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ স্থলের দুই এক পংক্তি যাহা আছে, তাহাতে দেখা যায়, গুরু মীননাথের বন্দনা আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ মীননাথ—

"সাক্ষাতে শিবের ভেশ যোগ সাধে নিতি।"

মীননাথের জন্মের পর আদ্য গোসাঁইর—

হাড় হোন্তে হাড়িপা জন্মিআ নিকলিল।
সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধার ভেশ তাহার আছিল॥
কাণ হস্তে জন্মিলেক কাণফা সিদ্ধাই।
অতি খরতর হই জন্মিল যোগাই॥
জটা হোন্তে নিকলিল যতি গোর্খনাথ।
সিদ্ধা কাথা সিদ্ধা ঝুলি তাহার গলাত॥

এইরূপে সিদ্ধাগণের জন্মের পর হরগৌরীর জন্ম হইল। তার পর প্রভুর আজ্ঞায় সিদ্ধাগণ এবং হরগৌরী ক্ষিতিতে আসিলেন। ক্ষিতিতে আসিয়া হরগৌরী ক্ষীরোদ-সাগরে গমন করিলেন। তথায় মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া মীন মোচন্দর অবস্থিতি করিতেছিলেন। কি কারণে ঠিক বুঝিলাম না, মোচন্দরকে অভিশাপ দিয়া—

তথা হোন্তে হরগৌরী উঠিআ আইলা।
পুনরপি সিদ্ধা সবে একত্র বসাইলা॥
আদ্য গুরু মহাদেব পিছে আর সব।
সাধএ সকল সিদ্ধা তরিবারে ভব॥
মহাদেব চলি গেলা পর্ব্বত কৈলাস।
তথা গিআ হরগৌরী কৈলা গৃহবাস॥
পূর্ব্বে গেল হাড়িপা দক্ষিণে কানফাই।
পশ্চিমে গেলেন্ত গোর্খ উত্তরে মীনাই॥
পৃথিবী ভ্রমন্ত সবে যোগপন্থ ধেআই।
কৈলাসেত হরগৌরী আছে সেই ঠাই॥

এক দিন ভবানী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার শিষ্যগণ,—

ধ্যানেত সাধিআ যোগ কি পাইব ফল।
আজ্ঞা দেহ গৃহবাস করোক সকল॥

প্রত্যুত্তরে মহাদেব তাঁহাদের কাম-ক্রোধাদি রিপুজয়ের কথা বলিলে,—

দেবীএ বোলএ দেব না বোল বচন।
কাম ক্রোধ তেজি হেন আছে কোন জন॥
আজ্ঞা জদি কর মোরে এ সব বচন।
কটাক্ষে মোহিতে পারি তা সবের মন॥

তার পর দেবী মায়ারূপ ধারণ করিয়া সিদ্ধাগণের ধ্যানভঙ্গ করিতে চলিলেন। তাহা দেখিয়া,—

কৃষ্টিলেক মীননাথে মনে আশা করি।
জগতেত পাম যদি এমত সুন্দরী॥

তা সুনিআ বোলে দেবী পাইলা এই বর।
কদলীর দেশে তুমি চলহ সত্বর॥
ষোল শত নারী লৈআ কর গিআ কেলি
কদলীর রাজা হৈবা ঝাটে জাও চলি॥
তবে মনে চিন্তিলেক সিদ্ধা হাড়িপাই।
এমত সুন্দরী জদি আমি কভু পাই॥

হাসিআ বুলিলা দেবী পাইলা এই বর।
হাড়ি হৈআ চল তুমি মৈনামতী ঘর ॥
হাতে পিছা লও তুমি কান্ধেত কোদাল।
চল মেহরঙ্গ কুলে দেশ পাইবা ভাল ॥
কানফাএ কল্পিলেক হৃদয় অন্তর।
এরূপ জুবতী জদি থাকে মোর ঘর ॥

* * *

* * *

অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনে বিমর্ষিআ।
ত্বরিতগমনে জাও তউফা চলিআ ॥
জেমতে মাগিলা তুমি সেই পাইলা বর।
আনন্দ করহ গিআ বহুরীর ঘর ॥
তবে মনে চিন্তিলেক গাভুর সিদ্ধাই।
এমত কামিনী জদি ভজে মোর ঠাই ॥

* * *

* * *

আজ্ঞা কৈলা ভবানীএ জানি তার আশ।
বর পাইলা চলি জাও সতমার পাশ ॥
সতমা ভজিব তোমা দেখিআ জোয়ান।
তাহার কারণে তুমি পাইবা অপমান ॥

কিন্তু ভবানী গোরক্ষনাথকে কিছুতেই টলাইতে পারিলেন না। মহাদেব সে কথা শুনিলেন।

গোর্খের চরিত্র দেখি হাসে মহেশ্বর।
গোর্খ হেন যোগী নাই জগত ভিতর ॥

* * *

রাখিল মহিমা মোর গোর্খ অবধুতে ॥

দেবী তাঁহাকে অন্যরূপে ছলিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বর বা শাপের ফলে কাণফা তউফায় বহুরীর ঘরে, হাড়িপা মৈনামতীর পুরীতে, গাভুর সিদ্ধাই আপন গৃহে সৎমায়ের নিকট ও মীননাথ কদলী নগরে চলিয়া গেলেন।

মীননাথ কদলী নগরে গিয়া মঙ্গলা ও কমলা নাম্নী দুই যুবতীকে প্রধানা মহিষী করিলেন এবং ষোল শত রমণী লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে মীননাথের ঔরসে বিন্দুকনাথ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন।

অতঃপর দেবী গোর্খনাথের ছলনায় মনোনিবেশ করিলেন। প্রথম চেষ্টায় বিফলকামা হইয়া তিনি মক্ষিকারূপে গোর্খনাথের উদরে প্রবেশ করিলেন। গোর্খনাথ দশ দ্বার রুদ্ধ করাতে,—

* * *

প্রকাশ না পাই দেবী ছটফট করে ॥
বড় দুঃখ পাই দেবী ডাকিআ কহিল।
তুমি সতী যতি হেন নিশ্চয় জানিল ॥
পন্থ এড়ি দেঅ মোরে চলি জাই ঘরে।
বড় দুঃখ পাই মুই তোমার অন্তরে ॥

দেবীর বিনয়-বচনে কাতর হইয়া গোর্খনাথ তাঁহাকে গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। তথা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দেবী মানুষ খাইতে আরম্ভ করিলেন। তজ্জন্য মহাদেব তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। পরে গোর্খনাথের চেষ্টায় সেই দেশে দেবীপূজা প্রবর্ত্তিত হইল।

"গার্ভসের" রাজসুতা "বিরহিণীর" স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাকে তাহার প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। তাহাতে গোর্খনাথ বিরহিণীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন।

স্বামী পাই বিরহিণী চলি আইল ঘর।
নাথেরে লইআ গেলা মন্দির ভিতর ॥
তবে যতি গোর্খনাথে জ্ঞান কৈলা দড়।
ছয় মাসের শিশু হৈল মন্দিরের ভিতর ॥
দুগ্ধ খাইবারে চাহে কান্দে ওঁআ ওআ।
তা দেখিআ রাজকন্যা হৈল আচাভুআ ॥

এরূপ অপরূপ কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়-

বিমুঢ়া বিরহিণী গোর্খনাথের স্তুতি আরম্ভ করিল। গোর্খনাথ তাহাকে কর্কটী-জল পান করিতে বলিলেন। তাহার ফলে বিরহিণীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল শ্রীখোয়াজ।

ইহার পর বিজয়া নগর ত্যাগ করিয়া গোর্খনাথ বকুলতলায় ফিরিয়া আসিলেন। একদিন কাণফা ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল। গোর্খনাথকে দেখিয়াও সে বুঝি মান্যতা করে নাই। তাই গোর্খনাথ ক্রোধে,—

বান্ধিআ আনিতে তারে পানফা পাঠাইল।
পানাই তাহারে গিআ ধরিলেক বলে॥
কাণফা দেখিআ গোর্খ করিলেক রোষ।
আমার উপরে জাও কেমন সাহস॥
গোর্খের বচন স্তুনি বহুত ডরাইআ।
আমার বচন গোর্খ স্তুন মন দিআ॥
ত্রিভুবনে বোল তুমি যতি গোর্খাই।
একশ্বর থাক তুমি গুরু কোন ঠাই॥
বড়াই না ছাড় গোর্খ জীঅ কোন ফলে।
তোর গুরু পড়িয়াছে কদলীর ভোলে॥

*   *   *

জদি সে আছএ গোর্খ কলঙ্কের ডর।
ঝাটে গিআ তোর গুরু পিণ্ড রৈক্ষা কর॥
তত্ত্বকথা কহি আমি স্তুন রে গোর্খাই।
হেন বুদ্ধি কর রক্ষা পাউক মীনাই॥
কাণফার বচন স্তুনি গোর্খনাথ হাসে।
আপনে না জাও তুমি মোরে বোল কিসে॥
তোর গুরু বন্দী হৈছে মেহেরকুল * দেশ।
নিশ্চয় জানম মুই তাহার উদ্দেশ॥
মেহরকুলেতে আছে জ্ঞানী জে ডাকিনী।
মৈনামতী নাম তান রাজার ঘরণী॥
বিধবা জে নারী হএ পুত্র রাজ্যেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িপাএ বঞ্চে একশ্বর॥
তার পুত্র বার্ত্তা পাইআ বান্ধিআ আনিল।
মাটীর ভিতরে নিআ তাহারে রাখিল॥

এইরূপে—

দুই জনে পাইল দুই গুরুর উদ্দেশ।
দোহানের মন হৈল উন্মত্ত ভেশ॥
একখান গুয়া দুইখান করিয় খায়।
জার জেই গুরুর উদ্দেশে চলি জায়॥
কাণফা চলিআ গেল মেহরকুলদেশ।
গোর্খনাথ চলি গেল মীনের উদ্দেশ॥

কাণফা মেহারকুলে স্বীয় গুরু হাড়িপার উদ্দেশে গিয়া কি করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ পুথির শেষাংশে তাহা বর্ণিত হইয়াছিল। গোর্খনাথ মীননাথের উদ্দেশে কদলীনগরে গমন করিয়া গুরুকে কামিনীকাঞ্চনের মায়া ত্যাগ করিবার জন্য নানা উপদেশ দিতেছেন,—মঙ্গলা, কমলা প্রভৃতি ষোল শত কদলীর মেয়ে মীননাথকে বিবিধ প্রলোভনে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। গভীর পরিতাপের বিষয়, ঠিক এরূপ স্থলেই পুথিখানি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

পুথিখানির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়া "পরিষদের" এতটুকু স্থানাধিকার করিয়াছি। কিন্তু তথাপি পুথি সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না বলিয়া মনে হইতেছে। এই সুদুর্ল্লভ পুথিখানি উপন্যাসের ন্যায় মনোজ্ঞ,—তায় উপর নানা তথ্যপরিপূর্ণ বলিয়া আলোচনায় ত উপযুক্ত বটেই, প্রকাশেরও সম্পূর্ণ উপযোগী। পরিষৎ এ বিষয়ে শীঘ্র অবহিত হউন, ইহাই প্রার্থনা।

* মেহেরকুল ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত। কদলী নগর কোথায়, আজও নির্ণীত হয় নাই। উহার নাম নানা পুথিতে যে ভাবে উল্লিখিত দেখা যাইতেছে, তাহাতে উহাকে এখন একবারে কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

৪৮৫। জগন্নাথ-মাহাত্ম্য।

নামহীন খণ্ডিত পুথি। তবে ইহা যে দ্বিজ মুকুন্দ-রচিত জগন্নাথ-মাহাত্ম্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আদ্যন্ত নাই। কেবল ৭ হইতে ১৩ পাত বর্ত্তমান। প্রাচীন তুলোট কাগজ। জীর্ণাবস্থ। অনেক দিনের প্রাচীন বোধ হয়। দুই পিঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ ও লিপিকরের নাম নাই। সপ্তম পাতের আরম্ভ;—

করজোরে স্তুতি করে মধুর বচন।
বহু স্তব দেখি পক্ষি সদএ হইল মন॥
কি কারণে স্তব কর কহ ত রাজন।
রাজা বোলে নিবেদন সুনহ কারণ॥
আদি অন্ত পূর্ব্বকথা জানহ আপনে।
এই হেতু আসিআছি তোমা বিদ্যমানে॥

ভণিতা;—

এই মতে সুখেতে আছেন নরপতি।
দ্বিজ মুকুন্দে ভনে বন্দিআ শ্রীপতি।

এই পুথির একখানি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি চট্টগ্রাম সুচক্রদণ্ডীনিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশ-চন্দ্র সেন নাজির মহাশয়ের নিকট আছে।

৪৮৬। অভিমন্যু-বধ।

পুথিতে নাম দেওয়া নাই। বড় খাতার মত বাঁধা সাদা বালি কাগজের দুই পিঠে লেখা। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ১৮ পাত পাওয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত আছে কি না, বলিতে পারি না। বড় বেশী দিন পূর্ব্বের নকল নহে। লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই। ভণিতাও নাই।

ইহাতে উক্তি, কথা, গায়ন, পটী ও ছড়া আছে। কথার ভাষা গদ্য। ইহা সে কালের একটা গানের পালা বলিয়া বোধ হয়। ভাষা মার্জ্জিত ও মাঝে মাঝে সুন্দর। আরম্ভ এইরূপ;—

শ্রীহরি।

সুন ২ সভাসদ রসীক সুজন।
শ্রবণে কলুস নাস বিঘ্ন বিনাসন॥
অপূর্ব্ব অত্রেতাধিক ভারত কথন।
চক্রবুহ কৈরে দ্রোণ করে মহারণ॥
পার্থ বিনা বুহ ভেদে নাই হেন জন।
অত্যান্ত আকুল অতি ধর্ম্মের নন্দন॥
কথায় অভিমন্যু সিসু প্রাণের নন্দন।
ভুমীষ্ঠ হইয়া সিসু করে অবধান॥
ধর্ম্মে বলেন জান পুত্র বুহ প্রকরণ।

* * *

অভিমন্যুর উক্তি।

"মহারাজ আমী যখন জননী জটোরে ছিলাম তখনই পিতে মুখে সুইনাছি। তবে যদি আজ্ঞা করেন জাইতে ইশ্ছা করি।"

মধ্যের একটি 'গায়ন' দেখুন;—

সে জন্যে কি চিন্তা করা।
জন্মিলে অবস্য মৃত্যু কে বল আছে অমরা॥ধু॥
কালরূপী কাল এসে, জখনি ধরিবে কেশে,
বোল কে রাখিবে সেসে,
জিবনে হবে গ হারা।
হরি জদি হয় অন্ত, করিকে করে না ক্ষান্ত,
আমি কি তায় হইএ ভ্রান্ত,
জিয়ন্তে কি হবো মরা॥

শেষ;—

পটী।

গোবিন্দের স্তুতি সুনি দেব গঙ্গাধর।
ইষদ হাসিয়া দেব করিলা উত্তর॥
আমার বিধাতা তুমি বিশ্বের পালক।
না জানি হইল বলি নন্দের বালক॥
অবনী অসুর নাশে অবতার হৈয়া।
করিনু বেহার বিধ রামকৃষ্ণ লইয়া॥
জে হয়ে তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
অর্জুন বিজই হবে জিনি সক্রুগণ॥

বদায় হইয়া দোহ করিলা প্রণাম।
আনন্দ বিধানে গেলা আপনারি ধাম

৪৮৭। শ্রীমন্তের পাটন (যাত্রা)।

ইহার আরম্ভ আছে, কিন্তু শেষ নাই। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজের ৩ পৃষ্ঠা মাত্র। অল্প দিনের লেখা। লিপি-করের নাম বা তারিখ নাই। ভণিতাও পাইলাম না।

শ্রীমন্তের পাটন।

তোমরা বোল বোল নগরবাসি।
অজ্ঞান শ্রীমন্ত য়ামার কোথাএ রৈল॥
উইঠে প্রেভাত কালে,
লেখিতে গেল পাঠশালে,
শ্রীমন্ত মোর দুগ্ধের ছাওাল
কোন পথে গেল চৈলে।
না জানি কার সঙ্গে কথা ছিল
কে হরিল নগরবাসী॥

ইহাতে যাহা আছে, সবগুলি কেবল 'গায়ন'। শেষ গায়নটি এই ,—

থাকি য়ামি ভবগৃহে ভক্তেরি কমল-কাননে।
আমার মায়া জগত বান্ধা আমি বান্ধা
ভক্তের স্থানে॥
গজানন সরানন নহে ভক্তেরি সমান
ভক্তের য়ঙ্গের অভরন গো
সদায় ফিরি ভক্তের স্থানে।
সমেরু সম কাঞ্চন ত্রিভুবন বিতরণ
করে আমা এ কারণ গো।
না পাএ আমা ভক্ত বিনে॥ সাং।

৪৮৮। সত্যদেব-পাঁচালী।

শেষাংশ খণ্ডিত। মোট ৪ পাত বিদ্ত-মান। দুই পৃষ্ঠে লিখিত। ক্ষুদ্র আকার। ১৬+৬ অঙ্গুলি—পরিমিত কাগজ। একবারে জীর্ণ-শীর্ণ। অনেক দিনের লেখা বোধ হয়। তারিখ ও নাম নাই। ভণিতাও নাই।

আরম্ভ ;—

নমো গনেসায়। নমো সত্যনারায়ন নমো।
ব্যাস বৃহস্পতি (বন্দম ?) সঙ্কর ভবানী।
কহি প্রসঙ্গ সত্যদেবের কাহিনী॥
চিত্য দিআ যুন সবে না হই বিমন।
ভক্তিভাবে যুন সবে দেবের কথন॥
কলির অধিন রাজ্য হইল জখন।
জোর হস্তে জীঙ্গাসিলা পাণ্ডবনন্দন॥
যুন ২ নারায়ন প্রভু গুণনিধি।
কলি জুগে অবতার কৈল কোন বিধি॥
দুষ্ট কলি আইসে দেখি বর লাগে ভয়।
কহিবা জে কোন রূপে সৈত্য রৈক্ষা হএ॥

শেষ ;—

এই সব দৈর্ব্য আনি সমুখে রাখিব।
ভক্তিভাবে অনুরূপে সব নিবেদিব॥
* * * কহিব কথন।
পাইবা অবিষ্ট বর যুনহ ব্রাহ্মণ॥

৫০৪ সংখ্যক এক নামহীন পুথির বিবরণে পরে যাহা উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা এই পুথিতেও দেখা যাইতেছে। অবশ্য দুই এক শব্দের বা পদের পার্থক্য আছেই। সুতরাং সেই পুথিখানি যে এই সত্যদেব-পাঁচালী, তাহাতে আর সংশয় নাই। পুথির বাম কিনারায় একটু একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

৪৮৯। সীতাহরণ।

অল্প দিন পূর্ব্বের লেখা। শাদা পাতলা বালি কাগজ, দুই পিঠে গোটা গোটা অক্ষরে লিখিত। শেষ পর্য্যন্ত আছে কি না, বলা যায় না। লিপিকরের নাম

ও তারিখ নাই। পত্রাঙ্ক দেওয়া নাই। গণনায় ১০ পাত পাওয়া গেল। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত।

রাম নাম লও ভাই এই বার বার।
বিনে রাম নাম কিসে হইবে নিস্তার॥
মরা মরা জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি।
সুধা হৈতে সুধাময় রাম নাম ধ্বনী॥
রাম ভাব রাম জপ রাম কর সার।
রাম নামে মুক্ত হৈয়ে জাবে স্বর্গদ্বার॥
আগু কাণ্ঠে রামের জন্ম বিবাহ সীতার।
অজুধ্যায়ে বনবাস ভরথে রাজ্যভার॥
অরণ্য কাণ্টেতে সিতা হরিল রাবণ।
কিস্কিন্দাজে সুগ্রীব মিত্র কণ্টক সঞ্চয়ন॥
সোন্দরা কাণ্টেতে কৈলা সাগর বন্ধন।
লঙ্কা কাণ্টে উভয়ের পক্ষে মহারণ॥
উত্তরা কাণ্টেতে সিতার পাতালে প্রবেশ।
শ্রীরামের স্বর্গে জাত্রা দুঃখের বিসেস॥
সম্প্রতি সুনহ সিতাহরণ কথন।
অম্রেত অধিক চিন্তামণি রামগুণ॥

শেষ ;—

হাতে ধনুবাণ রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল জথ দেখেন গোচরে॥
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।
তোলপাল করে কথ শ্রীরামের মনে॥

তোমাকে কি দোষ দিব মম কর্ম্মফল।
যেমন বিধির লিপি ঘটিবে সকল॥
আমা হইতে অধিক ভাই তব বুদ্ধিবল।
কর্ম্মযোগে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল॥
মায়া-মৃগ ছলে আইলাম কাননে।
হের দেখ রাক্ষস পরিছে মম বাণে॥
ভয়ঙ্কর বিকট মুসল ভানি হাতে।
দেখ ভাই মারিচ পরিয়াছে পথে॥

ইহাতে উক্তি, কথা, গায়ন, পয়ার ও ছড়ার ব্যবহার আছে। কথার ভাষা গদ্য।

৪৯০। মুরনামা—স্বৃষ্টিপত্তন।

এখানি সঙ্গীত-শাস্ত্রের পুথি। অবশ্য মুসলমানী ধরণের। ইহাতে প্রথমে বিশ্ব-রচনা-রহস্য ও পরে রাগ-তালের উৎপত্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, পুথিখানি সম্পূর্ণ নহে। প্রথমে ত এক পাত নাই। কিন্তু শেষে কয় পাত নাই, কিরূপে বলিব? দুই হইতে সাত পাত পর্য্যন্ত বিদ্যমান। ক্ষুদ্র বহির আকার। দুই পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। প্রাচীন তুলট কাগজ। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ ;—

তার পরে এক কথা দেখি বিপরিৎ।
মুর মোহাম্মদ নবি আছিল বাতেনিৎ *॥
কোন জন রাগ তাল প্রচার করিল।
কোন জনে য়াঙ্গা দিল প্রথমে কোনে বাইল॥

পএয়ার।

ঘোসা ;—
রাসিয়া নাগর কানাইরে বাজাএ মোহন বাসী
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
দ্বতিএ প্রণামি স্বর্গ মৈত্য দেবগণ॥
গুরুর চরণ বন্দি ধরনিতে পরি।
অধম বালক লয় (লও) সঙ্কট উদ্ধারি॥
পণ্ডিত সভার পদে প্রণাম করিয়া।
মুরনামা শ্রীষ্টিপত্তন কহি বিস্তারিয়া॥
সপ্তম পত্রের শেষ ;—
কেহ গাএ কেহ বাহে কেহ গিয়া সুনে।
সভাহে বলে মোহাপ্রভু য়াইসেন য়াপনে॥
রাগ রিত তাল জন্ত্র মোহাপ্রভুর নাম।
জেবা ডাকে তথা জাএ য়ার নাই কাম॥

---

* বাতেনিৎ—(আরবী শব্দ) অপ্রকট।

ভণিতা ;—
পণ্ডিত সভার পদে সীরেত জে মানি।
দ্বিজ রামতনু কহে আলির কাহিনি ॥

রামতনু (গুরু ঠাকুরের) নিবাস চট্ট-গ্রামের অন্তর্গত আনোয়ারা গ্রামে। তিনি সে কালের গুরুঠাকুর ছিলেন এবং তদ্ভিন্ন হাড়িদিগকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তেমন গোঁড়ামির যুগে তিনি মুসলমানের বিশ্বাসের দিক্ হইতে এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে।

৪৯১। নামহীন পুথি।

আদ্যন্ত খণ্ডিত, সুতরাং নামহীন। ১২ হইতে ১৪ পর্য্যন্ত মোট তিনটি পত্র বিদ্য-মান। দুই পিঠে লেখা। অত্যন্ত প্রাচীন। কাগজ একবারে জীর্ণ-শীর্ণ। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। ভণিতাও পাওয়া গেল না।

যে তিনটি পত্র আছে, তাহাতে হনু-মানের সহিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ পত্র হইতে একটু নমুনা দিলাম ;—

মরিলে না মরে বেটা রাবণা তনএ।
সিলাতে ঘসিয়া তারে করিমু জে ক্ষএ ॥
এই চিন্তা করি হনু বিক্ষ (বৃক্ষ) উপারিয়া।
আসে পাসে রাক্ষস সব পেলাএ মারিয়া ॥
তিন রক্ষহিনি সেনা কৈরিল জে ক্ষএ।
সেস মাত্র রহিলেক রাবণা তনএ ॥
অথ রস্ত্র আসিল সব হইল ক্ষএ।
গাছ পার্থর না রাখিল পোবন তনএ ॥
তবে হনুমান বিরে সাবুটিয়া ধরে।
ঘসিতে লাগিল নিয়া সিলার উপরে ॥

৪৯২। কাসেমের লড়াই—
ছকিনা-বিলাপ।

এখানি মুসলমানী পুথি। সুপ্রসিদ্ধ কারবালা-যুদ্ধের একটি ঘটনা লইয়া ইহা রচিত। ইহার ঘটনাটি মহরম পর্ব্বের সহিত বিজড়িত। দামাস্কাসের খলিফা পাপমতি এজিদ চক্রান্তবলে হজরত ইমাম হাসনকে কারবালার প্রান্তরে লইয়া গিয়া চতুর্দ্দিকে জলবন্ধ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। নবিবংশের সমস্ত বয়স্ক পুরুষ তাহাতে নিধন প্রাপ্ত হন। অবশেষে একরূপ 'দুধের ছাওয়াল' কাসেমকেও যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হয়। কাসেম হজরত ইমাম হোসেনের পুত্র ও বিবি ছকিনা হজরত ইমাম হাসনের কন্যা। যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই তাঁহাদের দুই জনের বিবাহ হয়। বিবাহ-রাত্রিতেই কাসেমকে যুদ্ধে যাইতে হয়। আহা! তাঁহার সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া!

১৪ + ১৫ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজের বহির আকার। দুই পিঠে লেখা। শেষ নাই। ১ হইতে ৪৫ পাত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। তাহার পর খণ্ডিত। লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই। বহু দিনের প্রাচীন বোধ হয়। চতুর্দ্দিকে লাল কালীর লাইন দেওয়া থাকায় পুথিখানি বড় সুন্দর দেখায়।

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
সেই প্রভু নিরঞ্জনে শ্রিজিল সংসার ॥
আর্শ কুর্শি লহু আদি এ তিন ভোবন।
শরর্গ আদি নরক শ্রিজিল জেই জন ॥

জদি সে কাচিম গেল জুদ্ধ করিবার।
কর জোর করি কৈন্যা মাগে পরিহার ॥

গুতিল মুকুতার মালা নআনের জলে।
লাজেত অবলা ভালা (বালা) গদ গদ বোলে॥
মোর কিছু নিবেদন ষুন প্রাণনাথ।
বিবাহের কালে জুদ্ধ যুনিচ কথাত ॥

ভণিতা ;—

কুমারি বিলাপ করি, নিজপতি গেল ছারি,
আখেরে হৈব দরসন।
ছিন্ন সের বাজে বোলে, সোবানের পদতলে,
জার কর্ম্মে জে আছে লেখন ॥

৪৫শ পত্রের শেষ ;—

কান্দে বিবি ছকিনা কর্বলা মহারোল।
হাএ ২ করি কান্দে হইআ বেআকুল ॥
হাহা প্রভু নিরঞ্জন শ্রিজিলা আপনে।
পালনা করিব কনে উঠাইলা তাহানে ॥
ছকিনার মুখ চাহি না করিলা দআ।

* * *

এই সেরবাজের রচিত আরো কয়খানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৪৯৩। নামহীন পুথি।

ইহার নামও নাই, আদ্যন্তও নাই। কংসের ধনুর্ম্ময় যজ্ঞোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মধুপুরযাত্রা ইহার বর্ণনীয় বিষয়। অল্পদিন পূর্ব্বের লেখা,—রচনাও তাহাই বোধ হয়। ইহাতেও গায়ন, ছড়া, উক্তি ও কথার ব্যবহার আছে।

ফুলস্কেপ এক চতুর্থ অংশ আকারের কাগজে বহির আকার। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ৮ পাত পাওয়া গেল। দুই পিঠে কয়েক পাত কাল কালীতে ও কয়েক পাত লাল কালীতে লেখা। লাল কালীর অক্ষর উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। ভণিতাও নাই।

আরম্ভ এই ;—

ঠাকুর আপনে কি মধুপুর জাবেন।
এই কথা আমার মনে বিশ্বাস হয় না।
৫নং গান।
আমার ঐ বড় ভয় মনে আছে শ্রীমধুমুধন।
হরি তুমি গেলে কে রাখিবে নন্দে বই জত গোধন ॥

জসদা দে ক্ষীর ননী,
ছারবে কি তাই হে নিলমনী,
মনে তাই ত অনুমানি সদা সর্ব্বক্ষণ।
জে করেছে লালন পালন,
তার কাছেতে বান্ধা সে জন,
বসুদেব দৈবকিরে কর না এত জতন ॥

লাল কালীর লেখা অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় এই স্তিমিত দীপালোকে শেষাংশ হইতে আর কিছু উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

৪৯৪। ছকিনা-বিলাপ।

পূর্ব্বে ৪৯২ সংখ্যক পুথির বিবরণে যে "কাসেমের লড়াই—ছকিনা-বিলাপে"র পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, ইহা তাহারই অন্তর্গত ও স্বতন্ত্র পুথির আকারে গ্রথিত বলিয়া বোধ হয়। তবে সকল স্থানে মিল আছে, এমন কথা বলিতে পারি না। ইহাতে ভণিতার উল্লেখ নাই; কিন্তু সেই সেরবাজেরই রচিত হওয়ার কথা বটে। আট পেজী কাগজের বহির আকার। দুই পিঠে লেখা। পত্রসংখ্যা ৫। অত্যন্ত জীর্ণাবস্থ। লিপিকরের নাম-ধাম নাই; কিন্তু ইহা যে কোন হিন্দুর লেখা, তাহা পুথির প্রথম পত্রের উপরিভাগে লিখিত 'শ্রীদুর্গা' শব্দ দ্বারাই বুঝা যায়। ১১৭২ মঘীর লিখিত।

আরম্ভ ;—

শ্রীদুরগা।

সন ১১৭২ সং (মঘী)।

/৭ রাগ দিরগ ছন (ছন্দ)।

আমার করর্ম্মেতে ছিল, বিভারাত্রি যুদ্ধ হৈল,
করর্ম্মভোগ না গেল মিঠন।
পাইয়া অমুল্ল ধন, ন করিলুম জথন (যতন),
নৈরাস করিল নিরঞ্জন॥

শেষ ;—

পাহারে করিলে গতি, জদি নই মিলে পতি,
সম্ব স্থানে করিমু বিচার।
দস দিকে তোকাইলে, জদি পতি নাই মিলে,
সজীবে হইমু সংগার (সংহার)॥
ছকিনার বিলাপ যুনি, পাষানে জরএ মনি,
তাপে হৈল গন্ধর্ব্ব * * ।
অঘোর নরক হোতে, পাপী সব উদ্ধারিতে,
প্রভু বিনে গতি নাই আর॥
তামাম সোত।

৪৯৫। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ।

ইহার কোন নাম নাই। ক্ষুদ্র পুথি। আট পেজী আকারের ৪টি পত্র। উভয় পিঠে লেখা। দেশীয় কাগজ বটে ; কিন্তু অল্প দিন পূর্ব্বের। লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই। রচয়িতার নামও অপ্রকাশিত। কেবল গায়ন ও পটীতে ইহা রচিত।

১নং গায়ন।

কি হবে সকুনি মামা মন্ত্রণা আমাএ বোল না।
পাণ্ডবেরী সর্ষ্য(?)দেইখে প্রাণে সহে না॥ধু॥
ধর্ম্মপুত্র জুধিষ্টির হৈলেন রাজারাজ্যেশ্বর।
বাহুবলে বৃকোদরে কাকে মানে না॥

আরও একটি গানের নমুনা দিলাম ;—

বিপদকালে একবার কৃষ্ণ বৈলে ডাক গো
এখন
শ্রীকৃষ্ণ কোরিবে তোমার লজ্জানিবারণ॥
গোবিন্দ অগতির গতি, কৃপা কর কমলাপতি,
স্বরণে সদয় অতি শ্রীমধুসুদন॥

পুথিখানি শেষ পর্য্যন্ত আছে বলিয়া বোধ হয় না।

৪৯৬। শ্রীরাধার মানভঞ্জন।

ইহার কোন নাম নাই। বড় খাতার আকারে সাদা বালি কাগজে লেখা। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ১১ পাত পাওয়া গেল। দুই পৃষ্ঠে লিখিত। অল্প দিন পূর্ব্বের নকল। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। রচয়িতার নামও অজ্ঞাত।

আরম্ভ ;—

ও বিদু বধনি,
সে নাগর নব নিরোদ বরণ,
নাগরী নবিন বিদ্দুত জেমন,
সামের কোলে রাই হবে সুশোভন,
মিঘোলে (?) মিলন জেন সৌধামিনি।
অভরন দিএ সাজাব তোমারে,
মিলাইব নবীন কিসোরীর কিসোরে,
তোমার কণ্ঠমালে সাজাব সামেরে,
হবে রাই চিন্তামনির সোহাগিনী॥

শেষ ;—

গায়ন।

কৃষ্ণময় রাধে হেরি।

জে দিগে শ্রীমতি, সে দিগে শ্রীপতি,
ছতুদ্দিগে বংসীধারে॥
মান ভাবে রাধে মুদে দুনয়ন,
হৃদয়-কমল পদ্মবনে পদ্মাসন,
দ্বিভুজ মুরারী করিএ ধারণ,
রাধে ২ ডাকেন বাজাই বাসুরী॥

এই পুথিতেও উক্তি, কথা, গায়ন ও পটীর ব্যবহার আছে। নিম্নে শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত দাসখৎখানি উদ্ধৃত করিয়া ইহার বিবরণ শেষ করিতেছি।—

গায়ন।

ইয়াদ কিদ্দ : কিসোরী অঙ্গে :
স্থানে লেখি হরি অধিনে :
মম সদজ্ঞানে : শ্রীপদধ্যানে : বিক্রিত
ভবদিয়া চরণে :
তব প্রেমতত্বে : মম মতিমত্বে : নিত্য
সচিত্য মননে :
ইহ মম জর্ম্ম : কুরু তব কর্ম্ম : দাসথত
লিখি সত্য বিধানে।

৪৯৭। নামহীন পুথি।

কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পুথি। আরম্ভ আছে, কিন্তু কোন নাম নাই। রয়েল আট পেজী আকারের মোট দুইটি পত্র। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। এই দুই পত্রে ইহা শেষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। লিপি-করের নাম ও তারিখ নাই। কাগজ খুব প্রাচীন দেখায়; কিন্তু তাহা বয়সের গতিকে বলিয়া মনে হয় না। ভণিতাও অপ্রকাশিত।

আরম্ভ;—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। নমো গণেশায়॥
গ্রন্থারম্ভ।

স্থন শুন সভাজন করি নিবেদন।
জেইরূপে লিলা করে ব্রজের নন্দন॥
জিজ্ঞাসে জনমেজয় জোর করি কর।
কহ কহ কৃষ্ণকথা জুরাকু অন্তর॥
কোনরূপে উদ্ধবেতে গকুলে আসিআ।
দ্বারিকাতে গেল সব সংবাদ জানিআ॥
কোনরূপে শ্রীমতিএ ভৎসনা করিল।
কোনরূপে শ্রীরাধিকে শ্রীপদ পাইল॥
ব্যাশে বোলে স্থন স্থন হে মহারাজন্।
সে সব রহস্যকথা করহ স্রবন॥
জরসন্ধে মথুরা পুরিল মত্ত করি।
তবে দ্বারিকাতে পুরি করিল শ্রীহরি॥
রুক্মিনি প্রভৃতি বিহা করি অষ্ট নারি।
নিভৃতে আছেন প্রভু দেব নরহরি॥
একদিন ব্রজকৃড়া মনেতে পরিআ।
অজ্ঞানির মত কৃষ্ণ জ্ঞান হারাইআ॥
ত্রিলোক্যমা রূপ গুণ মনেতে পরিআ।
অধৈর্য্য হইআ কৃষ্ণ ভাবে অন্তরেতে॥ (?)
ডাকিএ উদ্ধবে তবে কহিছে তখন।
কি উপাএ করি তবে কহ বাছাধন॥

শেষ;—

গান।

ওহে মা জসমতি করি এই মিনতি।
দেখা দিএ অধমের প্রাণ বাচাও॥
আমি ত অন্য নই, তব গোপালের দাস হই
দাস জ্ঞানে অধমেরে দেখা দেও॥ ধু॥
আমি ডারাইলেম দ্বার পাসে,
শ্রীচরণ দেখ্‌বার আসে,
কৃপা করিএ দাসে ফিরে চাও॥

কথা।

"ওমা নন্দরাণি ওমা নন্দরাণি একবার দেখা দেও। দেখা দিএ মা প্রাণ বাচাও। ওহে বাছা ধন ওহে বাছাধন তুমি কেহে ওহে বাছা মা বল বইলে ডাক্‌লে হে।"

ইহাতেও গান, কথা ও পটী আছে, দেখা যায়।

৪৯৮। আদিত্য-চরিত্র।

পূর্ব্বে ৪৫৭ সংখ্যক পুথির বিবরণে "সূর্য্যব্রত-পাঞ্চালী" নামক যে পুথির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাহা শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত কর্ত্তৃক 'পরিষৎ'-পত্রিকার

সমগ্র প্রকাশিত* হইয়াছে, ইহা ঠিক সেই পুথিই। প্রাচীন পুথির স্বভাবগত পাঠ-পার্থক্য অবশ্যই আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তদ্ভিন্ন ইহার নামটাও নূতন ও ভিন্ন। এজন্য পুনরায় এখানে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান আবশ্যক মনে করিলাম।

২০+১০ অঙ্গুলি-পরিমিত দোভাঁজ-করা কাগজ। এক পিঠে লেখা। পত্র-সংখ্যা ১৪। কাগজ অত্যন্ত প্রাচীন,—ঠিক যেন তাম্রকুট-পত্র।

ইহার রচয়িতা রামজীবন বিদ্যাভূষণ। তাঁহার নিবাস চট্টগ্রাম বাঁশখালী থানার অন্তর্গত (রাণী নহে) বাণী গ্রামে। তাঁহার রচিত একখানি "মনসা পুথি" আছে। উহা "বিদ্যাভূষণী মনসা" নামে খ্যাত।

৵৭ নম গণেসায়।

প্রণমহো সরশ্বতি চরনে যুগল।
একে একে প্রণমহো দেবতা সকল॥
একে একে প্রণমহো দেবতা সকল।
ইষ্টদেব প্রণমহো মনে মোহারঙ্গে॥ (?)

জেষ্ট ভাই প্রণমহো দ্বিজ বয়শ্রেষ্ট।
জ্ঞানধিক বয়ধিক বন্দম গরিষ্ট॥

অল্প বয়সে মুই দ্বিজকুলে জাৎ।
পণ্ডিত ন হম্ মুই নিবেদে তোমাৎ॥

ভণিতা ;—

শ্রীরামজিবনে ভনে, আদিত্য ভাবিয়া মনে,
করজোরে প্রণতি অপার।
সদয় হইয়া অতি, কর দুঃখ অভ্যাঅতি,
সেবকেরে রাখ এই বার॥

শেষ ;—

শ্রীরামজিবনে ভনে আদিত্য ভাবিয়া।
তুআ পাদপদ্মে মন রৌখ অলি হৈয়া॥
মোহানন্দে গুরুগনে করিল আদেস।
সেই হেতু করিলাম কবিতা বিসেস॥
কবিগণের চরনেতে সত নমস্কার।
অযুদ্ধেতে যুদ্ধ কর এ দায় তোমার॥

রচনাকাল ;—

বিন্দু রাজ রিতু বিধু সক নিযুজিৎ।
শ্রীরামজিবনে ভনে আদিত্যচরিৎ॥

"ইতি আদিত্যচরিত্র পুস্তিকা সমাপ্তঃ শ্রীরামচন্দ্র অশ্ব সুঅক্ষর লিক্ষতেঃ এযুর্জ সহশ্রাংসঃ তেজরাসি জগত পতেঃ অনুকম্প যমংভতাং ঃ গৃহানাগ্রাং দিবাকর শ্রীসুর্জ্জাএ নমঃ॥ এই পুস্তিকার খাস মালিক শ্রীরামচন্দ্র অশ্ব তালুকদার পীং জয়রাম সিকদার। সাকে ১৭২২ সন তারিখ ১০ আগ্রন রোজ রবিবার এক পহর ওদএ সমাপ্ত॥"

পুথিখানি স্থানে স্থানে কীটদষ্ট হইলেও এখনো ভাল অবস্থায় আছে। চট্টগ্রাম পাব্লিক লাইব্রেরীর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস ইহার মালিক।

৪৯৯। সবে মেয়ারাজ।

পূর্ব্বে ১৪০ সংখ্যক পুথির বিবরণে একবার ইহার সামান্য উল্লেখ করা গিয়াছে। তখন কোন পুথি আমার হস্তগত না হওয়ায় উহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে পারি নাই। দুঃখের বিষয়, আজ যে হস্তলিপির সাহায্যে এই বিবরণ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাও আদ্যন্ত খণ্ডিত। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজের বহির আকার। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। ২ হইতে ৯০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিদ্যমান। তারিখ ও লিপিকরের নাম নাই। তবে

* ত্রয়োদশ ভাগ—২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কাগজ দেখিয়া বুঝা যায়, বড় বেশী দিন পূর্ব্বের লেখা নহে। খুব মোটা শাদা বালি কাগজের মত কাগজ। একেবারে জীর্ণশীর্ণ। শেষ পৃষ্ঠার লেখা একেবারে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ইহা একখানি মুসলমানী পুথি। ইহাতে হজরত মোহাম্মদের স্বর্গ-পরিক্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সৈদয় সুলতান নামক জনৈক কবি ইহার প্রণেতা। তাঁহার ভাষা খুব সুন্দর,—ক্বচিৎ আরবীয় শব্দাদির প্রয়োগ আছে। এই কবির রচিত অনেক-গুলি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পত্রের

(মুই) সঙ্গে ন থাকিতুম জদি সেই কালে।
দহিত তাহান রঙ্গ জলন্ত আনলে॥
ফেরআনে জখনে মুছার লাগ লৈল।
সমুদ্রের কুলে নিআ মারিতে চাহিল॥
মুই ন থাকিতুম জদি তাহান সহিত।
সাগরেত বাহাল না হৈত কদাচিত॥
মুই জে আছিলুং ইছা পএগাম্বরের সনে।
জখনে মারিতে গেল জুহুদের গণে॥
মুই তানে ইঙ্গিতে অন্তর করি থুইলুং।
জুহুদের হাতেত জুহুদ কাটাইলুম্॥
প্রিথিম্বিত জথেক রছুল হইআছে।
মুই সে আইসম জাম সভানের কাছে॥
মোর নাম জিব্রাইল জান মোহাশএ।
আল্লার ফ্রমানে (ফরমানে) আইলুম
তোমার আলএ॥

কবির ভাষার নমুনাস্বরূপ নিম্নে স্বর্গ-বিদ্যাধরীগণের রূপ-বর্ণনা হইতেও কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

খঞ্জন-গঞ্জন অতি নাসা তিলফুল।
চাচর চিকুর সব লম্বিত বহুল॥
ভুরুজুগ দুই ধনু কাজলে রঞ্জিত।
ইষৎ কটাক্ষশরে করএ মুহিত॥
মুখশশিপরে জেন নআন চোকর।
রহিছে আমিআ আশে হই রতি ভোর॥
সেই পদ্মপরে শোভে স্বলখা ভোমর।
ঘর্ম্মজল মধু বুলি পিএ নিরান্তর॥

ভণিতা ;—

কহে ছৈদ ছোলতানে করিআ কাকুতি।
রছুলের পদে রৌক মোহর ভকতি॥

এই গ্রন্থে অন্যান্য কথা ছাড়া মোহাম্মদীয় স্বর্গ ও নরকের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে।

৫০০। ইমাম-সাগর।

আমি যে "ইমাম-সাগর"খানি পাইয়াছি, উহা নকল। আসলখানা কত দিনের রচিত, তাহা অবগত হইতে পারি নাই। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার এক স্থানে লিখিত আছে ;—

আল্লা রসুলের যদি কৃপাদৃষ্টি পাই।
বাঙ্গালা হইতে ইমামসাগর (পুস্তক) শুনাই॥
শেখ মুবাকু আলী (?) সে বিদিত সংসার।
তাহার তনয় শেখ ফরিদ খোন্দকার॥
রচিল চুড়ান আলী (?) তাহার তনয়ে।
শেখ পহোরি (?) আমার কুরছি কুল হএ॥
ইমাম সাগর পুথি পরে যে 'মমিন'।
অবশ্য দেলের ভেদ পাইবে সে জন॥

ইহাঁদের সম্বন্ধে এখানে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। ১৯৮ পৃষ্ঠায় আছে ;—

আমার আরজ এক সভার হুজুরে।
পুস্তকে তাকিব হইয়া নিবে সবে সিরে॥
তহকিক করিয়া সবে সিরে নিবে ভাই।
কমি বেসি কর যদি আল্লার দোহাই॥
হাদিছে ত লেখা আছে শুনহো মমিন।

করিমু সাইরি পুতি (পুথি) বড়ই মুস্কিলে।
ইমাম সাগর নাহি মিলে কাকিনা সংসারে॥
বাঙ্গালা জবানে নাঞী পুতি এমামের।
তাহাতে করিমু সেকি (?) কর বরাবর॥
বারসোএ পচার্ত্তর মঞ্জিলের পরে দিন।
তামাম হইল পুতি জানিবে মমিন॥
ইমাম হুছনের পুথি হোইল তামাম।
গোমানিন (?) হৈল রচিলো কবি জানিবে এছলাম॥
গোলামি কহেন ভাবি নবির পদ সার।
আল্লা মহাম্মদ বিনে গতি নাহি আর॥
ইতি ইমাম সাগর পুস্তক হৈল সমাপ্তন।
আল্লা আল্লা বোল ভাই 'দিনের' মোসলমান॥
তোমার কদমে ছালাম জতো কিছু ভার।
বনিজ মামুদ নাম জানিবে আমার॥
স্নাকর (আখর) বেশি কমি হৈলে না ধরিবা আর।
গুণা খাতা মাফ করি লইবা আমার॥
পুতি সমাপ্তন হৈল (রোজ) মঙ্গলবার।
সন ১২৭৫ সাল তাং ৩৯ (?) বৈশাখ মাস জানিবা॥

"জিঃদার বনীজ মহাম্মদ সাং গোপাল রায়। জথা দিশটং তথা লিখিতং। লিখিকো দোসক নাস্তি। ইস্তক সন ১২৭৪ সাল চৈত্র নাগাদ সন ১২৭৫ সালের বৈশাখ। তারিখ ৩৯ (?) বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার। মোকাম কাকিনা পুস্তক লেখা হইল। বেলা আছর সমে। আমলদারি কাকিনা শ্রীজুত সেড়ুকুল্যা বাটী তালুক গোপাল রাএ চাকোলে কাকিনা হস্ত য়ক্ষর শ্রীজুত রাজে মহম্মদ। বসত মোকাম বাণীনগর বাটী জানিবা। আর অধিক কি লিখিব আমি গুণগার। আমার পুতির সঙ্গে দুইশত সাত পাত জানিবা।"

পুস্তকখানি বড় এবং দুই পৃষ্ঠায় লেখা। হস্তাক্ষর ও পুস্তকের তুলট কাগজের অবস্থা দেখিয়া অনেকদিনের পুথি বলিয়া মনে হয়। লেখকের ভাষাজ্ঞান আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। নকলের দোষেও এমন বিকৃত হইতে পারে। পুস্তকে যে রাজে মহম্মদের নাম আছে, তাহার বিষয় অনুসন্ধানে কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই বাণীনগর,—কাকিনা হইতে দুই মাইল উত্তরে—ষ্টেসনের সন্নিহিত। বর্ত্তমান সময়ে সেখানে একটি ঐ নামের অশীতিপর বৃদ্ধ আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে কিছু বলিতে পারিল না। গ্রন্থোল্লিখিত রাজে মহম্মদ সে নিজে নহে, তাহাও বলিল। তবে তাহার কাছে দুই জন ঐ নামের ঐ স্থানের লোকের কথা শুনিলাম। ইহাদের মধ্যে একজন লেখা-পড়া জানিত না। অপর রাজে মহম্মদই ইহার নকলনবিস কি না, তাহা সে বলিতে পারিল না। তবে সে লেখাপড়া জানিত, এ কথা সে বলিল। সুতরাং এ রহস্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কবি বনিজ মামুদ সম্বন্ধেও জানিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে বলিল, আমি গোপালরায় ঐ নামের কোন লোক ছিল বলিয়া জানি না। (এই) গোপাল রায় বাণীনগরের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত।'*

* পরে মুন্সী সাহেব আমাকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।—"তাহার স্ত্রী ও দুই পুত্র এখন কাকিনার অধিবাসী; কিন্তু তাহারা পিতৃগুণের অধিকারী হইতে পারে নাই। দীনভাবে আমাদের খানিকটা জমি জমা লইয়া আছে। লেখকের স্ত্রীর মুখে শুনিলাম,—প্রৌঢ় বয়সে বনিজ মামুদের মৃত্যু হয়। লোকটা মুন্সী-গোছের ছিল। বলা বাহুল্য, গ্রন্থোল্লিখিত গোপাল রায়েই তাহার বাড়ী ছিল।"

৫০১। গোসানী-মঙ্গল।

"গোসানী-মঙ্গল* অর্থাৎ রাজা কান্তেশ্বরের অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত;— কোচবিহার বা এতৎপ্রদেশের আদি কাব্য। ৺রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী-বিরচিত। ইহা ঠিক্ কোন্ সময়ে রচিত, তাহা বলা যায় না।

আমাদের কাছে ১৩০৬ সালের মুদ্রিত, কলিকাতা আলবার্ট কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ৺কৃষ্ণবিহারী সেন এম্ এ মহোদয়ের অনুমত্যনুসারে গোসানী-মারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি পুস্তক আছে। এখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ। সম্প্রতি আর একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত গোসানী-মঙ্গলের সংবাদ পাইয়াছি। উহা কোচ-বিহারের অন্তর্গত বড়মরিচানিবাসী মৌলবী আমানত উল্লা চৌধুরী জমিদার সাহেবের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। আমরা এখনও দুইখানি পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। তবে উক্ত আত্মীয়ের কাছে শুনিয়াছি, মুদ্রিত পুস্তকখানির সহিত স্থানে স্থানে পাঠের অমিল আছে। যাহা হউক, সে পুস্তক-খানি সম্বন্ধে শীঘ্রই আমরা বিশেষ অনু-সন্ধান করিব। শেষোক্ত পুস্তকখানি একটি হিন্দু বৈরাগীর কাছে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শুনা যায়, সে লোকটি প্রত্যহ পুথিখানির পূজা করিত।

কবিবর ৺রাধাকৃষ্ণ দাসের পিতা ৺করুণাকর দাস কোচবিহারপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যে পরমসুখে বাস করিতেন।

* 'গোসানী' কি 'গোস্বামিনী' শব্দ-জাত ?

কবি "মঙ্গলাচরণে" গাহিয়াছেন;—

হরেন্দ্র নারায়ণ রাজা, বেহারে পালেন প্রজা,
যাঁর যশ ঘোষে সর্ব্বজন।
সেই রাজ্যে করে ঘর, সাধু সে করুণাকর,
পরম বৈষ্ণব গুণধাম॥
তাহার তনয় এক, পাইয়া চৈতন্য ভেক,
চিন্তে হরি-চরণ-কমল।
তাহে আদেশিলা দেবী, কহে রাধাকৃষ্ণ কবি,
সুমধুর গোসানী-মঙ্গল॥

গোসানী-মারিতে কান্তেশ্বরের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান আছে। কবি যে গোসানী দেবীর একজন পরম ভক্ত, তাহা তাঁহার আবেগ-উচ্ছ্বসিত সুললিত কাব্য হইতেই বেশ অনুমিত হয়।

গ্রন্থখানি চমৎকার কবিত্বপূর্ণ। ইহার ভাষা সরল, স্বাভাবিক, পরিস্ফুট। গ্রন্থা-রম্ভে কবি বলিতেছেন;—

বেহারে দক্ষিণ গ্রাম নাম জামবাড়ী।
সেই গ্রামে জামবৃক্ষ আছে সারি সারি॥
সুবর্ণ বরণ জাম ফলে বারমাস।
শ্রীফল-বেলাদি তথা চির পরকাস॥
পার্ব্বতী সহিত শিব শ্রীফলের তলে।
একত্রে বসিয়া কথা কহে নানা ছলে॥
শিব কহে শুন দুর্গা আমার বচন।
এই রাজ্যে যত লোক সুখী সর্ব্বজন॥
সুবর্ণ-বরণ ফল বেলাদি শ্রীফলে।
ঘরে ঘরে শিব দুর্গা পূজে কুতূহলে।
চণ্ডী কহে বর দাও ভোলা মহেশ্বর।
এই রাজ্যে রাজা হক্ নাম কান্তেশ্বর॥

কান্তেশ্বরের পিতার নাম ভক্তীশ্বর; মাতার নাম অঙ্গনা। অঙ্গনা—

তন্ত্র মন্ত্র শুনে আর বেদ রামায়ণ।
কথার প্রসঙ্গে উঠে চণ্ডীর পূজন॥
স্বামি-মুখে শুনি সতী চণ্ডীর মাহাত্ম্য।
চণ্ডী পূজিবার তরে করিল মনস্থ॥

তারপর চণ্ডী আসিয়া দম্পতীকে স্বপ্ন দেখাইলেন:—

শুন শুন ভক্তীশ্বর শুনহ অঙ্গনা।
তোমাদ্বয় হতে প্রিয় নাহি কোন জনা॥
করহ আমার পূজা লহ ইষ্ট বর।
তোমার তনয় হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥
সত্য করি কহি ব্যর্থ না হবে বচন।
মম বরে তব পুত্র হইবে রাজন॥
রাখিবা পুত্রের তুমি কান্তনাথ নাম।
এ কথা কহিয়া চণ্ডী হল অন্তর্দ্ধান॥

এ চণ্ডী-পূজার ফলে অঙ্গনার গর্ভে সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত কান্তেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর কান্তেশ্বর—

অল্পকাল গুরুস্থানে করি অধ্যয়ন।
বাঙ্গালা সংস্কৃত শিখে করিয়া যতন॥
ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্রে হইয়া পণ্ডিত।
তন্ত্র মন্ত্র আদি শিখে আর রাজনীত॥

সুতরাং এমন রাজা ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মানুরক্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? ইনিই গোসানী সংস্থাপন করেন। কবি বলেন;—

সসৈন্যে সাজিয়া রাজা করিল গমন।
চণ্ডীমণ্ডপেতে আসি দিল দরশন॥
পঞ্চগব্যে গোসানীরে করাইয়া স্নান।
সিংহ-পৃষ্ঠে গোসানীরে দিলেন আসন॥

গোসানীর 'আসন' দেওয়া শেষ হইলে, ভক্ত রাজা লক্ষ বলির আদেশ দিলেন। মহাসমারোহে সমুদায় কার্য্য শেষ হইল।

এই দেবীর সেবাইতদিগকে 'দেউরী' বলে। পুস্তকের শেষে কবি বলিতেছেন;—

গোসানী ঠাকুরাণী যার দিকে চায়।
ধন জন পুত্রে সে আনন্দে বেড়ায়॥
গোসানী আদেশে এই পাঁচালী প্রকাশ।
হরি ভজ ওরে মন গুরুপদে আশ॥
ইহাকে শুনিয়া যে করিবে উপহাস।
অবশ্য গোসানী তারে করিবেক নাশ॥
নির্ব্বংশ হইবে সে গোসানীর কোপে।
দরিদ্র হইবে সেই গোসানীর শাপে॥
পাঁচালী লিখিয়া হয় মনের উল্লাস।
গোসানী-মঙ্গল ভণে রাধাকৃষ্ণ দাস॥
গোসানীর নামে ভাই না করিও হেলা।
নৌকার বিহনে যাও সাগরে বান্ধি ভেলা॥
গোসানী-মঙ্গল নাম তরী অনুপম।
স্মরণ লইলে তার সিদ্ধি হয় কাম॥
গোসানী আদেশে ভাই ভজ হরি পায়।
গোসানী-মঙ্গল গীত রাধাকৃষ্ণ গায়॥

মুদ্রিত পুস্তকখানি ডিমাই ১২ পেজি, ১০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।"

৫০২। আমছেপারার অনুবাদ।

"সম্প্রতি আমি একখানি অতি প্রাচীন পাথরে ছাপা আরবী ও হস্তাক্ষরের মত বাঙ্গালা ছাপা "আমছেপারার" * কবিতায় অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানি ডিমাই ১২ পেজি সাইজের ৬৮ পৃষ্ঠা। গ্রন্থ সম্পূর্ণ। কিন্তু অগ্র পশ্চাতে কোথাও গ্রন্থকারের নাম-ধাম, সন-তারিখ নাই। গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান্। আমি জানি না, এ গ্রন্থ কোন্ অদ্ভুত প্রেসে মুদ্রিত! একই প্রেসে বাঙ্গালা ও আরবী অক্ষরে এই প্রকার গ্রন্থ ছাপা হওয়া প্রাচীন কালের পক্ষে বিচিত্র। প্রত্যেক "আয়েতের" পৃথক্ অনুবাদ আছে। গ্রন্থকার যে রংপুরবাসী কোন মহাজন, তাহা সুনিশ্চয়। কারণ, গ্রন্থে এতৎ-প্রদেশ-প্রচলিত অনেক শব্দ আছে। আমি শীঘ্রই এ গ্রন্থখানি "ইস্‌লাম-প্রচারকে" অবিকল প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।

গ্রন্থারম্ভে;—

ছরু (সুরু?) এই কেতাবের নামেতে আল্লার।
দয়াময় দয়ালু বহুত রহম জাহার॥

---

* কোরাণ সরিফের অংশবিশেষের নাম 'আমছেপারা'।

সকলি তারিফ আছে ওয়াস্তে আল্লার।
পালোনেওয়ালা সেই সারা সংসার ॥
শেষ ;—
আর যতো কাফের কহে তাহারা সবে।
হায় হায় মাটি হৈতাম হৈতো ভালো তবে।
কঃ (?) মাটী রৈলে হেছাব কেতাব নাহি দিতে হোতো।
আজ এতো দুস্কু তবে নাহি মিলিতো ॥

গ্রন্থের ছাপা বেশ পড়া যায়। আমার বিশ্বাস, এ দেশে বাঙ্গালা টাইপ প্রচলনের পূর্ব্বে এ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছিল।"

৫০৩। হংস-বিলাস পাঁচালী।

"১৭৮৭ শকাব্দে মুদ্রিত। একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৬।
আরম্ভ ;—
শ্রীদুর্গে জয় দুর্গে মম ভাগ্যে সদয় দুর্গে হয় (হও) শিবকর্ত্রী।
তুমি জগৎতারা কালসংহরা পরাৎপরা
ত্রিধারা ত্রিপুরা ত্রিজ(গ)ৎ কার্ত্র ॥

(ছড়া)
দীর্ঘ দীঘি সরোবর, যেন নিধি রত্নাকর,
মনোহর পদ্ম সুশোভয়।
কি কব দীঘির শোভা, মুনিজন মনোলোভা,
হইলে ভানুর প্রভা প্রভাত সময় ॥

কবির পরিচয় ;—
ঈশ্বর পদ ঈশ্বর ভাবি, বিরচিল কাব্য কবি,
রবিসুতে হইল নিস্তার।
চংখুরাণী গ্রাম ধাম, অনুজ ভজহরি নাম,
গিরিধারী মাতুল পরিবার ॥
শেষ ;—
ঈশ্বর চন্দ্র বলে কলি তুমি বাহাদুর।
ঠাকুর গেলেন কচুবনে সিংহাসনে বসিল কুকুর ॥

এ চংখুরাণী গ্রাম কোথায়, জানেন কি? ... ... এ গ্রন্থকার অবশ্য রংপুরের লোক নহেন।"

পূর্ব্বালোচিত ইমাম-সাগর, গোসানী-মঙ্গল, আমছেপারার অনুবাদ ও হংস-বিলাস পাঁচালী এই চারিখানি পুথির বিবরণ রঙ্গপুর—কাকিনানিবাসী বন্ধুবর মুন্সী সেখ ফজলল করিম সাহেবের লিখিত পত্রাবলী হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। তিনিও পরিষদের একজন সদস্য ও পুথি-সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। পুথিগুলি তাঁহারই হাতে আছে।

৫০৪। নামহীন পুথি।

কেবল প্রথম পাতা আছে। তদ্দ্বারা এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কাগজ একবারে পচিয়া গিয়াছে।

/৭ নমো গনেসায়।
বেদে রামায়ণে—ইত্যাদি শ্লোক।
কলির মোচন জদি কৈলা নারাঅন।
করজোরে জিজ্ঞাসিলা পাণ্ডুর নন্দন ॥
সুন সুন নারাঅন প্রভু গুণনধি।
কলিজুগ অবতারে কৈলা কোন বিধি ॥
দুষ্ট কলিযুগ দেখি মনে লাগে ভয়।
কহ কহ নারাঅন কৃষ্ণ মোহাশএ ॥
কিরূপে হইব ছিষ্টি কেমত প্রকার।
করিবেক কোন কার্য্য কেমত আচার ॥
নৃপতি সকলে কোন ধর্ম্ম আচরিব।
প্রীথিবিতে প্রজাগণ কেমতে বঞ্চিব ॥

৫০৫। যদুনাথ-বারমাস।

আরম্ভ ;—
অথ জদুনাথ বারমাস।
জদুনাথ সুন নিবেদন।
ত্যজিঅম বসতি আশা তোমার কা(র)ণ ॥

বৈসাখে বহে বাও মলআ সহিত।
জত্বনাথ বিনে মোর স্থির নই চিত ॥
নানা রিত নাট করে বৈসি বৃন্দাবনে।
বিতোল (বিভোল?) হইলুম মুই
রতিপতি বিনে ॥

শেষ ;—
চৌত্র চাতকি পক্ষি ডাকি পীআ পীআ।
সর্ব্বক্ষণ স্থির নহে আমার জে জিউ ॥
ভণিতা ;—
বার মাসের তের ঘোসা লওরে গণিআ।
এই গিত জোরাইআছে শ্রীধর বাণীআ ॥

তারিখাদি নাই। সম্ভবতঃ ১২৩২।৩৩ মঘীর লেখা। অতি কদর্য্য হস্তাক্ষর। পদ-সংখ্যা প্রায় ২৪।

৫০৬। জয়নবের চৌতিশা।

বিবি জয়নব হজরত ইমাম হাসেনের স্ত্রী। তাঁহাকে লইয়া পাপমতি এজিদের নিষ্ঠুর অন্তঃকরণে যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, সে আগুনে হজরত ইমাম হাসন ভস্মীভূত হয়েন,—সমস্ত নবী-বংশ ছারখার হইয়া যায়! সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখকাহিনী লিখিতে লেখনী সরে না। সুতরাং আমরা পুথিখানি লইয়াই দুটি কথা বলিব।

ইহা ক্ষুদ্র সন্দর্ভ মাত্র ;—পদসংখ্যা ৬৮। কাগজ একেবারে তাম্রকুটপত্র আর কি! তারিখ ও লিপিকরের নামাদি নাই। ভণিতারও অভাব। পত্রসংখ্যা ৬ ; দুই পিঠে লিখিত।

/৭ কান্দে বিবি জএনবে জে হাছনের শোকে।
কালিনী সমুদ্রমাজে ডুবাইলা মোকে ॥
কুকিলা কুহরে জেন বসন্ত সমএ।
কুলিস আক্ষির জলে ধারারূপে বহে ॥
খীন হৈল তনু মোর বিশ্ছেদে তোমার।
খেমাই রাখিতে চিত্ত না পারিএ আর ॥
খোদাএ করিল মোরে এথ বিরম্বন।
খাইলা দারুণ বিস আমার কারণ ॥
শেষ ;—
ক্ষেলিলুম নানান খেইল হাছনের সনে।
ক্ষেণে ক্ষেণে সেই কথা উঠে মোর মনে ॥
ক্ষিণ হৈল তনু মোর বসন মলিন।
ক্ষেতিত পাপিষ্ঠ জীউ রহে কথ দিন ॥
ইতি জএনবের চৌতিসা সমাপ্তঃ ॥

৫০৭। যুধিষ্ঠির-স্বর্গারোহণ।

এই নামের আর একখানি পুথির পরিচয় পুর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (১৪শ পুথি দ্রষ্টব্য।) তাহার সঙ্গে অত্রকার পুথিখানির কিছুমাত্র ঐক্য দেখা যাইতেছে না। ইহার কেবল প্রথম ও একাদশ পাতাটি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। আরম্ভ এইরূপ ;—

/৭ শ্রীদুর্গা। নারায়ণ নমস্কৃতং ইত্যাদি।
শ্রীজুধিষ্ঠির স্বর্গ আরহন লেক্ষন।
জর্ম্মজএ জিজ্ঞাসিলা ব্যাসের গোচর।
পুর্ব্ব পুরুস কথা কহ মুনিবর ॥
আহ্মার প্রপিতামোহ ধর্ম্ম নরপতি।
রাজ্য ত্যাগিআ কেনে গেলে স্বর্গপতি ॥
এহি রাজ্য হোতে হৈল গোত্রের বিনাস।
এই রাজ্য পাইতে করিল হাবিলাস ॥
তাহান সারথি আছিল নারায়ণ।
তবে কেন রাজ্য ত্যাগি গেলে মোহোজন ॥
প্রসন্ন বদনে মোরে কহ মুনিবর।
এহি কথা কহো মুনি আহ্মার গোচর ॥

৫০৮। নামহীন পুথি।

ইহার কেবল নাম নাই, এমন নহে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাত ভিন্ন অপর পত্র-

গুলিও নাই। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। তারিখাদিও জানা যায় না। অত্যন্ত জীর্ণ ও প্রাচীন। কি একখানা বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইবে। পুথিখানি আকারে নিতান্ত ছোট ছিল, বোধ হয় না। প্রাপ্তাংশ হইতে কতকটা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই বিলুপ্ত-প্রায় পুথির অস্তিত্ব-চিহ্ন রাখিলাম; যথা ;—

/৭শ্রীদুর্গা। নমো গনেসাঅ।

প্রমম (প্রথম ?) বন্দম গুরু বৈষ্ণবচরণ।
জাহার প্রসাদে হৈল বাঞ্ছিত পুরন ॥
* * * করি নমস্কার।
জাহার প্রসাদে ভুমি (?) করিব প্রচার ॥
সিরে বৈস সরস্বতি কণ্ঠে দেও পাও।
জির্ভা * * কর সরস্বতি মাও ॥
এহোলোকে জেই চাহি সেই মোরে দিবা।
অন্তকালে প্রাণি জাইতে রামনাম
(বোলাইবা ?) ॥
শ্রীগুরুচরণ বন্দম্ মনে করি সার।
তাহান চরণে মোর কটি (কোটী) নমস্কার ॥
সভা করি বসি আছে রাজা কংস (রায় ?)।
অক্রোর মুনিরে রাজা সাক্ষাতে আনাএ ॥
রাজা বোলে জাও মুনি গকুল নগরে।
জর্ম্মিআছে কৃষ্ণ বলাই নন্দ ঘোসের ঘরে ॥
কৃষ্ণ বলাই দুই শিশু আনি দেও মোরে।
আজ্ঞা * * সে জাও গকুল নগরে ॥

৫০৯। পত্র লিখিবার ধারা।

অথ পত্র লীখীবার ধারা।

শ্রীগুরু চরণ পদ্ম বন্দিআ মস্তকে।
পাতির নিঅম কিছু কহিব সংক্ষেপে
পিতার চরনে করি অসংখ্য প্রনতি।
একান্ত সেবক বলি লিখীবেক পাতি

শেষ ;—
সমানে ২ লীখে স্তুদিআ বলিআ।
সমভাবে লিখে তাহাকে নমস্কার করিআ ॥
কিঞ্চিত কহিল এই সংক্ষেপে অক্ষরে।
সর্ব্বত্র লিখীবে পত্র এই অনুসারে ॥

"ইতি সন ১২৫৫ বাঙ্গালা তারিখ ১৫ আশীন।" পদ-সংখ্যা—৪২ মাত্র। ভণিতা নাই।

৫১০। নীলার বারমাস।

এই নামের আর একখানি বারমাসের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (১৮৪ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য।) মিলাইআ দেখিলাম, দুইখানি এক নহে।

আরম্ভ ;—
অথ নিলার বারমাস। নম গনেসায়।
কাত্তিক মাসেত নিলা নিসিস্বর রাত্রি।
আজি নিসি পরবাশী দেখিলুম জুবতি ॥
লওরে কর্পূর তাম্বুল দোসের পীরিতি।
ছাররে কপট মায়া মুই মাগম জুরতি
(সুরতি ?) ॥
ওরে সাধু ওরে কুমার মুই বলম্ তোমারে।
ধর্ম্ম চাহিতে গুনা ক্ষেমা করহ জে মোরে ॥
আর জদি কিছু বলম্ জনামু আউলানী।
লর্জা পাইবা সাউধের কুমার হারাইবা
জে প্রাণি ॥

শেষ ;—
আস্বীন মাসেত নিলা দুর্গা থাএ খানা।
বুজিল২ নিলা তোর সত্তিবানা (সতীপনা) ॥
* * *
হাতে নৈল চুয়া চন্দন মাথে দিল তৈল।
হেলিতে চলিতে কন্যা বাপের বারিত্ গেল্ ॥
কি করহ বিদ্দু (বৃদ্ধ) মা বাপ কি কর বসিয়া।
কার থাইলা পানগুআ কারে দিলা বিহা ॥

হাতে লৈল গুআ লাটী কান্ধে লৈল ছাতি।
ধিরে ধিরে জাএ বুরা জামাই চাইত বলি॥
কোথাএ ছিল মাও বাপ কোথা ছিল ঘর।
কি নাম জে মাও বাপ কি নাম তোর॥
ডাকাপুরে বারি মোর কৈলাশপুরে ঘর।
মাও মোর কলাবতি বাপ বিগ্যাধর॥
বুজিলাম২ নিলা তোর নিজপতি।
আউলাই মাথার কেশ করহ বশতি॥

ভণিতা ;—

বার মাসের তের ঘোশা (শ)ওরে গণিআ।
এই গীত জোরাইআছে শ্রীধর বানীআ॥

"সমাপ্ত। ইতি ১২৩২ মং তাং ১২ মাঘ রোজ মঙ্গলবার। লিখক শ্রীঅভআ-চরণ শেন।" পদ-সংখ্যা—৪৫।

৫১১। ফাতেমার ছুরৎনামা।

পূর্ব্বে ৮৭ সংখ্যক পুথিতে একবার ইহার বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। ইহাও ঠিক সেই পুথি হইলেও ভণিতায় পার্থক্য দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বের পুথিতে সাহা বদিয়ুদ্দিনের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে; আর আজ পাওয়া যাইতেছে, শের তন্নু নামক কবির। এ রহস্য গাঢ় তমিস্রাবৃত;—উদ্ঘাটন সুকঠিন। এক পুথি হইলেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর পাঠ-পার্থক্য আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। নিম্নে একটু একটু দেখুন।

বিচ্‌মিল্লার্হেরহমানিরহিম।
প্রথমে আল্লার নাম করিএ স্মরণ।
রছুল চরণে মুই মাগি নিবেদন॥
শুন নর সব আহ্মি এক কথা বুলি।
জেন ফাতেমার রূপ দেখিলেন্ত আলি।
এক দিন আলি গেল বকরের ঘর।
দরজাতে জাই আলি ডাকে উশ্চস্বর॥

ভণিতা ;—

কিতাবে সুনিআ গাথা রচিল তন্নুল্লা কথা
কথ পথ করিলুম রচন।

শেষ ;—

ছুরৎ দেখিআ আলি সন্তোষ হইলা।
আল্লার নামে দুই রকাত নমাজ পড়িলা॥
হীন শের তন্নু এ কহে ভাবে করতার॥
সুনিআ এ সব কথা কিতাব মাজার॥
কিতাবে এই কথা কর্ণে সুনিআ।
আল্লাকে স্বরিয়া কিছু রাখিছে লেখিয়া॥
গুণিগণ-পদে আহ্মি করি নিবেদন।
জদি দোষ হই থাকে খেমিবা সর্ব্বজন॥
অশুদ্ধ হইলে তাকে শুদ্ধ করিবা।
গরিব দেখিতে দোস সমুখে খেমিবা॥

"এই ত বিবি ফাতেমার ছুরত সমাপ্ত ইতি সন—১২০৩ মঘি তারিখ ১৯ বৈশাখ রোজ যুক্রবার লেখীতং শ্রীমাহাং আলি সাকিমে খড়না। এই পুস্তক মালিক শ্রীমহিজল্লা পীছুরে দেবান আলি সাং মাহা-দাবাদ।" পত্রসংখ্যা—১৪; দুই পিঠে লেখা। বাঙ্গালা কাগজ, ক্ষুদ্র আকার।

৫১২। মান-গান।

ইহার আদ্যন্ত কিছুই ঠিক করা যায় না। দূতী-সংবাদের ও মানভঞ্জনের গান বলিয়া বোধ হয়। পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন না হইলেও ফলে তাহাই হইয়া গিয়াছে। একরূপ নষ্ট হইয়া যাওয়ার মধ্যে। ২।১ পাত উদ্ধার করিতে পারা যায় কি না, সন্দেহ। ইহাতে ছড়া, কথা ও গান আছে। প্রাপ্ত প্রথম পত্রটির প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর প্রায় উঠিয়া গিয়াছে ও মধ্যস্থল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

ঠাকুরের কথা।

চন্দ্রাবলি আর থাকিতে পারি নাহে।
ঠাকুর এখন জাও কি থাক : তোমায় দিয়ে
কোন প্রিয় (প্রেয়ো) জন নাই হে।
সে কেমন যুন বলি।

গান তাল আরথেমটা।

জাও হে জেথায় আছে প্রিয়জন : আর তো
নাই প্রিয়জন : জে জন তোমার
প্রিয়জন : হও
গো জাইএ তার প্রিয়জন : জখন চিন প্রিয়
জন : তখনে ছিল প্রিয়জন : আর এখন কি
প্রিয়জন : নতনে নতন প্রিয়জন ॥ ১৯।

মধ্যস্থলে ;—

গান তাল ঠেকা।

রাধে ২ বল বিনে প্রবল বিনে :
রাধে আমার ধ্যান জ্ঞান রাধে বিনে
জানিনে :
জে ছিল মোর প্রেমে বান্দা
সে প্রেমে পৈরাছে বাধা :
জার তরে বৈ নন্দার বাধা
আমি মরি সেই রাধা বিনে ॥*

শেষ ;—

গান, মিলন।

শ্যাম রঙ্গে হিলন দিয়ে ধ্বনি দ্বাড়াইল রে :
লইয়ে প্যারি বাকা হৈয়ে দ্বাড়াইল রে :
আপনার বন্দুয়া বৈলে ধনি দ্বাড়াইল :
সাম চান্দে রাই চান্দে চান্দেয়া গণিল : †
দুই চান্দে একই হৈএ চান্দেরে ঘিরিল ॥৪৬।
সামের বামে রাই দাড়াইল :
একবার বদন ভৈরে হরি বল ॥ ৪৭।

"ইতি মানগান সংপুন্ন হৈল। ইতি সন ১২৭০ সাল রোজ বুক্কর বার বেইল ৩ তিন প্রহর সময়ে হস্তয়ক্কর শ্রীগোবিন্দ দাস বৈরাগি ॥"

পত্রসংখ্যা—৮, দুই পিঠে লেখা। এই আট পাতের পর "দূতীর সহিত ঠাকুরের কথা" লিখিত আছে। উহার ভাষা গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত। সেই অংশ পশ্চাৎ সমালোচিতব্য।

এই পুথিখানি রঙ্গপুর কাকিনা হইতে বন্ধুবর মুন্সী সেথ ফজলল করিম সাহেব সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

* ঠিক এই ভাবের আর একটি গান আমার নিকট আছে। উহা এতই সুন্দর ও মধুর যে, তাহা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যথা ;—

রাগিণী সুরট—তাল যৎ।

সদা জয় রাধে শ্রীরাধে রাধে বল বীণে।
আমার প্রাণ বাঁচে না সে বোল বিনে,
সে বোল বিনে আর বোল্‌বিনে।
অঙ্গের যে অঙ্গ বল, রাধা মোর অনঙ্গবল,
হোয়েছি আজ শূন্যবল শ্রীরাধার ঐ বল বিনে।
আমি মরি যে নাম শোনা বিনে,
মোরে সে নাম শোনা বীণে।
তা বিনে আর শোনাবি নে ও সোনা বীণে।
যে রাধা-নাম-সুধাপানে, চায় না মন আর সুধাপানে,
সেই নাম-সুধা-দানে ক্ষণার্দ্ধ ক্ষমা পাবিনে।
আমার সঙ্গে রাধা, অঙ্গে রাধা,
রাধা আমার অঙ্গের আধা,
দেখ না হোয়েছি আধা শ্রীরাধা বিনে।
আমি আছি রাধার প্রেমে বাঁধা,
যার লাগি বই নন্দের বাধা,
ঘুচাবে কে নন্দের বাধা সে রাধা-সাধন বিনে।
আমি দীক্ষিত শ্রীরাধা-মন্ত্রে,
শিক্ষিত শ্রীরাধা তন্ত্রে,
যন্ত্রিত শ্রীরাধা-যন্ত্রে, স্বতন্ত্র গুণে।
রাধা মোর জীবনের জীবন,
রাধা বিনে যায় রে জীবন,
যেমন যায় চাতকের জীবন জলধরের জল বিনে॥

কাহার অমৃতবর্ষিণী লেখনী হইতে এ সঙ্গীত-সুধা ক্ষরিত হইয়াছে, জানি না।

† অথবা 'চান্দে রাগলিল' হয় কি ?

৫১৩। ভানুমতীর বিবাহ।

তত ক্ষুদ্র প্রাচীন গ্রন্থ নহে। রয়েল করমের কাগজ। দুই পৃষ্ঠায় লিখিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৬৭।

শ্রীজয় দুর্গাপদ শ্রীদুর্গা ভরসা।
অথ ভানুমতীর বিবাহ লীখতে।
/৭ নম গণেসায় : সরস্বতী নমঃ ত্রিপদী :
প্রনমামি গণদেব : বাসুদেব মহাদেব :
সুর্জ্যদেব দেব স্ববন্দীনি :
সষ্টীদেব অগ্রভব : রমাধব উমাধব :
ছায়া সঙ্গাধব বিধবনী : ইত্যাদি।

ভণিতা ;—

আনন্দিত ভানুমতী শুনি দৈববাণী।
বিরচিত গৌরীকান্ত ভরসা ভোবানী॥

শেষ ;—

রাজা বোলে ভানুমতি কর উপহাস।
আমার নাহিক দোষ স্বুন কালিদাস॥
বেঙ্গ করি কথকথা কহিল আমাএ।
ঘিস্তা (ঘৃণা) করিলাম আমি তাহার কথাএ॥
ঘুণ্য ভেসে আসি দেখা দিল দুই জনে।
কুজা মাআ আমি বুজিব কেমনে॥
এইরূপ কথোপকথন দুই জনে।
বিরচিএ গৌরীকান্তে ভনে॥

"ইতি ১৮৫২ ইং তাং ১৯ সেপ্তাম্বর মতাবেক সন ১২১৪ মঘি তারিথ ৫ আশ্বিন রোজ রবিবার অসুদ্ধ হইলে পদ সুদ্ধ করি দিবা। মুই অধমেরে এবং মুর্থরে মন্দ নহি বলিবা। সুজনের পুত্র তোমরা পণ্ডিত সুজন। এই পুস্তক লিখীতং শ্রীরামকুমার সেন॥ সাং কুএপারা॥ সমাপ্ত হইল॥"

এই পুথিখানি চট্টগ্রাম থরন্দীপ মধ্য ইংরেজী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

৫১৪। হরিশ মঙ্গল-চণ্ডী-পাঁচালী।

ইহা একখানি চণ্ডীকাব্য। মলাটে উক্ত নাম লেখা আছে। ক্ষুদ্র পুথি। অতি প্রাচীন ও জীর্ণ তুলোট কাগজ। পত্রসংখ্যা ২৩ ; দুই পিঠে লেখা।

আরম্ভ ;—নম গণেসায়ঃ নম। নম শ্রীগুরুবে নম নম চণ্ডিকায়ৈ নম। নারায়ণ নমস্তত্যং ইত্যাদি শ্লোক।

বন্দোম শ্রীগুরুনাথ : জোড় করি দুই হাত :
অষ্টাঙ্গিতে হৈয়া ভুমিগত।
প্রণমহো লক্ষ্মীপতি : গড়ুর পৃষ্ঠেতে স্থিতি :
স্বরনে পাতক হএ হত॥

* * *

মঙ্গলচণ্ডিকা পাএ : দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রে কএ :
দয়া কর জগতজননি।
স্লোক ভাঙ্গি পদবন্দ : রচিলেক থর্পছন্দ :
রচে গিত ভাবিয়া ভবানি॥

প্রস্তাবারম্ভ ;—

পঠমঞ্জলি রাগ।

শুন সর্ব্বজন : কহি বিবরণ :
পৃথিবিতে স্থানথানি।
উজানি নগর : জানে সর্ব্ব নর :
ইন্দ্রের অমরা জিনি॥ ইত্যাদি।

শেষ ও ভণিতা ;—

ধনপতি সাধু গিআ খুল্লনারে কএ।
তোমার ব্রতের ঘঠ দেখাও আমাএ॥
সাধুর বচনে ঘঠ দেখাইল যুবতি।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈল সাধু ধনপতি॥
নানা বিধি প্রকারেতে পুজিল চণ্ডিকে।
ধন বসে ধনপতি রহিল কৌতুকে॥
দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রে ভনে চণ্ডির চরণ।
মঙ্গলচণ্ডির গীত কৈল শমার্পন॥

"ইতি শন ১২৩৩ সন তারীখ ২৯ জৈষ্ঠ রোজ সনিবার বেলা ছএ দণ্ড থাকিতে ছপারিয়া ঘরে বসিয়া পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল ॥ : : ॥ : :"

এই পুথিখানি কলিকাতা—কড়েয়া-নিবাসী ও 'নবনুর' পত্রের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর মুন্সী আসাদ আলি সাহেব তদীয় জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

৫১৫। নামহীন পুথি।

(ক্রিয়া-যোগসার ?)

ইহা ঠিক 'ক্রিয়া-যোগসার' কি না, বলিতে পারি না, আরম্ভে উক্ত গ্রন্থের সহিত বিশেষ মিল দেখিতেছি না। ৩৫শ পত্র পর্য্যন্ত মাধব ও সুলোচনার কাহিনী শুনিতেছি। মাধবের বিবাহ-বাসর হইতে প্রচেষ্টা নামক কোন সেবক সুলোচনাকে হরিয়া নিয়াছিল; মাধব নানা কৌশলে সুলোচনাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; উক্ত পত্রগুলিতে এইরূপ বৃত্তান্তের বর্ণনা আছে। তার পরে যাহা আছে, তাহা নিশ্চয়ই 'ক্রিয়া-যোগসার' গ্রন্থের অন্ততঃ অংশবিশেষ। আমরা আজও 'ক্রিয়া-যোগসার' পাঠ করিতে অবসর পাই নাই; তাই জিজ্ঞাসা করি, সুলোচনার হরণ-বৃত্তান্তাদি কি উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পুথির হস্তাক্ষর প্রভৃতির অভিন্নতা হেতু দুই পুথিকে এক মনে করিয়া আমরা নিশ্চয় প্রতারিত হইয়াছি।

অনন্তরাম দত্ত ইহার প্রণেতা। 'বিশারদ' অভিধেয় কোন মহাজনের আদেশে অনন্তরাম তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন, সে কথা এখন সকলেই জানেন। কবির যে বিস্তারিত 'আত্মপরিচয়' পূর্ব্বে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, এই খণ্ডিত পুথিতে তাহা পাইলাম না।

পুথিখানা অসম্পূর্ণ। যাহা আছে, তাহার সবটাও উদ্ধারের আশা নাই। কালী উঠিয়া যাওয়ায় অনেক স্থানেই এই চর্ম্মচক্ষুঃ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। হস্তাক্ষরও নিতান্ত কদর্য্য। কেবল ১ হইতে ৩, ২৩ হইতে ৩৫, ৪৯ হইতে ৫৯ এবং ৭৪ হইতে ৭৬ সংখ্যক পত্রগুলি আছে। তারিখাদি নাই। শ্রীরামপ্রসাদ দাস দাস, শ্রীরামচন্দ্র আউচ দাস, শ্রীরাজারাম সেন দাস, শ্রীবল্লভরাম দেবশর্ম্মা ও শ্রীরামবল্লভ চক্রবর্ত্তী এই পুথির নকলনবিস। খুব প্রাচীন, বোধ হয়।

আরম্ভ ;—

নমো গনেসায়ঃ। নম সরস্বতি নম।
নারায়ণ নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
বেদে রামায়ণে ইত্যাদি।
প্রনমোহ নারায়ন অনাদি নিধন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জাহার সৃজন ॥
তদন্তরে প্রনমোহ * *।
আদ্যাশক্তি মোহামায়া জগতজননি ॥
ত্রিনঅন প্রনমোহ ত্রিজগতকর্ত্তা।
* * ভক্তি মুক্তি দাতা ॥

ভণিতা ;—

(১)

কহেন অনন্ত দত্তে, সে জে রঘুনাথ সুতে,
হরিপদে গতি তার মন। (২৩শ পত্র।)

(২)

কহেন অনন্ত দত্তে, সে জে রঘুনাথ সুতে,
হরিপদে ভজি রৌক মন। (৩০শ পত্র।)

(৩)

সত্যবতি সুত ব্যাস বিষ্ণু অবতার।
স্লোক বন্দে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার ॥
সেই স্লোক বাখান করিয়া পদবন্দে।
কহিল অনন্তরাম হরিগুণানন্দে ॥

বিসারদ*পদে সেহ রেণু অবিপাএ।
পদবন্ধে রচিলেক সপ্তম অধ্যাএ॥ (৫১ পত্র।)

(৪)

ঐ ঐ ঐ

পদবন্ধে * * অষ্টম অধ্যাএ (৫৯ পত্র।)

(৫)

ঐ ঐ ঐ

পদবন্ধে * * একাদস অধ্যাএ॥ (৭৬ পত্র।)

আমার নিকট যে 'ক্রিয়াযোগ-সার' পুথি আছে, তাহা তত বৃহৎ নহে। উহা কিন্তু অতি বৃহৎ বলিয়াই আমি শুনিয়াছি।

এই প্রবন্ধোক্ত ৫০৪ হইতে ৫১৫ সংখ্যক পর্য্যন্ত পুথিগুলি আমার নিকট আছে।

৫১৬। ময়নামতীর পুথি।

ইহা একখানি অতি দুর্ল্লভ প্রাচীন পুথি। মাণিকচাঁদ রাজার পত্নী রাণী ময়নামতী ও তৎপুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র নামান্তরে গোপীচাঁদ রাজার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে কয়খানি পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই পুথিখানি তাহার অন্যতম। উহাঁদের সম্বন্ধে এই পুথির সাহায্যে অনেক নূতন তথ্য জানা যাইবে। দুঃখের বিষয়, পুথিখানির প্রারম্ভে প্রথম পত্র নাই এবং ২৪শ পত্রের পর পুথি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

ভবানীদাস নামধেয় জনৈক কবি ইহার প্রণেতা। পুথির স্থানে স্থানে এই রকম ভণিতা আছে;—

শুনহে রসিক জন একচিত্ত মন।
কহেন ভবানিদাসে অপূর্ব্ব কথন॥

এতদ্ভিন্ন পুথি হইতে কবির আর কোন পরিচয় পাওয়ার যো নাই। পুথিতে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা অদ্যাপি চট্টগ্রামে অল্প-বিস্তর প্রচলিত আছে।

এতদিন উত্তরবঙ্গই মাণিকচাঁদ, ময়নামতী ও রাজা গোবিন্দচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এই পুথির সাহায্যে একটা নূতন ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইল। সেই কথা ক্রমে বলিতেছি।

অনেকেই অবগত আছেন, ত্রিপুরা জেলার মেহারকুল পরগণায় "ময়নামতী" বলিয়া একটা স্থান আছে। উহা লালমাই পাহাড়েরই একাংশ বটে। এখন লালমাইতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের একটা ষ্টেসন স্থাপিত আছে। লোকের বিশ্বাস, রাণী ময়নামতী পরম সিদ্ধা ছিলেন এবং তিনি লালমাই পাহাড়ের ঐ অংশে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানের নাম ময়নামতী হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ভৌগোলিক শ্রীযুত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"এখানে বিস্তর ময়না পাখী পাওয়া যাইত বলিয়া এ স্থানের নাম ময়নামতী হইয়াছে।" প্রকৃত পক্ষে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসার। প্রাচীন দলিল-পত্রাদিতে ঐ স্থানের নাম "মৈনামতী"রূপে লিখিত আছে। বর্ত্তমান কালেও উহার নাম ঐ ভাবে লিখিত হইয়া থাকে।

স্থানীয় লোকদের ধারণা, ময়নামতীর চারি জায়গায় চারিটি বাটী ছিল। প্রথম বাটী—তরফে ওরফে কৌলীন্য নগরে ("তরফ" শ্রীহট্ট জেলার এক অতি প্রসিদ্ধ পরগণা। বহুতর সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান এখানে বাস করেন। উহা ত্রিপুরা-রাজ্যের সংলগ্ন ও উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।) দ্বিতীয় বাটী—চট্টগ্রামে, তৃতীয় বাটী—বিক্রমপুরে এবং চতুর্থ বা সর্ব্বশেষ বাটী প্রাগুক্ত "ময়নামতী" নামক স্থানে। সমালোচ্য পুথিতে আমরা ইহার সমর্থন

দেখিতে পাই। ইহা হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, রাজা গোবিন্দচন্দ্র ৪০ জন রাজা হইতে কর প্রাপ্ত হইতেন। তাহা অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার বৈভবাদি সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য ;—

এই মত কৈল জদি মৈনামতি মাএ।
জোড়হস্তে নিবেদিল গুপিচান্দ রাজাএ॥
আমি রাজা যুগি হোবে তারে অধিক নাই।
এ সুখ সম্পদ আমি এড়িমু কার ঠাই॥
কার কাছে এরি জাইব হংসরাজ ঘোড়া।
কার ঠাঞি এড়ি জাইমু গাএর খাঁসা জোরা॥
ধনু বাণ লেঞ্জা কাতে এড়িমু লাখে ২।
তির তাম্বু বাণ কাতে এড়িব ঝাকে ২॥
গাঙ্গেত এরিয়া জাবে বত্তিশ কাহোন নাও।
পুরি মৈদ্ধে এরি জাবে তুমি হেন মাও॥
ফিলঘরে এরি জাবে আশি হাজার হাতি।
বিদেশে গমন কৈলে কে ধরিব ছাতি॥
আস্তবিলাএ এরি জাবে নয় লাখ ঘোড়া।
জোরমন্দিরে এরি জাবে সাহে মানিদোলা॥
পুরিমধ্যে এরি জাবে পঞ্চ পাত্রবর।
পাণ জোগানি এড়ি জাবে উনশত নফর॥
শেঁত বান্দা এরি জাবে হারিয়া ছোঁহর।
অহুনা পহুনা এরি জাবে কার ঘর॥
বাতানে এরিয়া জাবে সত্তর কায়ন বেত।
গোঞাইলে এরিয়া জাবে গাঁই বার শত॥
এহি সব এরি জাবে আপনে জানিয়া।
নয়ানগর এরি জাবে উনশত বানিয়া॥
বাপের মিরাশ এরি জাইমু গৈরব সহর।
দাদার মিরাশ এরি জাবে কামলাক নগর॥
তুমি মাএর জত বাড়ি কলিকা নগর।
আম বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর॥
চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আমার গোচর।
আমা হোতে কোন জন আছএ ডাঙ্গর॥
সাজ ২ করি রাজা দিল এক ডাক।
একডাকে সাজি আইল বাসত্তর লাখ॥
হস্তি ঘোড়া সাজে আর যোহা ২ বির।
সাজিল অপার সৈন্য আঠার উজির॥
বাশট্টী উজির সাজে চৌশট্ট সিকদার।
হস্তে ঢাল সৈন্য সাজে বিরাশি হাজার॥

নবিনগর ত্রিপুরা জেলার একটি মহকুমা। প্রোক্ত নয়ানগর এই নবিনগর কি না, জানি না। গৈরব সহর কোথায়, তাহাও আমাদের জানা নাই। কুমিল্লার অপর নাম কমলাঙ্ক। কামলাক উক্ত কমলাঙ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না, তাহা ঐতিহাসিকদের বিবেচ্য। কলিকা নগর বা কৌলীন্য নগর কোথায় ?

রাণী ময়নামতী তদীয় ময়নামতী-স্থিত বাটীকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে উনশত রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকদের নিকট ঐ সকল বাটী "উনশত রাজার বাটী" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এই শেষোক্ত বাটীর সীমা এই ;—উত্তরে দেবপুর ইত্যাদি গ্রাম, দক্ষিণে চণ্ডীমুড়া, প্রকাশ চন্দ্রনাথ ও সীতাকুণ্ড, পূর্ব্বে গোমতী নদী এবং পশ্চিমে পাটীকারা ও গঙ্গামণ্ডল পরগণা। এই চৌহদ্দি মধ্যস্থ ভূখণ্ডের বহু স্থানে ও পাহাড়াদিতে এখনও অট্টালিকাদির অনেক ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

ময়নামতী নামক স্থানের চতুঃসীমা এইরূপ ;—পূর্ব্বে সাগর-দীঘির পূর্ব্ব-বাহিনী গোমতী নদী পর্য্যন্ত, উত্তরে দেবপুর ইত্যাদি গ্রাম, পশ্চিমে জুমুর ও সাহা দৌলৎপুর এবং দক্ষিণে সাহা দৌলৎপুর ও ঘোষনগর।

দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র গীতে উল্লিখিত আছে ;—

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধারিচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র (শুন তার কথা)॥

ঐ গ্রন্থে মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতী ও পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী পাটীকা নগর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ দেখিবেন, "উনশত রাজার বাটীর" চতুঃসীমায় এক "পাটীকারা" গ্রামের উল্লেখ আছে। পাটীকা ও পাটীকারা শব্দদ্বয়ের সৌসাদৃশ্য যেন উহাদের অভিন্নতাই সূচিত করিতেছে।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র চারি বিবাহ করিয়াছিলেন। তদীয় স্ত্রীগণের নাম এই,—অদুনা, পদুনা, রত্নমালা ও পদ্মমালা ; নামান্তরে কাঞ্চাসোনা বা কাঞ্চনমালা। তাঁহাদের বিবাহ সম্বন্ধে পুথির এক স্থানে এইরূপ লিখিত আছে ;—

এক বিভা করাইলা অদুনা পদুনা।
সে সব সোন্দরি জানে আমার বেদনা ॥
আর বিভা করাইলা থাণ্ডাএ জিনিয়া।
আর বিভা করাইলা উরয়া রাজার মাঁএয়া ॥
দশ দিন লড়াই কৈল উড়য়া রাজার সনে।
চৌদ্দ বোড়ি মনিস্য কাটিলাম এক দিনে ॥
চৌদ্দ পোয়ন মনিস্য কাটি শাত শও লস্কর।
হস্তি ঘোড়া কাটিলাম তিশটি হাজার ॥
জুধ্যেতে হারিয়া নির্প গেল পলাইয়া।
তার বেটি বিভা কৈলাম মহিম জিনিয়া ॥

এই "উড়য়া রাজা" কে, আমরা নির্ণয় করিতে অক্ষম। তাহা ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয় বটে।

উপরে বলা হইয়াছে, রাণী ময়নামতীর চারি স্থানে চারিটি রাজবাটী ছিল। তৎসম্বন্ধে পুথিতে নিম্নোক্ত কথাগুলি পাওয়া যায় ;—

অত্রেণা হৈল সিদ্ধা খেতির উপর।
এক নাম রাখি জাবে মেহ্রাকুল সহর ॥
আর্দ্ধ (আস্ত ?) মাটী আছে কিছু মেহারকুল
নগরে।
নিজ মাটী আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহরে ॥
আর আছে আইধ্য (আস্ত) মাটী
তরপের দেশ।
চাটীগ্রাম পূর্ব্বমাটী জানিবা বিশেষ ॥
তবে হস্তে ধরি গোর্খে রথে তুলি লৈল।
রথখান কুদাইয়া বিক্রমপুরে নিল ॥
যুগি ঘাট করি নাথে ঘাট বানাইল।
সেই ঘাটে স্নান করি পাপ বিনাশিল ॥

দুর্লভ মল্লিকের মতে মাণিকচাঁদের পিতার নাম মহারাজ সুবর্ণচন্দ্র। তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই পুথিতে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু ময়নামতীর পিতার নাম আছে ; যথা ;—

ময়নামতীর উক্তি—

ব্রাহ্মণের কোলে থাকি ঢালি দিলাম ঘিই।
সেই অগ্নিতে পোড়া না গেল তিলক-
চান্দের ঝিই ॥

মাণিকচাঁদের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা আজও নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র মেহারকুলের রাজা ছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে স্পষ্ট বর্ণিত আছে ; যথা ;—

থেনেক রহ বসুমতি থেনেক রহ তুমি।
মেহারকুলের রাজারে পরীক্ষা দেখাই আমি ॥

গোবিন্দচন্দ্র রাজার পুত্রাদি ছিল কি না, জানা যায় না। তবে তাঁহার এক বড় ভাই ছিল বলিয়া এই পুথিতে উল্লেখ আছে ;—

এই গালি দিল তাকে নির্বংশ বুলিয়া।
গুপিচান্দের বংশ নাহি ভোবন যুরিয়া ॥
বড় ভাহি যাছে মোর মুদাই তাস্তরি (?)।
তার ঠাক্রি সমর্পিব এ চারি সুন্দরি ॥

রাণী ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র হাড়িকা সিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুথিতে উহাঁদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—

চারি সিদ্ধাএ শাপ পাইল দুর্গা দেবীর পাশে।
মিননাথ চলি গেল কদলির দেশে॥
গোর্খনাথ চলি গেল ব্রাহ্মণের ঘরে।
কানুফা পাইল শাপ ড়াড়ার সহরে॥
হাড়িপাএ পাইল শাপ তোমা সেবিবার।
তে কারণে হিন্দু কর্ম্ম করে তোমার ঘর॥

পরিষৎ-প্রকাশিত "ময়নামতীর গানে" ও শেখ ফয়েজুল্লাকৃত "গোর্খ-বিজয়ে"ও এই কদলী নগরের উল্লেখ আছে। কিন্তু উহা কোথায় ?

এই পুথিতে মেঘনাল, খিরবলি, পাছড়া প্রভৃতি কাপড় ও মদন কৌরি ও তোড়রি প্রভৃতি অলঙ্কারের এবং কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" উদ্ধৃত "বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া", এই চরণটির পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মতে উহার পাঠ—"ঘিনে বান্দি নাহি পিন্ধে পাটের পাছড়া" এরূপ হইবে। উহার অর্থ,—অন্যের কথা আর কি বলিব, বাঁদীগণ (দাসীগণ) পর্য্যন্ত ঘৃণায় পাটের পাছড়া পরিধান করে না।

এই পুথিতে ঐতিহাসিক কথা যাহা যাহা আছে, সংক্ষেপে আমরা এখানে তাহার আভাষ মাত্র দিলাম। এতৎসম্বন্ধে আমাদের গবেষণা শেষ হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিব। সমগ্র পুথিখানিই তখন 'পরিষদে' প্রকাশ করিবার বাসনা আছে। এই পুথির একখানি আধুনিক প্রতিলিপিও সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা একান্ত অশ্রদ্ধেয়।

৫১৭। সতী ময়না ও লোরচন্দ্রাণী।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই পরমসুন্দর পুথি সম্বন্ধে "সাহিত্য" পত্রে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলাম। পরিষদেও আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ; সুতরাং এতৎসম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা অনাবশ্যক। ইহা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহার প্রকাশভার গ্রহণ করিলে পরিষদের পক্ষে তাহা প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক হইবে, ইহা অসংকোচে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে উহা যে ভাবে ছাপা আছে, তাহা শিক্ষিত লোকের অনধিগম্য বলিলেই হয়।

যে প্রতিলিপি উপলক্ষ্য করিয়া অদ্য এই কথাগুলি বলিতেছি, তাহা আদ্যন্ত খণ্ডিত, ১৭শ হইতে ৩৬শ পৃষ্ঠা মাত্র বিদ্যমান। অবশিষ্টাংশ অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে লিপিকরের নাম-ধাম বা সন-তারিখ কিছুই নাই।

পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে, ইহা মুসলমান কবিকুলচূড়ামণির মধ্যে অন্যতম কবি দৌলৎ কাজির রচিত। রোসাঙ্গ বা আরাকান-রাজার লস্কর উজীর আসরফ খাঁর আদেশে কবিবর ইহা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থের অর্দ্ধাংশ পরিসমাপ্ত হইলে তাঁহার ইহলীলার অবসান হয়। তারপর পুথিখানিও বহুদিন অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। কয়েক বৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল উহার উত্তরভাগ রচনা করিয়া দেন। মুসলমান-সমাজে আজও এই পুথি বিশেষ আদরের জিনিষ এবং নিত্য পঠিত ও গীত হইয়া থাকে।

৫১৮। নামহীন পুথি।

এই পুথিখানির আদ্যন্ত সকলই আছে, কিন্তু কোন নাম জানা যাইতেছে না। ঠিক এই ভাবের ও বিষয়ের আর একখানি প্রাচীন পুথি আমার নিকট আছে। তাহার নাম "সাহাদৌলা পীরের পুথি।" শেষোক্ত পুথিখানির ভণিতায় "তত্ত্বহীন চান্দের" নাম পাওয়া যায়। সমালোচ্য পুথিতে দেখা যাইতেছে, স্বীয় পীরের নিকট কোন "তত্ত্বহীন সেবকে" প্রশ্ন জিজ্ঞাসাচ্ছলে তত্ত্বোপদেশ লাভ করিতেছেন। আজ উভয় পুথি নিকটে না থাকায় দুই পুথি অভিন্ন কি না, মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না।

ইহা একখানি মুসলমানী দরবেশী গ্রন্থ। মধ্যে মধ্যে অনেক ভাল তত্ত্বকথা আছে। নিম্নোদ্ধৃত অংশে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বিচ মিল্লা হের হেমানের হিম ।৪৪॥
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
ছায়া নাহি কাএয়া নাহি শুন্যের মাঝার॥

* * * *
* * * *

জনম নাহিক তান নাহিক মরণ।
আথেরে তাহান পদে হইবা তরন॥

* * * *
* * * *

সকল বন্দিলুম মুঞি করিয়া জতন।
কাএ মনে বন্দম নিজ মুরসিদ চরণ॥

* * * *
* * * *

পরগণে পাইটকরা*স্থানে গোঞাঅএ সাল
তালিপ তলপ শিষ্য পণ্ডিত বিশাল॥
পির ফকির পাএ তালিপ হইয়া।
কহিতে লাগিল শিষ্যে একিদা পুরিয়া॥
তোহ্মার চরণে পীর বিকাইল আহ্মি।
ভব তরিবারে জ্ঞান মোরে দেয় তোহ্মি॥

তৃতীয় পত্র হইতে ;—

উজানে উজাএ নৌকা লাহুতেত থানা।
আহন জায়ন করে শূন্যে অরে মনা॥
অজপা পরম জপা জপ পঞ্চ ভাই।
জেই নামে প্রভু তুষ্ট তিন গুণে পাই॥

শেষ ;—

সরিলভিতরে জান আত্তমা(আত্মা)হএ রাজা।
আর জথ কিছু থাকে সব জান প্রজা॥
তন মন জথ জান রায়ত সকল।
সরিলের মধ্যে জান উজির আক্কল॥
খেয়া তাত কোতোয়াল করে হুসিআর।
কাজি ফিকিরবন্দে করএ বিচার॥
যুবা সাহেব জান বিলাতের মন। (?)
বান্দিয়া রাখিয় ভাই করিআ জতন॥
কুমারে বোলএ মুঞি বিনএ মাগিলুম।
পুস্তকেতে জে য়াছিল দেখিয়া লেখিলুম॥
এহাতে মুমিন সবে না করিবা রোস।
পরনিন্দা চর্চ্চা কৈলে আপনার দোস॥
মুমিনে করিব কর্ম্ম আপনা সকতি।
নিতি কর্ম্ম কৈলে ভাই ঘটিবেক নিতি॥
পুস্তক লেখিল আহ্মি না জানি কিছু সন্ধি।
রিজিগের লাগি আহ্মি বিদেসেত বন্দি॥
বিদেসে রহিএ আহ্মি তারে নাহি ডর।
প্রভুর চরন বিনে ভরসা নাহি মোর॥
তোহ্মি হেন গুননিধি জানে সর্ব্বজন।
আহ্মিত লইল আজি তোহ্মার সরন॥
তোহ্মার চরন জদি পাম দরসন।
রেণু হই থাকিবাম তোহ্মার চরন॥
মুঞিত হিনের হিন রহিলুম প্রবাস।
তোহ্মার দ্রসন হেতু বড় হাবিলাস॥
তোহ্মি জদি আহ্মা প্রতি না কৈলে আদর।
আথেরে আল্লার আগে কি দিমু উত্তর॥

* সম্ভবতঃ 'ময়নামতী পুথি' প্রবন্ধোক্ত পাটীকারা ও পাইটকরা একই স্থান।

ইতি পুস্তক সমাপ্ত জথা দিষ্টং তথা লিখিতং স্ব অক্ষর মিদং শ্রীমাহাম্মদ আনিচ ওলদে শ্রীআলি মহাম্মদ চৌধুরী সাকিন পরগনে খণ্ডল মৌজে উত্তর গুথুমা সন ১২১৪ বাঙ্গালা সন ১২১৭ ত্রিপুরা তারিখ ২০ ভাদ্র চান্দরজ্জব তারিখ ১ রোজ মুক্রবার এহি পুস্তকের মালিক শ্রীহাসিম মল্ল ওলদে শ্রীএমন গাজী সাং তথা ॥

ক্ষুদ্র পুথি। পৃষ্ঠ-সংখ্যা—৪৮; উভয় পৃষ্ঠে লেখা। লিপিকরের লেখাগুলি বড় সুন্দর, কিন্তু শব্দ-বিভাগ না থাকায় পড়িতে একটু কষ্ট হয়।

৫১৯। নূরফরামিসনামা।

প্রাচীন মুসলমানী শাস্ত্র-গ্রন্থ। ইহাতে আদম-সৃষ্টির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অনেক অবান্তর শাস্ত্রীয় কথা আছে। প্রাচীন কালে গ্রন্থ-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ধর্ম্ম-চর্চ্চা। সে কালের যে কোন গ্রন্থ দ্বারাই এ কথা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। ইহার প্রারম্ভ এইরূপ;—

১/৭ বিচমিল্লা হের হমানির হিম ॥
আল্লাহ রছুল পীর ও মুরসিদ।
প্রথমে আল্লার নাম করিএ স্মোরন।
জাহার হুকুমে হৈল সংসার পত্তন ॥
এক সত চতুরদস কিতাব য়াছিল।
প্রথমেতে নুর নবি করি প্রচারিল ॥
একদিন সভামধ্যে নির্জনে বসিয়া।
পুণ্য পরস্তাবকথা সুনাইল পড়িয়া ॥
তা সুনিয়া সবে মিলি হরসিত হইল।
কহিলা কিতাব বাণী নিশ্চএ জানিল ॥
কিতাব অব্যাস নাহি পড়িতে না পারি।
নিসি দিসি পড়ি সুনি মনে শ্রধা করি ॥
বুদ্ধি ক্রেমে তোহ্মা কৃপা জদি থাকে মনে।
বাঙ্গালা ভাসে রচি দেয় পড়ি সর্ব্বজনে ॥
তা সুনিয়া নবিবরে কহিলেক পুনি।
হাসিবেক সর্ব্বজনে পড়ি সুনি জানি ॥
সবে মিলি সভুদিয়া লাগীলা কহিতে।
জে হৌক সে হৌক জান পুণ্যভাব চিত্তে ॥
তা সব বচন সুনি নবি মহাসএ।
আবদুল করিম স্থানে হুকুম করএ ॥
ফারসি ভাসেত পুনি না বুজে কারণ।
বাঙ্গালা ভাসাতে তোহ্মি করহ রচন ॥
আবদুল করিমে সুনি মনেত ভাবিয়া।
বাঙ্গালা ভাসেত রচে প্রভু প্রণামিয়া ॥

সে কালের গ্রন্থরচয়িতারা স্বীয় গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের জন্য কতরূপ মিথ্যা বুজরুকির ভান করিতেন, প্রাগুদ্ধৃত অংশ তাহার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোথায় ইসলাম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ, আর কোথায় বাঙ্গালা ভাষা এবং বঙ্গভাষাভাষী এই লেখক! দেশকালের ব্যবধান পরিজ্ঞাত থাকিলে এই সরলচিত্ত লেখক কখনই এরূপ অনৃতবাদে আপন লেখনী কলঙ্কিত করিতেন না।

পুথির শেষ এইরূপ;—

তবে তার গর্ব্বেত জে সন্তান হইল।
চল্লিস দিনে ছাওয়ালের আকার হইল ॥
আকার মধ্যেত প্রভু দিলা জে ইকার।
ইকার সম্বরি তাত দিলেক ঐকার ॥
ঐকার সম্বরি প্রভু দিলেক ঔকার।
ঔকার সম্বরি দিলা জে ওকার ॥
এহার হুঙ্কারে কৈল অংসহ ইকার।
অংস হুঙ্কার সমর্পিলা ম্ববকার (?) ॥
নুর ফরামিস নামা সমাপ্ত জে এহি।
আবস্ত হইব পুণ্য পড়ে সুনে জেই ॥
আবদুল করিমে কহে পুণ্যভাবে আসা।
এথা ওথা দুই কুলে প্রভু সে ভরসা ॥

ইতি নুর ফরামিসনামা পুস্তক সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১২২১ ত্রিপুরা যুঐক্ষর মিদং শ্রীমাহাম্মদ আনিচ ওলদে আলি মাহাম্মদ চৌধুরি

সাকিম পরগনে খণ্ডল মৌজে উত্তর গুথুমা জথা দিষ্টং তথা লিখীতং এহি পস্তকের মালিক শ্রীমাহাম্মদ হাসিম মল্লা ওলদে সএখ এমন গাজী (সেখ এমন গাজী) সাকীম উত্তর গুথুমা ॥

ক্ষুদ্র পুথি। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৭ ; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

এই পুথির শেষ পত্রে (৩৮ পৃষ্ঠায়) অপর একখানি পুথির কিয়দংশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাতে "চন্দ্র নিরক্ষণ" আরম্ভ হইয়া ৪০শ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত চলিয়াছে। তার পর সেই পুথির কি হইয়াছে, জানিবার উপায় নাই।

উক্ত পত্রের পরে অপর একখানি পুথির ২৩শ হইতে ৩২শ পত্র পর্য্যন্ত গ্রথিত আছে। এই দুইখানি যে বিভিন্ন পুথি, তাহা হাতের লেখা দেখিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। শেষোক্ত পুথিখানির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৫২০। নুরনামা।

ক্ষুদ্র মুসলমানী পুথি। ১ হইতে ২২ পত্রগুলি নাই। যে পত্রগুলি আছে, তাহাতে "নুরনামা কেতাবের" মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। 'নুরনামা কেতাব' পাঠের ফলাফল বর্ণনা করিতে যাইয়া ভক্ত লেখক এই কয়টি পত্রের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। আরম্ভে যে পত্রগুলি নাই, তাহাতে উক্ত কেতাবের মাহাত্ম্য প্রকটিত ছিল কি না, কেমনে বলিব ? যাহা হউক, এই খণ্ডিত পুথির প্রারম্ভ এরূপ ;—

* * * *

সেই গৃহমধ্যে রাখী আছন্ত ইমাম ॥
একদিন মোহাসএ সহরিস মন।
দেখিতে কিতাবখানা করিলা গমন ॥
জথেক কিতাব মধ্যে কিতাব অনুপাম।
পাইলেক নুরনামা কিতাব প্রধান ॥
কিতাব পড়িয়া বহু হরিস ইমাম।
মনেতে ভাবএ এহি বাক্য অনুপাম ॥
সুলুতান মোহাম্মদ স্থানে এ কিতাব।
ভেটিবারে জোক্ত হএ আস্ত প্রস্থাব ॥
কিতাব সহিতে তথা করিলা গমন।
সুলুতান মোহাম্মদ সুনি এ বচন ॥
কিতাবের মান্য মনে ধরি বহুতর।
সসৈন্য সহিতে আশু বাড়িলা সত্বর ॥

* * * *
* * * *

এহি সব সৈন্য সঙ্গে করি ছুলতান।
একাদস দিবস পন্থ হইল আগুয়ান ॥
তথা জদি পন্থে গিয়া পাইলা কিতাব।
হরিস হইলা পড়ি আস্ত পরস্থাব ॥

পুথির শেষ ;—

পৃতিবিত এহি সুখ সম্পদ সহিত।
সজিবে রহিতে কেন নারে কদাচিত ॥
পৃতিবির ধন নহে ধন কদাচন।
পুণ্য ধর্ম্ম মোহানিধি পরিণাম ধন ॥

ভণিতা ;—

আবদুল হাকিম সাহা রজ্জাক তনএ।
প্রভু আগে মাগে করি সহস্র বিনএ ॥
আএ প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিধন।
মোহাম্মদ রছুলের প্রভাব কারণ ॥
প্রলয়ের কালে রোজ হিসাব সমএ।
লজ্জিত না কর মোরে প্রভু দয়ামএ ॥
মুঞি হিন কিবা জথ নবির উম্মত।
তোহ্মা নিজ কৃপাএ পুরাও মনুরথ ॥

* * * *
* * * *

রছুলের বংশ ইতি প্রভাব কারণ।
সদাএ রাখিব মন মুছমিন গণ।
পাচ তন পাক জান রছুলের গণ।
সেই মনে রাখ জথ পাতকির মন ॥

মনেত এহেন শ্রধা জন্মাএ সঘন।
স্বরনামা পড়িয়া সমাপ্ত হৈল মন॥

* * * *
* * * *

ইতি স্বরনামা পুস্তক সমাপ্ত। সন ১২১৪ বাঙ্গালা সন ১২১৭ ত্রিপুরা তারিখ ৮ মাহে ভাদ্র।

৩২শ পত্রে পুথি শেষ। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। লিপিকারকের নাম নাই। তবে অক্ষর দৃষ্টে বোধ হয়, প্রাগুক্ত পুথিগুলির লেখক মোহাম্মদ আনিচ ইহারও লেখক।

৫২১। বাজে কবিতার পুথি।

এই পুথির কোন নাম নাই। ইহা নানা রকম বাজে কবিতা ও শ্লোকের পুথি। ইহাতে জ্ঞান-চৌতিশা, নারী লোকের চিহ্ন, সরস্বতী-অষ্টক, নহছের বয়ান, নারী-লোকের হায়েজের বয়ান, লাল টুকটুক শ্লোক, খঞ্জন-বর্ণন, শীত-বসন্ত উপাখ্যান (অসম্পূর্ণ) এবং চাণক্য প্রভৃতির অনেক-গুলি শ্লোক লিখিত আছে। লেখকের মূর্খতাবশতঃ অনেক শ্লোকের পাঠবিকৃতি ঘটায় স্থানে স্থানে অর্থবোধ দুর্ঘট হইয়াছে।

উপরে কথিত প্রায় সকল সন্দর্ভেরই পরিচয় আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত পুথির বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে দুই একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

১। পক্ষী হেন নাম ধরে অম্বরের বৈরী।
ঝাড়িলে সে নাহি পড়ে এই দুঃখে মরি॥
কহে হীন আবঝলে প্রাণের তনয়।
একে একে বাছিলে সে পরিত্রাণ হয়॥

২। কালী হেন নাম ধরে নহে কাল-সর্প।
কালীএ ডংশিলে (তার) হরে বলদর্প॥
কালিকার রূপ হৈয়া করয় সংহার।
কালীগুণে বান্ধিয়াছে সয়াল সংসার॥
ঘনশ্যামনাথ কহে কালী অঙ্গ সার।
যে না চিনে কালীর অঙ্ক সেহ অন্ধকার॥

৩। দিবসেতে বৃদ্ধ যুবা হয় একবার।
মনুষ্যে ভক্ষণ করে চক্ষু নাহি তার॥
সেই তার জননীর আত্ম নাব রতি (বতী?)।
ত্রিপুরারি নাম ধরে তার নিজ পতি॥
কহে আলী মোহাম্মদে শিকারের সন্ধি।
মূর্খে বুঝিব থাক পণ্ডিত হয় বন্দী॥

৪। চক্ষু বদন আছে নাহি তার দন্ত।
সপ্ত শরীর আছে নাহি তার অন্ত॥
পূর্ব্বে মনুষ্য খাইত অখন নহি খায়।
কহে আলী মোহাম্মদে বুঝহ সভায়॥

৫। পত্র যার খড়্গাধার খরতর প্রায়।
গোটা যার রক্তবর্ণ চক্ষু সর্ব্ব গায়॥
এক বৃক্ষ হোতে যার আর বৃক্ষ মাতে।
কহয় বল্লভদাসে বুঝহ সভাতে॥

৬। নাম তার বিষধর দন্ত বহুতর।
বিজয় করিতে গেল বিজয়া নগর॥
বিজয়া নগরে গিয়া ভাঙ্গে বিজুবন।
দন্তে ধরি আনে পশু না লয় জীবন॥

৭। দেখিয়া সুন্দর ফল দেবগণ ভোলা।
মায়ের গর্ভে জন্ম তার অযোনিসম্ভবা॥
মায়ের গর্ভে থাকে সে মায়ের মাংস খায়।
ভূমিতে পড়িয়া সে ছয় ঠেঙ্গে গড়ায়॥

৮। এক যুবতী গর্ভবতী রমণ বিনে বাঁচে না।
আপন পতি ঘরে নাই উপপতি গছে না॥
একের পেটে আনের জন্ম এ কি বিষম দায়।
শিষ্যের পেটে গুরুর জন্ম ভাবে দেখা যায়॥

৯। বাটীর মধ্যে স্থিতি করে, মাথায় মুকুট ধরে,
কথেক প্রাণী বন্দী করে তাতে।
তাহার এমনি গুণ, লোকের আহার করে খুন,
শুনিতে লাগয়ে চমৎকার।
ষষ্ঠিচরণ দাসে কহে, এই কথাটুক মিথ্যা নহে,
যথার্থ লোকের ব্যবহার॥

"লিক্ষ্যাতি শ্রীষষ্টিচরণ দে সাং শাকপুরা * * ইতি শন ১২৩৯ মঘী তাং ১৭

আধীন।" পূর্ব্বোদ্ধৃত নবম শ্লোকের রচয়িতা সম্ভবতঃ এই ব্যক্তিই হইবেন। প্রাগুদ্ধৃত শ্লোকগুলি বস্তুতঃ শ্লোক নহে,—উহাদিগকে হেঁয়ালী বলিলেই ঠিক হয়। এই দেশে হেঁয়ালীকে "বুড়ন" বলা হয়।

৫২২। সত্যনারায়ণ-পাঁচালী।

এই পুথিখানি কমলা-তন্ত্রের সংস্কৃত ভাষার সত্যনারায়ণ-ব্রত-কথার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক কবি ইহার রচয়িতা। ইহার প্রারম্ভে "ওঁ নমঃ কক্ষধারিণ্যৈ" এবং সর্ব্বশেষে—

"নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং ব্রহ্মাদিসুরপূজিতম্।
যত্নেনাপি কৃতঞ্চেদং জনার্দ্দনদেবশর্ম্মণা॥"

এই শ্লোকটি লেখা আছে। অনুমান, সন ১১৫০ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি উপবিভাগের অন্তর্গত ভরতপুর থানার অধীন আলুগ্রাম নামক গ্রামে রাঘবেন্দ্র বিদ্যাভরণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র এবং বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্যের পৌত্র কবি জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গ্রামে প্রবাদ আছে যে, বর্গীর হাঙ্গামার সময় জনার্দ্দনের মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে তদীয় পিতা গর্ভবতী পত্নীকে কোন জঙ্গলে লুকায়িত রাখেন। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বপ্রতিষ্ঠিত ৺লক্ষ্মী-জনার্দ্দন বিগ্রহের সেবার্চ্চনাদির অসুবিধা হইবার ভয়ে বাটী হইতে পলায়ন করিতে পারেন নাই। বর্গীর দল আলুগ্রামে আগমন করিয়া গ্রামবাসীর প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে এবং অনেক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। বৃদ্ধ বিদ্যাভরণ ঠাকুরও সেই সঙ্গে বন্দীকৃত হন। কখন্ কি হয় ভাবিয়া বন্দী হইবার পূর্ব্বে তিনি বিগ্রহটি নামাবলীখণ্ডে জড়াইয়া গলদেশে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁকে ও অন্যান্য বন্দীদিগকে লইয়া বর্গীর দল গ্রাম হইতে চলিয়া যায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামেরও অনেককে বন্দী করে। শেষে কাটোয়া যাইবার রাস্তায় কোন স্থানে সকল বন্দীকে রাস্তার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাখিয়া নিষ্ঠুর বর্গীদিগের দুই জন অশ্বারোহী সুতীক্ষ্ণ তরবারি-হস্তে দুই দিকে তরবারির চোট দিতে দিতে চলিয়া যায়। তরবারির আঘাত বন্দীদিগের কাহারও গলদেশে, কাহারও মস্তকে, কাহারও বা হস্তে পড়িতে থাকে। তাহাতে কেহ ক্ষত, কেহ আহত এবং কেহ বা অব্যাহত রহিয়া যায়। বৃদ্ধ বিদ্যাভরণ ঠাকুর যখন এই শ্রেণীবদ্ধ বন্দিগণমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সেই বিপদের সময় প্রচ্ছন্নভাবে মধুসূদন-নাম জপ করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ঐ শালগ্রাম শিলার সেবা-পূজার কোন বন্দোবস্ত রহিল না, এই চিন্তাই তখন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী হয়। ঐ সময় অশ্বারূঢ় ঘাতক বন্দি-দলকে কদলী-তরুর ন্যায় ছেদন করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দিকে তরবারি চালনা করে। অন্যান্য বন্দীর ন্যায় বিদ্যাভরণ ঠাকুরেরও হস্তদ্বয় রজ্জুবদ্ধ ছিল। তিনি মাথা বাঁচাইবার জন্য দুই হস্ত উত্তোলন করিলে তরবারির আঘাতে তাঁহার হস্তসংলগ্ন রজ্জু কাটিয়া পড়িল। বৃদ্ধ এই অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনায় "জয় জনার্দ্দন" বলিয়া অন্যান্য আহতগণের ন্যায় পথিপার্শ্বে পতিত হইলেন। পরদিন বর্গীরা ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিলে তিনি সেখান হইতে উঠিয়া গৃহে আসিয়াই শুনিলেন যে, যে মুহূর্ত্তে ভগবান্ তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শুভ মুহূর্ত্তেই তাঁহার পুত্রবধূ একটি সর্ব্ব-

সুলক্ষণযুক্ত পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছেন। তখনই তিনি এই পৌত্রের "জনার্দ্দন" নাম রক্ষা করেন। বাল্যে জনার্দ্দন বিদ্যাভরণ ঠাকুরের টোলেই অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তাঁহার পরলোক-গমনের পর যখন তাঁহার পিতা টোলের ভার প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পিতার নিকটেই অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তখন সকল পুথিই হাতে লিখিয়া পড়িতে হইত। জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য স্বহস্তে যে কত পুথি লিখিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও ৩০।৪০ খানি পুথি দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল পুথি খুলিলে সদ্যোলিখিত বলিয়াই বোধ হয়। হস্তাক্ষর যেন মুক্তাপাঁতি!

প্রাচীন কালের কালী-প্রস্তুত-প্রণালীর কবিতাটি আজও শুনিতে পাওয়া যায়,—

তিন ত্রিফলা, শিমুল ছালা,
ছাগদুগ্ধে দিয়ে তেলা।
লোহা দিয়ে লাহাই ঘসি,
মসী বলে অকাট বসি।

সেই প্রণালীর প্রস্তুত কালীতে কঞ্চির কলমে তালপত্রে লিখিত দুই শত আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন অক্ষরগুলির ঔজ্জ্বল্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্যের নিজের লিখিত সকল পুথির প্রারম্ভেই "ওঁ নমো গর্ভ-ধারিণ্যৈ" বা "জনন্যৈ নমঃ" এরূপ লেখা আছে। আলোচ্যমান পুথিখানি "সন ১১৭০ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ দিবা দশ দণ্ড-মধ্যে সমাপ্ত"। এই পুথিতে তাঁহার মাতৃ-ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়; যথা,—

"জননীর পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় দ্বিজ জনার্দ্দন।"

"মনে করি অভিলাষ, দশ দিন দশ মাস,
জিহো মোরে ধরিলা উদরে।
শাস্ত্রেতে নাহিক জ্ঞান, কত হব সাবধান,
সেই পদ বন্দি সহস্রারে॥"

তাঁহার স্বরচিত আর কোন পুস্তক আছে কি না, জানা যায় নাই, কিন্তু তাঁহার বাটীতে প্রাচীন তালপত্রে লিখিত জীর্ণ পুথি অনেক আছে; সেগুলি খুঁজিলে তদ্রচিত অপর কোন পুথি মিলিতেও পারে।

জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য শুদ্ধাচারী, মানসিক বলসম্পন্ন শক্তিসাধক ছিলেন ও নানা তীর্থস্থানে জপ-যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কবির স্বসম্পর্কীয়া ভুবন ঠাকুরাণীর মুখে শুনা গিয়াছে, কার্ত্তিকেয় ভট্টাচার্য্য নামে তাঁহার এক সহোদর ছিলেন। দুই ভ্রাতায় নদীতীরে বসিয়া গভীর রাত্রিতে জপ করিতেন। এক দিন কবিকে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় কার্ত্তিকেয় বাটীতে আনয়ন করেন। তাহার অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমনাই গ্রামের গাঙ্গুলীবংশীয়া রূপমণি দেবীর সহিত জনার্দ্দনের বিবাহ হয়। তিনি কবির মৃত্যুকালে গর্ভবতী থাকায় সহমৃতা হইতে পারেন নাই। এই গর্ভে তাঁহার এক কন্যা জন্মে। তৎপূর্ব্বে তাঁহার আর একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। দ্বিতীয়া কন্যার কনিষ্ঠ সন্তান ৺লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা শ্রাবণ তিনি দেহত্যাগ করেন। কবির দ্বিতীয়া কন্যার বংশধরেরা এক্ষণে উক্ত ৺জনার্দ্দন শিলার সেবাইত।"

কবি জনার্দ্দনের বিবরণ ১৩১৭ সালের ৩১শে ভাদ্রের "এডুকেশন গেজেট" হইতে সঙ্কলিত হইল।

৫২৩। মধুমালতী।

ইহা একখানি উপাখ্যান-গ্রন্থ, তাহা নামেই সূচিত হইতেছে। ফুল্‌স্কেপ কাগজের এক-চতুর্থ অংশ আকারের কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। মোট পত্র-সংখ্যা ৭৪ মাত্র।

আরম্ভ ;—

ত্রিপদী।

গণেস দিনেস শেষ, সিব সক্তি হৃসিকেস,
বন্দোহ সুরেশ ষড়ানন।
গ্রহ গুরু দিকপাল, চিত্র চিত্রগুপ্ত কাল,
মনু বসু আদি দেবগণ॥

শেষ ;—

রাজা রাণী আনন্দিত পুত্র ভাগ্যবান।
ইত্যাবধি গ্রন্থ মধুমালতি আখ্যান॥
পিরিতি বর্ণন গ্রন্থ হৈল সমাপন।
সুনিলে রসিক জনের রসে ডুবে মন॥
হরিধ্বনি করহ সকলে কবি গাএ।
ভাবিআ গোবিন্দপদ গ্রন্থ হৈল সায়॥
মৈত্র পৃষ্ঠে রিতু নেত্র সক নিরুপণ।
প্রথম নিদাগ মাসে নেত্র নিরুপণ॥
সনৈশ্চর বাসর বেলা দ্বিপ্রহর।
সাঙ্গ হৈল আখ্যান মালতী মনোহর॥
স্বয়ক্ষর গোপীনাথ চট্টগ্রাম স্থান।
তার অন্তঃপাতী গ্রাম হাওলা প্রধান॥
সেই জন্মভোম বাস চিরকাল বাস।
দৈবের কারণে মম কারাগারে বাস॥

প্রাগুদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায়, এই পুথি ১২৬৩ শকের বৈশাখ মাসের ৩রা তারিখ শনিবার দ্বিপ্রহরে সমাপ্ত হয়। ইহা রচয়িতার নিজ হস্তের লেখা। পুথির বহিঃপৃষ্ঠে লিখিত আছে,—কবির নিবাস চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাওলা প্রকাশ পোপাদিয়া গ্রামে। হাওলা একটা চাকলার নাম। পূর্ব্বে এখানে একটি মুনসেফী ছিল। তাহা এখন পটিয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

পুথির শেষে লিপিকালের উল্লেখ নাই। উহার সঙ্গে কবির স্বহস্ত-লিখিত "কামিনী-কুমার" নামক আর একখানি গ্রন্থ সংযোজিত রহিয়াছে। তাহার শেষাংশে লিপিবদ্ধ আছে ;—

কৃষ্ণপক্ষ আষাড়ের পঞ্চদশ দিনে।
শুভদিন সপ্তমী অমৃতজোগ ক্ষণে॥
পদবন্ধে গোপীনাথদাস বিরচয়।
চন্দ্র সিন্ধু সড়ভুজ সকের সময়॥
চন্দ্র জোগ বিন্দু নেত্র ক্রমে অঙ্ক দিয়া।
মগদ সনের অঙ্কে চায় বিচারিয়া॥
চন্দ্র বসু বেদ চন্দ্র ক্রমাগত দিয়ে।
ম্লেচ্ছ সনের অঙ্ক পাইবে গণিয়ে॥
চন্দ্র জোগ্ম বেদ সিন্ধু অঙ্ক নিরুপণ।
ভাবিয়ে বাঙ্গালা সন করিবে সোধন॥

ইহা সম্ভবতঃ পুথির প্রতিলিপির তারিখ। কারণ, "কামিনীকুমার" এই গোপীনাথদাসের রচনা নহে। কালীকৃষ্ণ দাস নামক জনৈক কবিই উহার রচয়িতা। উহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। সমালোচ্য পুথিখানি আমাদের সুচক্রদণ্ডী-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন নাজির মহাশয়ের নিকট আছে।

৫২৪। চণ্ডিকা-মঙ্গল।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র প্রাচীন পুথি। অশীতি বৎসর পূর্ব্বে ভৈরবচন্দ্র রক্ষিত নামক জনৈক কবি কর্ত্তৃক ইহা বিরচিত হয়। তাঁহার নিবাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত জোয়ারা গ্রামে। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কায়স্থ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পারস্ত ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। কিছুদিন সুখ্যাতির সহিত ওকালতী করিয়া তিনি মুনসেফী-পদ গ্রহণ করেন। তিনি অনেকগুলি কবিতা রচনা

করিয়াছিলেন ; কিন্তু এখন সে সকল পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার অপর নাম রাধাচরণ রক্ষিত। আজও তিনি সর্ব্বত্র রাধাচরণ মুনসেফ নামে বিখ্যাত। গ্রন্থের সর্ব্বত্র কিন্তু ভৈরবদাস বা রক্ষিত নামেই ভণিতি দেওয়া হইয়াছে।

গণেশাদি দেবগণে করিয়া প্রণতি।
বন্দি পিতা মাতা গুরু যে আছেন ক্ষিতি॥
সাধুর চরণে এই মাগি উপহার (?)।
অশুদ্ধ দেখিলে দোষ ক্ষমিবে আমার॥
অল্পবুদ্ধি হীন জন জ্ঞান অতি হ্রাস।
চণ্ডিকা-মঙ্গল চাহি করিতে প্রকাশ॥

দেবীর প্রভাব শুন কহি যে সকল।
ভৈরব রক্ষিত রচে চণ্ডিকা-মঙ্গল।

শেষ ;—

বৈশ্য আর রাজাকে করিয়া বরদান।
জগত-ঈশ্বরী তবে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
সুরথ হইল মনু ভুবনমণ্ডল।
কাঙ্গাল ভৈরব রচে চণ্ডিকা-মঙ্গল॥
এই বর চাহি মা গো জগতের আই।
অন্তকালে দিও মাগো শ্রীচরণে ঠাঁই॥
গুপ্ত ভৈরব নামে নহি পরিচিত।
প্রকাশ্য শ্রীরাধাচরণ পদ্ধতি রক্ষিত॥
ভরদ্বাজ গোত্র মম ত্রিপ্রবর ইতি।
জোয়ারা গ্রামেতে হয় দীনের বসতি॥
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্য সমাপ্ত।

সম্প্রতি গ্রন্থখানি কবির পৌত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। তদবলম্বনেই এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

৫২৫। ফক্রুরনামা।

ইহা একখানি মুসলমানী পুথি। কিন্তু ইহার শেষ পত্র ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়াদি কি ছিল, জানিবার উপায় নাই। কবি সেরবাজের ভণিতা আছে। কাগজ একবারে জীর্ণশীর্ণ। নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

বন্দা হএ বোকরি রিজিক হএ দরি।
জথাত রিজিক আছে লই জাএ ধরি॥
জাহার আছিল দেখ ত্রিণত সয়ন।
সে জনে জায়ন্ত নিদ্রা সোবর্ণ আসন॥
জাহার আছিল জান ভাঙ্গা গ্রিহ ঘর।
সে জন বসিল জান ধরাহর পর॥
জাহার আছিল জান (দরিদ্র) ভোজন।
নিতি প্রতি মধু মিষ্টা করএ ভোক্ষণ॥
ললাটের লেখা কভু ন জাএ মিঠন।
দেখহ আবদুল্লা হইল রুমের রাজন॥
হিন সেরবাজে কহে সুন নরগণ।
জেবা পরে জেবা সুনে বিহিস্তে গমন॥
জথ গুরু জন আর জথ বুধ নরগণ।
সহস্র প্রণাম করি সে (সব) চরণ॥

"ইতি ফক্রুরনামা পোস্তক সমাপ্তত ইতি সন ১১৩৮ সন তারিখ ২৬ চৈত্র রোজ বুধর বার।" শেষ পত্রাঙ্ক—৩৪। এই পত্রের অপর পৃষ্ঠে একটি বৈষ্ণব পদ লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। লিপিকরের নাম-ধাম নাই।

৫২৬। নিত্যানন্দ-পটল।

ইতিপূর্ব্বে 'প্রণালিকা' নামক পুথির (৩৬৫ নং পুথির) বিবরণে এই পুথির নামোল্লেখ করিয়াছিলাম। 'প্রণালিকা' ও ইহা বিভিন্ন পুথি কি না, জানি না। ৪ হইতে

৬ পাত মাত্র বর্ত্তমান। প্রতি পত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে 'নিত্যানন্দ-পটল' বলিয়া লিখিত দেখা যায়। ইহার ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা। প্রথমাংশে সংস্কৃত ও শেষাংশে বাঙ্গালা গদ্য। চতুর্থ পত্রের আরম্ভ এইরূপ ;—

"এতৎ পুনরাচমনীয়ং। এতৎ কর্পূর-বাসিততাম্বূলং এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ততো মূলমন্ত্রং অষ্টোত্তরশতবারং জপন্ জপং সমর্পয়েৎ শ্রীকৃষ্ণদক্ষিণহস্তে॥" ইত্যাদি।

হস্তলিপি আধুনিক। লিপিকরের নাম-ধাম নাই। শেষাংশের নমুনা 'প্রণালিকা'র বিবরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে পুনরুদ্ধৃতি অনাবশ্যক।

৫২৭। পদ্মাবতী বদিয়ুজ্জামালের রূপ-বর্ণনা।

মুসলমান মহাকবি সৈয়দ আলাওল-রচিত "পদ্মাবতী" ও "সয়ফল মুল্লুক বদি-য়ুজ্জামাল" পুথিতে পদ্মাবতী ও বদিয়ুজ্জা-মালের "রূপ বাখান" নামে এক একটি অধ্যায় আছে। বলা বাহুল্য, তাহাতে গ্রন্থদ্বয়ের নায়িকা পদ্মাবতী ও বদিয়ুজ্জা-মালের রূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। রূপ-বর্ণনা সাধারণতঃ কঠিন ভাষায় হইয়া থাকে। এই সব "রূপবাখানে" অন্যান্য কবির মত আলাওলও যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ অংশ সকল সাধারণ মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত আদরণীয়। তাহাদের মেলা-মজলিসে 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি পুথিগুলি গীত হইয়া থাকে। দুই একজন গায়ক বিবিধ রাগ-রাগিণীর ঝঙ্কারের সহিত বিবিধ ধুয়া ধরিয়া সমস্বরে পুথি পাঠ করিতে থাকে আর পণ্ডিত নামধারী ব্যক্তি পঠিত অংশের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া থাকেন। এক সময়ে চট্টগ্রামে এই "পুথি পড়ার" বিশেষ আদর ছিল। অধুনা জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দ্দোষ আমোদ-প্রবণতা লোকসমাজে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। অদূর-ভবিষ্যতে ইহা স্বপ্নের কাহিনীতে পরিণত হইতে পারে।

সমালোচ্য পুথিখানিতে পদ্মাবতী ও বদিয়ুজ্জামালের রূপবর্ণনার ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ সকল লিখিত হইয়াছে। লিপিকরের নাম-ধাম ও লেখার তারিখাদি নাই। প্রাচীন তুলট কাগজ বটে, কিন্তু বড় বেশী দিন পূর্ব্বের লেখা নহে। রয়াল আট পেজী আকারের কাগজ—উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। প্রথম পৃষ্ঠা নাই। শেষ পৃষ্ঠসংখ্যা—৪৪। উনবিংশ পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা শেষ। তারপর বদিয়ুজ্জামালের রূপ-বর্ণনার আরম্ভ। উহার শেষ পর্য্যন্ত নাই। "পদ্মাবতীর রূপ-বর্ণনা" হইতে একটু নমুনা দিতেছি :—

জর্ম্মান্তর বাঞ্চা সিদ্ধি হৈতে সহসাত।
ত্রিভিনি উপরে জেন ধরিছে করাত॥

ব্যাখ্যা ;—জর্ম্ম চোয়া পৈর্জ্জান্ত য়াশা সিদ্ধি হওয়ার কারণ অবিলম্বে এক জাগার নাম তাহাতে এক খরগ সৈন্যে (শূন্যে) য়াছে সেই খরগের নিচে হিন্দুরা বত (বধ) করে। জেমত সেই খরগ এইখানে ধরিয়াছে।

আর বেশী উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। আলাওলের পাণ্ডিত্যের কি চমৎকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা এই দুই ছত্র হইতেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। পণ্ডিত-গণের মুখে এই ভাবের ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বাহবার উচ্চ রোল পড়িয়া যায়! পাণ্ডিত্যের দৌড় দেখিয়া অনেকে আবার বিস্ময়ে হা করিয়া থাকে।

৫২৮। রামচন্দ্র-বারমাস।

ক্ষুদ্র নিবন্ধ। পদসংখ্যা—৩৪। লিপিকরের নাম বা লিপিকাল উল্লিখিত নাই। প্রাচীন দেশীয় কাগজ,—বড় বেশী দিনের লেখা নহে।

হাহা পুত্র রামচন্দ্র কমললোচন।
আর নি দেখিব মাএ এই চন্দ্রবদন॥
মাঘ মাসেত রাম গেলা বনবাস।
সেই ধরি অভাগী মাএ ছাড়ে গৃহবাস॥
দিনে২ খীন তনু পাঞ্জর সুখাএ।
রামের লাগিআ মাএ বর দুক্ষ্য পাএ॥
কান্দএ কুসল্যা মাএ বিষাদ ভাবিআ।
অরণ্যেত গেল পুত্র কে দিব আনিআ॥

শেষ;—

পুষ্পল মাসেত রাম আইলা মাএর কোলে।
রাম লক্ষ্মণ সীতা দেবী দেখিলা সকলে॥
দির্ব্ব ঘঠ দির্ব্ব পাট দির্ব্ব সিঙ্গাসন।
আনন্দিতে কেলি করে কুসল্যানন্দন॥
জেবা পড়ে জেবা সুনে শ্রীরামের বারমাস।
পাপ ছাড়ে পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠ বিলাস॥

ভণিতা;—

হিন ছাদক আলি কহে সবার গোচর।
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ করিবা সত্বর॥

পূর্ব্বে ৩২শ সংখ্যক পুথির বিবরণে আর একখানি "রামচন্দ্রের বারমাস" আলোচিত হইয়াছে। তাহার সহিত এই বারমাসের কোন সাদৃশ্য নাই।

৫২৯। দক্ষ-যজ্ঞ।

নামহীন খণ্ডিত ক্ষুদ্র পুথি। শেষ নাই। অতি জীর্ণ-শীর্ণ। লেখার তারিখ ও লিপিকরের নাম-ধাম নাই। ভণিতাও নাই। মোট দুইটি পত্র,—উভয় পিঠে লেখা।

আরম্ভ;—

(১)—জেই অপমান হইআছি সেই হাএঃ
ভৃগু মুনির জজ্ঞে গিয়ে।
ইন্দ্র চন্দ্র দেবাসুরে, জেরা আমাএ মান্য করে
জামাই কৈল্যে ভাঙ্গরারে, আমার সতি
কন্যা দিএ॥
(২)—জজ্ঞ করব অহে নারদ নিমান্ত্রয়ে
সর্ব্বদেবে।
তোমাএ কেবল করি বারণ বৈল না গো
ইসানেরে॥ ধুঃ॥
তুমি সব বুজতে পার, আমি তার সাশুর হই
জামাই গঙ্গাধর আমারে না প্রণাম করে॥

শেষ;—

পটী।

(১৫)—দক্ষ রাজের কথা কিছু হাএ সুন
খুরা কই তোমারে।
প্রজাপতি কৈলে আমাএ করব না বরণ
তোমারে॥ ধুঃ॥
জগ্য হেতু নিমন্ত্রণ, কৈরাছি সব দেবগণ,
জেএ দেখ সে কেমন।

পূর্ব্বে ৬১ সংখ্যক পুথির বিবরণে আলোচিত "দক্ষ-যজ্ঞ গায়নের" সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য দেখা গেল না।

৫৩০। শ্যামা-সঙ্গীত-সংগ্রহ।

এই নামহীন পুথিতে কয়েকটি শ্যামা-সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। গীতগুলিতে কিশোর, মাধব, নবচন্দ্র ও রামপ্রসাদের ভণিতি দেখা যায়। হস্তলিপি আধুনিক। ১২১২ মঘীর লেখা, মোট পাঁচটি পাতা। দুই পিঠে লেখা।

মালসী।

কি হবে ভবে মা তারা।
জত ধন উপার্জ্জিলেম মা
সকলি হইয়েছি হারা॥

লাভের জন্যে ভবে এইলেম,
লাভ শূন্য মূল হারাইলেম,
সু করিতে কু করিলেম মা,
কুপথে যেইয়ে মা তারা ॥

নিম্নে "কিশোর" নামক কবির একটি গীত তুলিয়া দিলাম ;—

দীনে কৃপা কর তারা মা গো।
হে মা নাহি দেখি কূল, হইয়েছি আকুল মা,
হইয়ে অনুকূল তার আমায় তারা ॥
জন্মিয়ে এ ভবে পাইলেম জাতনা,
না করিলেম মা গো তব উপাসনা,
এখন কি করি কি করি, ভবার্ণবে ডুইবে মরি,
দিয়ে চরণ-তরী আমায় উদ্ধার সাকারা ॥
মা আমারি মনে এই মাত্র আশা,
জে ধন হইতে মা গো হইয়েছি নৈরাশা,
এখন পুনঃ সে সব ধনে পুরাইতে আশা।
কিশোর কহে কৃপা কর ভবদারা ॥

৫৩১। পদ-সংগ্রহ।

নামহীন খণ্ডিত পুথি। "রাগমালার" মত ইহাতে প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ করা হইয়াছিল। কেবল দুইটি মাত্র পাতা আছে। অবশিষ্টগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক সুন্দর সুন্দর পদ ছিল। জনৈক মুসলমান বৈষ্ণব কবির একটি পদ তুলিয়া দিলাম।

রামকেলি।

কিয়ে সাম এমন উচিত নহে তোমার ॥ধুয়া॥
অঘোর সাঝোয়া বেলা, কি বোল বোলিয়া গেলা
আসিবা কি ন আসিবা মনে।
এক কহ আর হএ, এমন উচিত নহে,
এই দুক্ষ না সহে পরাণে ॥
জেখনে পীরিতি কৈল্লা, দিবারাত্রি আইলা গেলা
এবে কেনে না চাহ আখির কোণে।
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া, আনলেতে তৃণ দিয়া,
কথা গিয়া রহিলা লুকাইয়া।
মীর্জা কাঙ্গালি ভণে, জল ঢাল সে আনলে,
নিবাও জে প্রেমরস দিয়া ॥

লিপিকরের নাম মাহাম্মদ বছির। তারিখাদি নাই। অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণ শীর্ণ। ইহাতে দ্বিজ রঘুনাথ, মীর্জা ফয়জুল্লা, দ্বিজ গদাধর, সৈয়দ মর্ত্তুজা, মীর্জা কাঙ্গালী ও হীরাধনি নামক কবির এক একটি পদ আছে। শেষোক্ত নামটি কি পুরুষের? শুনিতেছি, ঐ নামে চট্টগ্রামে এক স্ত্রী-কবি ছিলেন। মীর্জা ফয়জুল্লা সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ "মীর্জা বংশ"-সম্ভূত ব্যক্তি।

৫৩২। জ্যোতিষ-বচন।

নামহীন ক্ষুদ্র জ্যোতিষিক পুথি। ইহাতে সপ্ত বার, পনর তিথি, ২৭ নক্ষত্র, নক্ষত্রযাত্রিক, পাপযোগ, দিনদগ্ধা, মাসদগ্ধা, ১২ রাশি, যোগিনীর চাল ও বারবেলা প্রভৃতির নামাদি প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা। "দিনদগ্ধা" এইরূপ ;—

অর্ক দ্বাদশি না করে কাজ।
শোমে একাদশি পড়এ বাজ ॥
মঙ্গলে দশমি নাহিক সিদ্ধি।
বুধে ত্রিতিআ অতি বিরুদ্ধি ॥
গুরু ষষ্টি নাহিক জোগ।
শুক্রে দ্বিতিআ করাএ বিরোধ ॥
শনি সপ্তমি করাএ মরণ।
পোড়া দিনে না করে গমন ॥

মোট তিনটি পাতা। বড় বেশী দিনের লেখা নহে। লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই

৫৩৩। প্রবাসীর বারমাস।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। ভণিতা নাই বটে, কিন্তু ইহা যে কোন মুসলমানের রচনা, তাহা ভাষা দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায়। তারিখ ও লিপিকরের নামও পাওয়া গেল না। মোট ১৯ পদ বা শ্রাবণ মাসের বর্ণনা পর্য্যন্ত আছে। অবশিষ্ট নাই। একটু নমুনা দিতেছি ;—

আগ্রান মাসে প্রভাসি ভাইরে জারার
হইল ভারনা।
বেসাইত সম্পদ ন থাকিলে সদাএ উঠে
ভাবনা ॥
বেসাইত সম্পদ সকল জান এ ডুনিআর
মিছা জাল।
ধন মান ন থাকিলে জীবন থাকৃতে মরণ
ভাল ॥

৫৩৪। শ্রীবৎস-উপাখ্যান।

ইহার দুইটি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। তাহাও যেন মুসাবিদা লেখা বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে কাটা, ছেঁড়া ও অপাঠ্য। পুথির প্রকৃত নাম "শ্রীবৎস-উপাখ্যান" কি না, ঠিক বলিতে পারি না। ইহার প্রণেতা জম্মুরাজের চিকিৎসক সেই প্রথিতযশাঃ ৺কবিরাজ ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। ইহাঁর আরও কয়খানি গ্রন্থের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (৮১, ৮৪, ৩৬৯, ৩৭০ ও ৩৭১ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।) একটু নমুনা দিতেছি,—

মহারাজা শ্রীবৎস রমনী চিন্তাবতী।
প্রজার পালন করে জেমন সন্ততি ॥
নীতি ধর্ম্ম পালে প্রজা নাহিক হিংসন।
প্রজার হইলে হানি জেমন আপন ॥
তিল বিন্দু প্রজাগণ নাহি পাএ দুখ।
তেন মতে রাখিআছে দিএ নানা সুখ ॥
প্রত্যহ ব্রাহ্মণে দান করএ রাজন।
প্রত্যহ দুঃখিতে দেন হীরাদি রতন ॥
সুপাত্র নামেতে মন্ত্রী বুদ্ধির সাগর।
রাজাধিক পালন করএ মন্ত্রিবর ॥ ইত্যাদি
ভণিতা ;—
শ্রীষষ্ঠীচরণ দীন অধম প্রধান।
করিল জীবন দান অভয়ার স্থান ॥

হস্তলিপি বোধ হয়, কবিরাজ মহাশয়ের নিজের। তারিখ নাই। পুথির আকার কিরূপ ও প্রতিপাদ্য বিষয় কি ছিল, প্রাপ্ত পত্রগুলির সাহায্যে তাহা বলা অসম্ভব।

৫৩৫। কৃষ্ণবিষয়ক কবিতা।

ইহাতে কয়েকটি বৈষ্ণব কবিতা আছে। এক খণ্ড বড় কাগজের দুই পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। রামমোহন ভট্টের রচনা। ইহাঁর বাড়ী সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম—রাউজান থানার অন্তর্গত কদলপুর গ্রামে। সেখানে অনেক ভট্ট-ব্রাহ্মণের বাস আছে। প্রথম কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

জার বাঁশির স্বরে প্রাণি হরে
বাঁচে না গো প্রাণ।
চল গো সখি সুনে আসি
সামের বাঁশির গান ॥
কেমন বাঁশের বাঁশি মন উদাসী
করিল রাধার।
জাতি-কুল মজাইল বাঁশী প্রাণেথাকা ভার॥
জানি কত সুধা বাঁশীর সুধা সুধা বরিসএ।
সুধা বাঁশী সুধাও আসি বাঁশী কেমনে রহে॥
বাঁশী সকল দেহে রন্ধ্র ময় সুধা রাখে কিসে।
জেমন কুলবধুর কুল বিনাশে মুলে খাউআর
বাঁশে ॥

সুনে বাঁশীর গান আনচান মন নহে স্থির।
জথার্থ জানিলাম বাশী বটে ভ্রাতৃগীর ॥
হইলো বাঁশী কাল কি জঞ্জাল ঘঠাইল সজনি।
জেমন কটকের বিশাল বাণে হরিণ হরিণী॥
বাঁশীর লাগল পাইলে দিমু জলে জমুনা
ডুপাইএ।
বাশের বংশী বিনাশিমু কি ঔষধ দিএ ॥
বোলে রামমোহনে বাঁশী কেনে ডুপাইলো
জলে।
চান্দ-মুখেতে জেমন বাজাএ বাঁশী তেম্নি
বোলে॥

৫৩৬। নামহীন পুথি।

এই খণ্ডিত ক্ষুদ্র মুসলমানী পুথিখানির তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পাতাগুলি আছে। তাহা দ্বারা ইহা যে কোন্ পুথি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হজরত আলীর পুত্র হজরত ইমাম হাসনের বিবাহ-বর্ণনা ইহার প্রতিপাদ্য কি না, ঠিক বলিতে পারি না। তবে ইহা যে নবীবংশ-সম্পর্কিত একখানি গ্রন্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রে বিবি জয়নবের বিবাহ এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্রে পাশা-খেলার বর্ণনা দেখা যায়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, বড় বেশী দিনের কথা নয়, পূর্ব্বে মুসলমানের বিবাহে বর-কন্যার মধ্যে পাশা-খেলা হইত। পাশা-খেলা বিবাহের একতম অত্যাবশ্যক উৎসব বলিয়া গণ্য ছিল। হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরাও মারোয়া বা বেদী নির্ম্মাণ করিতেন। এখনকার এই জীবন-সঙ্কটের কঠোরতার দিনে বিবাহটাই একটা উপসর্গস্বরূপ পরিণত হইয়াছে; লোকের অবস্থা এতই খারাপ হইয়া গিয়াছে! সুতরাং এখন সে সব উৎসব কিছুই নাই, সেই পাশা খেলাও নাই, আর সে আনন্দও নাই। সকলই কালের ঝঞ্ঝাবাতে যেন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! বলিহারি কালের মহিমা!

ইহার লেখাগুলি অতি সুন্দর বটে, কিন্তু অত্যন্ত জটিল ও মুনসীয়ানা ধরণের। এই জন্য পড়িতে একটু কষ্ট হয়। নিম্নে "পাশা-খেলা" হইতে কতকটা তুলিয়া দিলাম ;—

এই ত পঞ্চম পাসা ফুরাইল পাচ।
টানাটানি করি সাহা ভাঙ্গিলেক কাচ ॥
* * * *
কুমারীর মন ভঙ্গ করিল কুমার।
সাহাএ হারিলে দিব অষ্ট অলঙ্কার ॥
এই ত ছয় পাসা ফুরাইল ছয়।
তুমি ত নিলজ্জা সাহা সভার মনে লয় ॥
* * * *
এই ত সপ্তম পাশা ফুরাইল সাত।
তুষ্কিত ঠাকুর সাহা কলিযার জাত ॥
আলি ফাতেমার ছিল জেহেন পীরিতি।
তেন মতে রহি জাউক দোহান পীরিতি ॥
হিন সেরবাজে কহে কর অবধান।
কুশলে থাউক আল্লা পীরিতি দোহান ॥

প্রাগুক্ত সেরবাজ ছাড়া ইহার আরও একজন রচয়িতা দেখা যায়। তাঁহার নাম মোহাম্মদ খান। ইনি "মুক্তাল হোসেন" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই রকম ভণিতি আছে ;—

(চতুর্থ পত্রে)

দানে কর্ণ মানে কুরু,(গানে?) শুক্র জ্ঞানে গুরু,
ধ্যানে হর রূপে পঞ্চবাণ।
ধর্ম্মবন্ত বীর্য্যবন্ত, অনন্ত কি কহিব অন্ত,
পীর মীর সাহা ছোলতান ॥
সে পদপঙ্কজ ধরি, নিজ সিরত্রাণ করি,
পাঞ্চালি রচিলুম সিষুবুদ্ধি।
মোহাম্মদ খানে ভনে, সুন রাএ গুণিগণে,
দোস তেজি গুণ কর বুদ্ধি ॥

লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই। কাগজ দৃষ্টে অত্যন্ত প্রাচীন বোধ হয়।

৫৩৭। মনসার ধূপজাটী।

ইহার মোট দুইটি পাতা। তাহা হইতে ইহার আদ্যন্ত এবং প্রতিপাদ্য কিছুই বুঝা যায় না। পুথির মধ্যস্থ একটি পদ হইতে ইহার এই নামকরণ করিলাম। রক্ষণার্থে নিম্নে উহা সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিতে পারিতেছি না।

বন্দম বিসহরি ক্ষিরোদ ঘরিনি
হংশ্ব রাগিনি যুবা ভাগীনি
কি বোল বোল নি জান
হাইট কুমার ডাকি জান
হার খাএ খীলখিলাএ
ছাগলের মাথাত প্রদিপ জলে।
কালিকা চণ্ডি ডিঙ্গল যুতে
জাত্রা করে দেবির পুতে
আগে দেবি পথ কায়াই দে
কেয়ারে দেবি পুত্র এরিস্তা জাইতে
কাটম কুটম লোব সামালম
সেই সে পন্থের ভাই
চন্দ্র শূর্য্য হৃদে করি
নাচে কালীকা আই
বন্দম স্থুল বন্দম মুল বন্দম আদি অনাদি
গুরুর চরণ নমস্কার সিরে করি
দক্ষিণে পাটের শ্বরি মাএ দেউক ঠাই
দক্ষিণে পাটেশ্বরি মাএ দেউক উঠান
দক্ষিণে আছে পাটেশ্বরি সঙ্গে
সে কুমারের ডিমাইলাম
গছা কুরি আইলুম মাটী
তাতে উপজ্জিল এই ধুপজাটী
এই ধুপজাটী আলাঝালা
এই ধুপজাটী সহস্র ঝালা
এই ধুপজাটী থুইলুম ভুমিত
ধুপ লাগি গেল * * ধর
আইল গুবিনচান্দ আলগ রথে
বাজিল নেপুর কোন্ ২ মুখে
আইলেন দেবি ধুপের বাসে
ধুপ উপজ্জিল কোন্২ গাছে
গজঙ্গ গাছ গজঙ্গ বএ
চাম্পা নাগেরশ্বরে শ্বেত ধুপ বএ
ধুপের কহম ধুপের উৎপত্তি
দেবির ধরম ছাতি
গোবিনচান্দ গোবিনচান্দ পরি গেল রাই
আইল গোবিন্দ আলগ পাএ
মাএ নাচে ভঙ্গিমাএ
ভঙ্গিমা করিয়া নাচে
এল দেবিরে পুজম মাতে
ডিঙ্গল লাগে পারের সিতা
কান্তগীরি শেয়ানর চিন্তা
পুর্ব্ব দিগে পরিল বাদ
তারে বিদাইতে এথক বার
কানে কুণ্ডল গলাএ হার
গন্ধ ধুপে ঘর আন্ধার
মৈলে পরউক জয় জোকার
দক্ষিণ দিগে পরিল বাদ
পরউক পরউক গঙ্গার ভার
মো × উত্তম কুল
গঙ্গা নাচে উদনা চুল
আলার + হেম +
মহাদেব আমার বাপ
মোহাদেবের নাম লইলে
সত পাপ নাই
তিনি প্রিথিমি বেরাই না পাইলাম ঠাই
তিন কোন প্রিথিমি যুগীয়ার ক্ষেত্র
ধুপ লও গোসাই পাতিয়া হস্ত
নাগের পীঠে দিয়া পাও
ধুপ লও ল (লো ?) নাগ বিসহরি মা॥

যথাসম্ভব অবিকৃত ভাবে সমস্ত উদ্ধৃত

করিয়া দিলাম। স্থানে স্থানে কাগজ কীটদষ্ট ও কিনারা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া কয়েক স্থানে পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই। উদ্ধৃতাংশের শেষে এই কয়েকটি ছত্র লিখিত রহিয়াছে ;—

জে জনে য়াসি সভাতে ভনে
তাহা সহিতে জথেকে মুনে
বার তিথী করিয়া এক
সমুদ্র হরি আউ দেক (দেখ)
এক তিন পাচ জবে
জমগৃহতে বাহুরি তবে
দুই চাইর ছয়
পৈক্ষের মোদ্ধে মৃত্তু হএ
শুন্য অঙ্ক রহে জার
সে দিবসে মৃত্তু তার ॥

সন ১৮৪১ ইংরেজির লেখা। "এই বহির মালিক শ্রীরামচন্দ্র আইচ মোহরের" (সাকিন সম্ভবতঃ আনোয়ারা)। লিপি-করের নাম নাই। ইহা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

৫৩৮। মনসা পুথি।

এই পুথির প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা মাত্র বর্ত্তমান আছে। অবশিষ্টগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে মনসা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই জন্য ইহার এই নামকরণ করিলাম। রকম দেখিয়া বোধ হয়, ইহা ক্ষুদ্রকায় ছিল না। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি মনসা-পুথির সমালোচনা লিখিয়াছি। কিন্তু কোনটার সহিত ইহা মিলে না (অবশ্য আরম্ভভাগে)। কাজেই ইহাকে আপাততঃ একখানি নূতন পুথি বলিয়া মনে করিতে হইতেছে। কোথাও ভণিতা পাইলাম না। হস্তলিপির তারিখও নাই।

আরম্ভ ;—

(প্রথম পত্রের এক কোণে কতকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।)

নম গনেসায় নম সরস্বতিঐ নম।
আস্তিকস্য ইত্যাদি শ্লোক।
প্রণমোহ গণপতি * * *
* * * পূজা স্থানে লাম[১] গিআ
সেবকেরে ক'হ উদ্ধার।
* * * *
জে তোমার পূজা পুজে হইআ সানন্দিত।
* * * *
* * পদ্মাবতি আস্তিকের আই।
তোমার চরণ বিনে (অন্য গতি নাই ?) ॥
* * * *
ভাঙ্গিব নাটের নিক্ত টুটিব বৃদ্ধ অঙ্গুলি।
* * * *
* * * *
সোনকাএ বোলে প্রভু সুন শিরমনি।
ছয় পুত্র খাইল মোর * * নাগিনী ॥
কর্ম্মান্তর ফলে পাইলুম পুত্র লক্ষিন্দর।
বিবাহ কালেতে পুত্রের নাগের আছে ডর ॥
সদাগরে বোলে প্রিআ ভয় নাহিঁ কর।
কালোকা[২] গঠাইমু পূআ লোহার বাসর ॥

৫৩৯। ভারত-সাবিত্রী।

পুথিখানি খণ্ডিত। কেবল প্রথম পাতা বর্ত্তমান। দোভাঁজ-করা কাগজ। আকারে ক্ষুদ্র ছিল বোধ হয়। পূর্ব্বে সমালোচিত এই নামের কোন পুথির সহিত ইহা মিলে না। সুতরাং ইহা একখানি নূতন পুথি। ভণিতা ও হস্তলিপির তারিখ নাই।

১। লাম—নাম, অবতরণ কর।
২। কালোকো—কালুকা, কল্য।

প্রাপ্ত পত্রটিতে নিম্নোদ্ধৃত কয় পংক্তি মাত্র আছে ;—

নম গণেসায়। অথপয়ার ছন্দ ভারথ-সাবিত্রী লীথীয়তে। ধৃতরাষ্টৌবাচ।

ধৃতরাষ্টে বুলে সুন সঞ্জয় সুজন।
কথাএ চতুর তুদ্ধি গুণের ভাজন ॥
কৌরব পাণ্ডব জদি রণে দারাইল।
সমবাঅ করি কেনে জুদ্ধে প্রবেসিল ॥
কেমতে হইলো জুদ্ধ কহত সঞ্জয়।
কার হৈল জুদ্ধে জয় কার পরাজয় ॥
তাতে কেবা বির জুদ্ধা সকল আছিল।
মহারথি কেবা তাতে জুদ্ধ জে করিল ॥
কেবা কারে মারিলেক বিসম সমরে ॥
কে সবে করিল জুদ্ধ কেমত প্রকারে ॥
মহা জুদ্ধাবন্ত কর্ণ সল্য নরপতি।
কেমতে পরিল রণে হেন মহারথি ॥
মোর পুত্র দুর্জ্যোধন কুরুকুলনাথ।
অতিসঅ গোনমন্ত বিক্রমে বিক্ষ্যাত ॥
কেমতে পরিল তাতে কহত আমারে ॥
বিস্তারিআ কহ সুনি * * *

৫৪০। গীত-সংগ্রহ।

এই পুথির কোন নাম নাই। ইহাতে অনেকগুলি প্রণয়-সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। সঙ্গীতগুলিতে রচয়িতাদের নাম উল্লেখিত হয় নাই। বিদ্যাসুন্দর ও রাধিকার মান সম্বন্ধে কয়েকটি গীতও ইহাতে দেখা যায়। আট পেজী আকারের কাগজ। মোট পত্রসংখ্যা—৩। লিপিকরের নাম এবং তারিখ নাই। হস্তলিপি আধুনিক। নিম্নে কয়েকটি গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

সুধা আখির মিলনে আর প্রাণ বাচে কেমনে।
এ কি দেখি হায় হায়, জেন চাতকিনীর প্রায়,
মেঘে কি পিপাসা জায় বিনা বারি বরিসনে ॥
ভালো ভাসিবে বোলে ভালো ভাসিনে।
অন্য মনে নাহি লয় তোমা বৈ আর জানিনে ॥
তোমার মুখে মধুর হাসি, আনন্দ-সাগরেভাসি,
তেই তোমায় দেখতে আসি দেখা দিতে আসি না।
আমারি মনেরি দুঃখ চিরদিন মনে রহিল।
ফুকরি কান্দিতে নারি বিচ্ছেদে তনু দহিল ॥
একদিন ভাবি সখী মনেরে বুঝাইয়া রাখি
প্রবোদ না মানে আখি
সদাএ বোলে চল চলো।
সুন সই তোমারে কই
প্রেম-বিষের কি এথ জ্বালা।
জারে কামরাইল সাপে,
কি করে তার ওঝার বাপে,
ঝাড়াইলে হএ না ভালো
সোনার বরণ হএ গো কালা ॥

এই গীতগুলি কি আধুনিক, না প্রাচীন কালের রচনা?

৫৪১। জ্যোতিষ-বচন।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজ। মোট পত্র-সংখ্যা—৩। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। বড় বেশী দিনের নকল নহে। ভণিতা অজ্ঞাত।

নন্দা আদি, সিদ্ধিযোগ, অমৃতযোগ, মৃত্যু-যোগ, ত্র্যহস্পর্শ, যাত্রাতে উত্তম নক্ষত্র, মধ্যম নক্ষত্র, অধম নক্ষত্র, বারবেলা, কালবেলা, মাসদগ্ধা, দিনদগ্ধা, দিক্‌শূল, যোগিনীর বচন, যাত্রা নিষেধ ও ঔষধ প্রভৃতি ইহার বিষয়-সূচী। ভাষার নমুনা-স্বরূপ নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

অথ বারবেলা।

দিবসেরে অষ্ট ভাগ করিআ পণ্ডিত।
বারবেলা গণিবেক এই তার রিত ॥

রবিবারে বারবেলা চতুর্থ পঞ্চম।
সোমবারে বেলা হএ দ্বিতিয় সপ্তম॥
অষ্ট আর দ্বিতিঅ ভাগ আন মঙ্গলেতে
পঞ্চম ত্রিতিয় ভাগ আনিঅ বুধেতে॥
বৃহস্পতির সেস দুই ভাগ বারবেলা।
তৃথিয় চতুর্থ শুক্রে জ্যোতিসে লিখিলা॥
শনির প্রথম ভাগ আর সষ্ট সেস।
বারবেলা এই দোস ইহাতে অসেস॥

৫৪২। শ্যামাসঙ্গীত-সংগ্রহ।

নামহীন পুথি। পত্রসংখ্যা—১৩। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। রয়েল আট পেজী অপেক্ষা একটু বড় আকারের কাগজ। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। বড় বেশী দিনের প্রাচীন নহে।

ইহাতে রামপ্রসাদ, কাশীনাথ, নন্দদুলাল, দাতারাম, শরণ দাস, রামকুমার, গঙ্গাদাস, মির্জ্জা হোসেন আলী, ঈশ্বর ও দাশরথি প্রভৃতির কৃত কতকগুলি শ্যামাসঙ্গীত আছে। আর কয়েকটা গীতের ভণিতা পাওয়া যায় না। দুই একটা কৃষ্ণবিষয়ক গীতও আছে। রামকুমার ও মীর্জ্জা হোসেন আলীর এক একটা গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—

(১) করুণামই দিন কি অমনি আমার জাবে।
দুঃখে ২ কাল কাটাইলেম,
আর কথ দুঃখ আমাএ দিবে॥ ধুঃ॥
সুইনাছি মা বেদাগমে,
জে জন তব নাম সুনে,
নামের গুণে ভয় করে মা তারে শমনে।
আমি তবে সুনি ঐ নাম জপি বদনে।
তবে কেন ভবসাগরে আমাকে ডুবাইলে শিবে॥
ভণে দীন রামকুমারে ভজি মাএর শ্রীচরণে।
চিরকাল থাকে জেন বাসনা মনে।
সতি হইএ পতির বাক্য কেমন কৈরে লঙ্গিবে॥

(২) কঙ্কালী করাল বনমালি ওগো মা।
কথন রত্ন সিঙ্গাসনে, কথনে পাঠায় বনে বনে,
কথন কথন হয় বনমালি।
অঘোর সমনের ভয়, তোমি বিনে কেহ নয়,
তাহার সাক্ষি মৃজা হুছন আলি।

৫৪৩। নামহীন সন্দর্ভ।

ইহার কোন নাম নাই। কবিগানের ছড়া বলিয়া বোধ হয়। গোপী নামক জনৈক কবি কর্ত্তৃক রচিত। নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এতৎসম্বন্ধে আমি আর বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না।

এক অদ্ভুত আচর্য্য কথা সুন্‌তে চমৎকার।
* * ভেঙ্গে দিতে হবে রে সবার মাজায়॥
রাজবংস্বি ধর্ম্ম রবতার।
* * *
কৈরে তার বিচার
কহ সৈত্য সেই তত্ত্ব
সুন্‌তে লাগে বর ভয় রে॥
॥ চেতান॥

মধ্যস্থলে;—
মরি হাএ রে।
রাজবংস্বেত জর্ম্ম তার ধর্ম্মপরায়ণ।
দেব রিসিগণে তাহারে করুছে স্তবন॥
পদ্মপত্রের জল জেমন করে টলমল।
সেই মত মামা তুমি হইএছ বিকল॥
ও মার মাতা অতি সুলক্ষণ।
কত দিনে তাহার সঙ্গে হবে দরসন॥
বিরচিএ গুপী বলে মামা হইল কুলক্ষণ॥
॥ ছাপান॥

মোট ৪ পৃষ্ঠা। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজ। অতি জীর্ণ-শীর্ণ ও

স্থানে স্থানে কীটভুক্ত বলিয়া পাঠ করা যায় না। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই।

৫৪৪। বিবিধ শ্লোক ও হেঁয়ালী-সংগ্রহ।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজ। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৫। হস্তলিপির তারিখ নাই। খুব বেশী প্রাচীন লেখা নহে।

ইহাতে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা হেঁয়ালী আছে। নিম্নে তিনটি হেঁয়ালী উদ্ধৃত করিতেছি ;—

(১) চক্ষু বদন আছে নাহি তার অন্ত।
সকল সরির আছে নাহি তার দন্ত॥
পুর্ব্বে মনিস্য খাইত অখনে না খাএ।
কহে কবি মহাদেবে সুনহ সভাএ॥
বুজ বুজ পণ্ডিত ভাই ছিঅলি অনুছিরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ পুরুষ (তার) অর্দ্ধ অঙ্গ স্ত্রী॥
(২) দিবসেকে বৃদ্ধ যুবা হএ একবার।
মনিস্তে ভক্ষণ করে চর্ম্ম নাহি তার॥
সেই তান জননীর আন্ত নাম রতি।
ত্রিপুরারি নাম ধরে তান নিজ পতি॥
কহে আলি মাহাম্মদে ছিঅলি অনুসন্ধি।
মুর্খে বুঝিব কিবা পণ্ডিত হএ বন্দি॥
(৩) দ্বিতিঅ দিঘল রজ্জু ধরে বেদ বানি।
উদর অধর তার ভিন্ন নহি জানি॥
কর পদ নাহি তার মুণ্ড বিবর্জ্জিত।
মাংস নাহি রুধির নাহি জীবন বঞ্চিত॥
পুনি পুনি পিএ বারি উদিত সঘন।
শ্রীচান্দ দাসে কহে সুন বুধগণ॥

এই পুথির এক পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত রহিয়াছে ;—

গুহ্য নামে মোহা লিঙ্গ নামে মুলাধার।
পীতবর্ণ চতুর দল মুক্তির আকার॥
হৃদের উপরে পদ্ম রক্তবর্ণ হএ।
তাহার উপরে পদ্ম বিষ্ণুর আলয়॥
সংখ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গ ধরি হাতে।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে মুকুট শোভে মাথে॥
তার পরে মোহাদেব দির্ব্ব কলেবর।
পঞ্চ বৈক্ষ তিন আখি জটাজুটধর॥
শূন্যের উপরে শূন্য ব্রহ্মাণ্ড জে স্থথা।
ভাবিলে পরম তত্ত্ব মনে পাইবা দেখা॥
হস্তি না আইসে জাএ সুইচের অগ্রেতে
নাহি বেধ।
এই গুরু সংখেপে চিনিলাম প্রথেক॥

কথাগুলি অপর কোন পুথি হইতে উদ্ধৃত বলিয়া বোধ হয়। "এই বহির মালীক শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে পীছরে রাম-লোচন দে সাকিন কধুরখাল থানে পটীয়া (জেলা চট্টগ্রাম)। নিবাস বিনন্দর ডিগীর পুর্ব্বদিগ বাটী।" হেঁয়ালিগুলির কোন উত্তর লেখা নাই।

৫৪৫। দূতীর সহিত ঠাকুরের কথা।

এই পুথির ইহাই প্রকৃত নাম কি না, বুঝিলাম না। পূর্ব্বে সমালোচিত ৫১২ সংখ্যক 'মানগান' নামক পুথির পরি-সমাপ্তির পর সেই পুথিরই সঙ্গে ইহা সংযোজিত রহিয়াছে।

বলা বাহুল্য, রাধাকৃষ্ণের লীলাই ইহার বর্ণনীয় বিষয় এবং "দূতীসংবাদ" নাম হইলেই ইহার উপযুক্ত নাম হইত। ভাষা অধিকাংশ স্থলে গদ্য। ভণিতা নাই।

পুথিখানি রঙ্গপুর হইতে বন্ধুবর মুন্সী সেখ ফজলল করিম সাহেব আমাকে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মোট সাতটি পৃষ্ঠা। ফুলস্কেপ এক চতুর্থ অংশ অপেক্ষা কিছু বড় কাগজ। শেষ পর্য্যন্ত আছে কি না, জানা যায় না। ১২৭০ সনে 'মানগানে'র

প্রতিলিপিখানি লিখিত হইয়াছিল*। ইহাও একই হাতের ও একই সময়ের লেখা। লেখাগুলি কদর্য্য বলিয়া পড়িতে একটু কষ্ট হয়। নিম্নে কতকটা নমুনা দিতেছি।

আরম্ভ ;—

আমি এলাম শ্রীরাধে। তুমি কে হে। তুমি কেহে এত রাত্রে × হাক দিচ্ছ। আমি তোমার কৃষ্ণ। তুমি কোন্ পক্ষের কৃষ্ণ। শুকুলা পক্ষের কৃষ্ণ, না কৃষ্ণ পক্ষের কৃষ্ণ। আমি উভয় পক্ষের কৃষ্ণ। আমাদ্বের কৃষ্ণ জিনি তার থালের থাল বোজায় আছে। আমার আছে হে। আমাধ্বের কৃষ্ণর একটি পরিজট আছে। আমার আছে হে। আমাদ্বের একটা অষ্ট উত্তর শতো নাম আছে। আমার আছে হে। কি কি নাম। সাম-সুন্দর মদনমোহন। ইত্যাদি।

শেষ ;—

গান তাল তেয়ট।
নপুর ঝুন রে ঝুন।
বিনে সুজন সুজনের ব্যাদন জানে না।
অবধ (অবোধ) জদি উচ্ছ ভাসে,
সুবধ (সুবোধ) বুজাও প্রিয়ভাসে,
সে তো য়ভাসে ভাসে বৈই তো ডুবে না।
বরড় বর দায়ে, তাতে কি বর উজায়,
পেইলে য়েক দিন বর দায়,
বিনে বড় ঝড় বরো গাছ বৈ লাগে না।
জদি বিনির কবরি হইতো,
মরমে মৈয়ে জেইতো,
নিলাজ তুঞি থাকিস নারির পায়।
বাসির হাসি পায় সে সকলি পায়
ওরে কৃষ্ণের য়ক্ পায় জে দিন ভাঙ্গিবে পায়
জাবিয়ে কুমন্ত্রণা॥

পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন না হইলেও একবারে জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

* এই পুথির সমালোচনা লিখিতে গিয়া "মান-গান" নাড়া-চাড়া করিতে করিতে হঠাৎ নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পদটি নয়নপথে পতিত হইল। পূর্ব্বে উহা কিরূপে আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল।

গান তাল আরখেমটা।
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে ভাবি আমি।
জে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি তো আমার হে বন্ধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিতে কি হবে আমার॥
নরচন্দ্র দাসে কহে শুন গুণমণি।
তোমার অনেক আছে আমার কেবল তুমি॥

৫৪৬। শ্যামা-সঙ্গীত-সংগ্রহ।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। ইহাতে রাম-প্রসাদ, দ্বিজ রামপ্রসাদ, কালীকান্ত দাস, দ্বিজ দর্পনারায়ণ ও উমাচরণ দাস প্রভৃতির রচিত কয়েকটা শ্যামা-সঙ্গীত আছে। দুই একটা গীতে ভণিতা নাই। নিম্নে উমাচরণ দাসের একটা গীত উদ্ধৃত করিলাম ;—

কঙ্কাল বধিতে সামা লইলেন সব্য করে অসি।
মগ্না হইলেন রণে বামা হইএ মুক্তকেসী॥
চতুরভুজা বিবসনা, কথ অসুর গ্রাসে সামা,
ভববক্ষোপরে সামা ভালে বিরাজিত শশী॥
ভয়ঙ্করা ত্রিনয়ানি গিরিসুতা ভবরাণী
করালবদনী লোল জিহ্বা দণ্ডদেসী॥
ভণে উমাচরণ দাসে, কাত্যায়নীর চরণাশে,
মুক্তিপদ পাইবার আশে মুক্ত কর মুক্তকেশী॥

মোট পত্রসংখ্যা—৪। উভয় পৃষ্ঠে লেখা। আট পেজী আকারের কাগজ। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। শেষ দুই পত্র জীর্ণ-শীর্ণ। দ্বিজ দর্পনারায়ণের গীতের একাংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

৫৪৭। জড়বুদ্ধি-অষ্টক শ্লোক।

ভাষা আধ সংস্কৃত, আধ বাঙ্গালা। ভণিতা নাই। সন ১২৩১ মঘীর হস্তলিপি। "সোয়ক্ষর শ্রীরামজয় গুরু ঠাকুর সাকিনে কুএপাড়া থানে রাউজান (জেলা চট্টগ্রাম)।"

সরস্বতি সেতবতি সর্ব্বভুতকারিনি।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানদাতা সর্ব্বমন্ত্রিরূপিনি॥
সেতবর্ণ দেহখানি সেত বিনাধারিনি।
ত্বং নমামি হরপ্রিআ জরবুদ্ধিনাসিনি॥

শেষ ;—

শুভ্র হস্ত সেত চক্ষু বিষ্ণুমনমোহিনী।
বিষ্ণু বৈক্ষে বাস কৈলা সঙ্গে লক্ষি সতিনি॥
বৈষবী তোমার নাম জগত জীবতারিনি।
ত্বং নমামি হরপ্রিআ জরবুদ্ধিনাশিনি॥

৫৪৮। বাজে শ্লোকের পুথি।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজ; মোট চারিটি পাতা। লিপিকরের নাম নিত্যানন্দ সেন, সাকিন আনোয়ারা। তারিখ নাই। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা।

ইহাতে গোপালাষ্টক শ্লোক (অসম্পূর্ণ), "আজ কাল পরশু আমার কেমনে তিন দিন যাবে" ইত্যাদি কবিতা, রামাষ্টক শ্লোক (অসম্পূর্ণ), কতকগুলি অঙ্কের কবিতা, "লাল টুক টুক" শ্লোক এবং কয়েকটি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। শেষাংশে কয়েকটা ঝাড়ন-মন্ত্রও আছে। নিম্নে একটা অঙ্কের নমুনা প্রদান করিলাম ;—

ইন্দ্রের অমরা পুরী পারিজাত আছে।
দিনে দশ লৈক্ষ পুষ্প ফুটে সেই গাছে॥
এক এক পুষ্পের মুল সোআ মণ সোনা।
তার লাগি স্বামি বান্ধা দিছেন সত্যবামা॥
কহেন লক্ষণ দাসে কি বোলিতে আছে
চারি জুগে কত পুষ্প ফুটে সেই গাছে॥

৫৪৯। মহীরাবণ-বধ।

নামহীন খণ্ডিত পুথি। কেবল প্রথম ও ষষ্ঠ পত্রদ্বয় বর্ত্তমান। আকারে ক্ষুদ্র। অনেক দিনের প্রাচীন বোধ হয়। ভণিতা পাওয়া যায় নাই।

আমার প্রকাশিত "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ১৬৮ সংখ্যক পুথিতে আর একখানি "মহীরাবণ-বধের" পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। উহার বর্ণিত ঘটনার সহিত অস্থকার পুথির সামঞ্জস্য দেখিয়া পুথির এই নামকরণ করিলাম। মিলাইয়া দেখিলাম, উভয় পুথি এক নহে। ইহার আরম্ভ এইরূপ ;—

নমো গনেসাঅ নম সরস্যৈত্তে নম দুর্গা।
ইন্দ্রজিত পরিল রাবণ চমকিত।
ভুমিতে পরিআ রাজা কান্দে বিপরিত॥
মাল্যবানে বোলে রাজা সুন দসানন।
নিবেদন করি আহ্মি সুন দিআ মন॥
বিরযুক্ত করিলা তুহ্মি কনক লঙ্কাপুরি।
ইন্দ্রজিত বির পরে সংগ্রামে কেসরি॥
নিবেদন করি আহ্মি সুন দিআ মন।
রামের ঠাই সিতা নিয়া কর সমর্পন॥
এত সুনি রাবণ রাজা ক্রোধ হইল মন।
রক্তবর্ণ করি চক্ষু চাহে ঘন ঘন॥
ক্রোধ হইলা দসানন দেখি মাল্যবান।
কোন বুদ্ধি করিব নির ভাবে মনে মন॥

মহীরাবণ আর অহিরাবণ কি এক? নতুবা পাতালে অহিরাবণের শরণ লওয়ার জন্য রাবণকে দেবী উপদেশ দিতেছেন, দেখা যাইতেছে কেন?

৫৫০। কালিকার চৌতিশা—
সুন্দর-স্তব।

ইহা যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অন্তর্গত ও তাহা হইতে গৃহীত, এ কথা বলাই বাহুল্য। ১১৭৯ মঘীর লিখিত। অতি সুন্দর মুন্সীয়ানা লেখা।

আরম্ভ ;—
কালি কাত্যাঅনি কালি করাল কালিকা।
কাতর কিঙ্করকে দআ করো গো কালিকা॥

শেষ ও ভণিতা ;—
সোন্দরে করিল স্তুতি পঞ্চাস অক্ষরে।
ভারথে কহিল কালি জানিল অন্তরে॥
রাজার নিকটে আছে সোন্দরের সারি সুখ।
নৃপতিরে ভর্শিআ কহিছে কত্তক॥
কৃষ্ণচন্দ্র আদেসে রচিল কবিবর।
শ্রীজুত ভারথচন্দ্র রাএ গুণাকর॥
ইতি সোন্দর স্তব—কালিকার
চৌতিসা সমাপ্তঃ।

৫৫১। খুলনার বারমাস।

অতি জীর্ণাবস্থ। নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। ১১৭৯ মঘীর লেখা। দ্বিজ মাধবের ভণিতা আছে।

আরম্ভ ;—
খুলনাএ বোলে প্রভু জদি দেঅ মন।
বার মাসের জথ দুঃখ করম নিবেদন॥
বার মাসে জথ দুঃখ পাইলু বনে বনে।
(স্মরিতে) সে সব কথা পাঞ্জর বিন্দে ঘুনে॥

শেষ ও ভণিতা ;—
সতিনি আনিল ঘরে করিআ আদর।
খণ্ডিল জর্ম্মের দুঃখ আইল সদাগর॥
সারদার চরণ সরোজ মধুলোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈআ সোভে॥
ইতি খুলনার বারমাস সমাপ্ত।

ইহা মাধবাচার্য্যের জাগরণ হইতে গৃহীত, সন্দেহ নাই।

৫৫২। শ্রীমন্তের স্তব

নামে স্তব হইলেও ইহা একখানি চৌতিশা। মাধবাচার্য্যের 'জাগরণ' হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। অনেকগুলি চৌতিশা দেখিয়াছি। বিস্ময়ের কথা এই যে, সকল চৌতিশাগুলিই এক ধরণের,—নূতনত্ব-বর্জ্জিত ও একঘেয়ে। ইহাদের অনেক স্থলেই 'যা পত্ম মিল্ যা' রকমের রচনা দেখা যায়।

আরম্ভ ;—
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥ধু॥
কএ কমলা দেবি কমলবদনি।
কালি কাত্যাঅনি মাতা কামরূপিনি॥
কটাক্ষেত কামদেব করিলা উদ্ধার।
কাঅমনে করম স্তুতি কর প্রতিকার॥

শেষ ও ভণিতা ;—
ক্ষএ ক্ষেমঙ্করি লোক করিলা পালন।
ক্ষ্যাতি রাখহ মাতা এই তিন ভোবন॥
ক্ষ্যাতি রাখহ মাতা কর সুপ্রকাস।
দ্বিজ মাধবে গাএ ক্ষেম অপবাধ॥
"ইতি শ্রিশ্রমন্তের স্তব সমাপ্তং।"
১১৭৯ মঘীর লেখা। পদসংখ্যা—৬৮।

৫৫৩। বিবিধ সন্দর্ভের পুথি।

প্রকাণ্ড পুথি। রয়েল আট পেজী ফরমের কাগজ। তৃতীয় হইতে ৮৯ পত্র পর্য্যন্ত আছে। তারপর কত দূর নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বলা অসম্ভব। প্রাপ্তাংশের প্রথমে ও শেষে কয়টি পত্র নষ্টপ্রায়। ১১৭৯ মঘী সনের লেখা। নরোত্তম কেরাণীর হস্তলিপি। অল্প কয়েক স্থানে তৎপুত্র রামচন্দ্রের হাতের লেখাও আছে। ইহা "সাণ্ডিল্য গোত্র গোবিন্দরাম তনঅ শ্রীনরোত্তম কেরানি

দেঅন্তু তান পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৈলাশ-চন্দ্র দুহ স্বকিঅ বহি। সাং কধুরখীল" (জেলা চট্টগ্রাম)। উক্ত কেরাণীর লেখা-গুলি অতি সুন্দর।

ইহা কোন কবির রচিত কোন নির্দ্দিষ্ট পুথি নহে। ইহা একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ বা নানা কবির রচিত পাঁচালী, বারমাস্যা, চৌতিশা, শ্লোক প্রভৃতির একখানি ক্ষুদ্র Encyclopædia বলিলেই ঠিক হয়। সেই কালে একাধারে এতগুলি বিষয়ের সংগ্রহ এক জন লোকে কি করিয়া করিতে পারিত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাতে যে সকল বিষয় সংগৃহীত আছে, তৎসমুদায়ের আলোচনা এরূপ সঙ্কীর্ণ স্থানে সম্ভব নহে। তৎপরিবর্ত্তে আমরা এ স্থলে পুথিখানির একটা স্থূল সূচীপত্র মাত্র প্রদান করিলাম। তাহা হইতে পাঠকগণ দেখিবেন, সংগ্রহকারক কি বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে বিভিন্ন কবির রচনা তাঁহার এই ভাণ্ডারে আহরণ করিয়া আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার সাহিত্যানুরাগের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। বিষয়গুলির নাম এই ;—

১। ফুলরার বারমাস, কবিকঙ্কণ (খণ্ডিত) ; ২। খুল্লনার বারমাস—দ্বিজ মাধব ; ৩। সুশীলার বারমাস—দ্বিজ মাধব ; ৪। বিন্থার বারমাস—ভণিতা নাই ; ৫। মা-বাপের বারমাস—ভণিতা নাই ; ৬। রামচন্দ্রের বারমাস—জগদ্দুর্লভ ; ৭। কৌশল্যার বারমাস—ভণিতা নাই ; ৮। জ্ঞান-বারমাস—যদুনাথ ; ৯। সীতার দশমাস—শ্রীধর বাণিয়া ; ১০। সখীর বারমাস—সেখ জালাল ; ১১। মনসার ধূপাচার—দ্বিজ রতিদেব ; ১২। মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী—মদন দত্ত ; ১৩। নারায়ণ দেবের পাঁচালী—দ্বিজ দীনরাম ; ১৪। নীলার বারমাস (অসম্পূর্ণ) ; ১৫। বিপুলার বারমাস—রামদাস বা পণ্ডিত জানকীনাথ ; ১৬। কালিকার চৌতিশা—সুন্দরস্তব—ভারতচন্দ্র ; ১৭। কালিকার চৌতিশা—ক্ষেমানন্দ ; ১৮। কবিকঙ্কণের চৌতিশা ; ১৯। শ্রীমন্তের স্তব—দ্বিজ মাধব ; ২০। শ্রীমন্তের চৌতিশা—দেবীদাস ; ২১। দময়ন্তীর চৌতিশা—বিষ্ণু সেন ; ২২। বিপুলার চৌতিশা—রামচন্দ্র ; ২৩। কৌশল্যার চৌতিশা—রামজীবন রুদ্র ; ২৪। জ্ঞান চৌতিশা—ভণিতা নাই ; ২৫। জ্ঞান চৌতিশা—সৈয়দ সুলতান ; ২৬। শ্রীকৃষ্ণের একপদী চৌতিশা—ভবানন্দ ; ২৭। কৃষ্ণের চৌতিশা—ভণিতা নাই ; ২৮। রাধিকার চৌতিশা—উদ্ধব-সংবাদ—দেবীদাস ; ২৯। শীতলার চৌতিশা—শঙ্করাচার্য্য ; ৩০। সুধন্বার চৌতিশা—রমানন্দ ; ৩১। কালকেতুর চৌতিশা—শ্রীচাঁদ দাস ; ৩২। সরস্বতীর দ্বাদশ নাম (সংস্কৃত) ; ৩৩। বাত্যাবর্ত্ত-বিবরণ—নরোত্তম কেরাণী ; ৩৪। জমিদারের নিকট পত্র ; ৩৫। বিষ্ণুর যোড়শ নাম (সংস্কৃত) ; ৩৬। দেবীনামশতক-স্তোত্রং (সংস্কৃত) ; ৩৭। ভবানী-অষ্টক শ্লোক (সংস্কৃত) ; ৩৮। দুর্গাষ্টক শ্লোক (সংস্কৃত) ; ৩৯। নবগ্রহস্তোত্রং (সংস্কৃত) ; ৪০। বিবিধ শ্লোক (সংস্কৃত) ; ৪১। খঞ্জন-খচন—ভণিতা নাই ; ৪২। বিবিধ শ্লোক (সংস্কৃত) ; ৪৩। মহাস্তোত্রং (সংস্কৃত) ; ৪৪। শ্রীরামচৌত্রিশাক্ষরশ্লোকং (সংস্কৃত) ; ৪৫। দশাবতারশ্লোকং (সংস্কৃত) ; ৪৬। গোবিন্দাষ্টক-শ্লোক (সংস্কৃত) ; ৪৭। ঐ—ঐ ; ৪৮। রামাষ্টক শ্লোক (সংস্কৃত) ; ৪৯। ধর্ম্মাষ্টক-শ্লোক (সংস্কৃত) ; ৫০। ছত্রশালার বচন—রুদ্রনারায়ণ ; ৫১। ভূমিকম্পগ্রহস্তি—জগদীশ সিংহ ;

৫২। গৃহনির্ম্মাণ-বিধি—ভণিতা নাই; ৫৩। বিবিধ কবিতা; ৫৪। চাণক্যশ্লোক (সানুবাদ)—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য; ৫৫। বিবিধ শ্লোক (সংস্কৃত); ৫৬। নামহীন স্তোত্র (সংস্কৃত); ৫৭। কানুর বারমাস (অসম্পূর্ণ); ৫৮। বিবিধ শ্লোক (সংস্কৃত); ৫৯। জ্যোতিষ-বচন (সংস্কৃত); ৬০। কালি-কাষ্টক শ্লোক—শম্ভুকৃত; ৬১। দাতা-কর্ণ—দ্বিজ কবিচন্দ্র; ৬২। সীতার চৌতিশা (অসম্পূর্ণ); ৬৩। তুলসী-চরিত্র—দ্বিজ ভগীরথ; ৬৪। দাহপর্ব্ব—সঞ্জয়; ৬৫। ভারত-সাবিত্রী (সংস্কৃত); ৬৬। আম-দানীর বচন—মহীন্দ্র দাস; ৬৭। তামাকু-চরিত্র—সীতারাম কর ও ৬৮। বিবিধ বিষয়। প্রাচীন সাহিত্যালোচক মাত্রেই জানেন যে, এরূপ বিবিধ-বিষয়-সম্বলিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা নিতান্ত সহজ কথা নহে। সংক্ষেপতঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সে কালে একজন লোকের সাধারণতঃ যাহা যাহা জানার দরকার ছিল, এই পুথিতে তাহার প্রায় কোনটাই বাদ যায় নাই।

পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভাদির মধ্যে অনেকগুলির স্বতন্ত্র পরিচয় আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" প্রদত্ত হইয়াছে। অবশিষ্টগুলির বিবরণও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্তোত্রাদির সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা আমরা আবশ্যক মনে করি নাই। অন্য ভাবে সংরক্ষণের উপায় নাই দেখিয়া নিম্নে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা আমূল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। অপরগুলির স্বতন্ত্র আলোচনা চলিতে পারে; কিন্তু এইগুলির পারে না বলিয়াই এখানে প্রকাশ করিয়া তাহাদের স্থায়িত্ববিধান করিলাম। ইহাদের দ্বারা এক দিন কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইলেও হইতে পারে। কথিতরূপ সন্দর্ভগুলি এই ;—

(১) জমিদারের নিকট গোমস্তার পত্র।

গোমস্তাএ নিবেদএ সুন চৌধুরি মহাশএ
বিক্রমপুরের অধিকারি তুমি।
কিঞ্চিত করিবে মন মোর এক নিবেদন
সাক্ষাতে কহিতে পারি আমি॥
বর দুক্ষ সন্তাপে তোমা আশ্র লইল বাপে
অন্য কিছু সাহস্র * পাইবার।
বকেআ মোর বাকি নাই গোচরে তোমার ঠাই
কোন দেশে হেন অবিচার॥
সোনের টাকা মুলি ধানি চাল্লিশ টাকা গনাই আমি
ইত পীদা এ কাগজ সব চাহ।
এক রূপাইআ মাত্র কমি নালে খালে জঙ্গল ভূমি
দরবস্তে হাসিলা বাড় কানি।
তাতে জদি বেস হএ মাপিতে জমি যুক্ত হএ
পাপিষ্ট ভুমির সুন কথা।
জেবা চসে একবার করে কোটি নমস্কার
পুনরপি না চসএ সর্ব্বথা॥
জোএ ভাএ কিরসি † হইলে দুই খোন্দ নিবাইলে
আমানে জদি মারিআ না জাএ।
হরিণ সুকর টেইআ খেতিতে পরএ গিআ
বর জত্নে বিচের ‡ লাগ পাএ॥
এই জমির এই দাএ বোলহ কি উফাএ
আপনে তালুক তুমি নেঅ।
আমারে দিআ দেঅ তালুক তোমার নেঅ
বিদেসে আমি ভিক্ষা জে মাগি খাই।

* সাহস্র—সাশ্রয়।
† কিরসি—কৃষি।
‡ বিচের—বীজের।

(২) খঞ্জন-বচন।

পক্ষি মৈদ্ধে বিধাতাএ শ্রিজিল খঞ্জন।
তার ভাল মন্দ কহি সুন দিআ মন॥
ছঅ মাস থাকে পক্ষি সমুদ্রের কুলে।
প্রথম জে ভাদ্রমাসে নিকলে সংসারে॥
সংসারে নিকলি পক্ষি করএ আহার।
ভালো মন্দ কহি সুন দেখিলে তাহার॥
পূর্ব্বদিগে দেখিলে সর্বত্রে জয়।
অগ্নি কোণে দেখিলে সম্পদ বারএ॥
দক্ষিণদিগে দেখিলে ব্যাধি পিরা রোগ।
সিগ্র মাএ দেখিলে পরিহরে শোক॥
নরিত কোণে দেখিলে বিসম জঞ্জাল।
পশ্চিম দিগে দেখিলে কার্য্য অতি ভাল॥
বাউব্য কোণে দেখিলে ধন বস্ত্র লাভ।
উত্তরদিগে দেখিলে যুদ্ধ অনুভাব॥
ঐসন্য কোণে দেখিলে বিসম প্রমাদ।
আনলেতে দহে কিবা মির্ত্তু সহনাত॥
সিরের উপরে জদি দেখএ খঞ্জন।
নিশ্চএ জানিঅ তার বিদেশে গমন॥

ইতি খঞ্জনের বচন সমাপ্তং।

(৩) ছত্রশালার বচন।

অধিআন* করিতে আমার গুরু মহাধির।
দির্ব্ব স্থানে বান্ধিআছে বিচিত্র মন্দির॥
ফটিকের স্তম্ভ আর রজতের চাল।
কাঞ্চনে বিচিত্র বেরা চাল বিসাল॥
তাম্রে মণ্ডিত মাটি অতি উচ্চতর।
দ্বার বন্দে লাগাই আছে মুকুতা পাথর॥
মৈদ্ধ স্থানে বৈসেন আমার গুরু মহাশয়।
চারি পাসে সিষুগণ করে অধ্যাঅন॥
ভাল সভাসদ বোলি সিষু সবের মেলা।
তেকারণে তাহারে বোলিএ ছত্রশালা॥

* অধিআন—অধ্যান—অধ্যয়ন।

রুদ্রনারানে কহে ছত্রশালার বিধান।
আপনে কেমন স্থানে করহ অধ্যান॥

ইতি ছত্রশালার বচন সমাপ্তং।

---

(৪) গৃহ-নির্ম্মাণ-বিধি।

বাড়ি করি সমভাগ মাঝে রাখ এক পাত।
তার দক্ষিণে বান্ধ ঘর * * *।
পিছে রাখ বাড় হাত তবে গার সুতের গাত।
জথ তথ বান্ধ ঘর তেড় মিসাই সাতে হর।
সাতে হরি রহে জে ঘরের পতি হএ সে।
সাতে হরি রহে সসি পরেআর ধন থাএ দুআরে বসি।
সাতে হরি রহে যুগ অন্নে বস্ত্রে সমানে সুখ।
সাতে হরি রহে তিন সেই ঘরে বাঝে রিন।
সাতে হরি রহে চাইর সেই ঘরে গিরি ধাএ।
সাতে হরি রহে পাচ সেই ঘরে গিরি খাচ।
সাতে হরি রহে ছএ সেই ঘরে গিরি ক্ষয়।
সাতে হরি রহে শূন্য সেই গিরি অতি ধন্য।

(৫) আগদানীর বচন।

দিন উষুল্সি রোজনামা সেহা লিখি জাএ।
বিলাতের মমস্বল জার জথ পাএ॥
মাহা ২ ইজা দিআ রোজ মিসাইবো।
কর্জ সোদ বাদ করি জথেক রহিবো॥
খরচ করি ইরসাল করি বাজে খরচ করে।
কর্জ বির্দ্ধ বকেআ কর্জ তাহার ভিতরে॥
বাকি করিআ জবজি পোথা বুঝিবেক।
মহিন্দ্রাদাসে কহে চিঠার নিরেক॥

৫৫৪। বিদ্যার বারমাস।

রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' হইতে গৃহীত। ১১৭৯ মঘীর হস্তলিপি।

বৈশাখ মাসের দিন সুখের সমএ।
নানা পুষ্প গন্ধ বাউ মন্দ ২ বহে ॥
বৈসাইআ রাখিবো ত্রিদঅ সরোবরে।
কোকিলার নাদে জেন নিদাগ করে ॥ (?)

শেষ ;—

মধুর সমঅ বর চৈত্র মধু মাস।
জানাইবো নানা মত মদন বিসেস ॥
আপনার ঘরে আর সষুরের ঘরে।
ভাবিআ দেখহ প্রভু অভেদ বিস্তরে ॥

ইতি বিস্তার বারমাস সমাপ্তং।

৫৫৫। কৃষ্ণের চৌতিশা।

মোট পদসংখ্যা—৬৮। ভণিতা পাওয়া গেল না। আরম্ভ ;—

কর জোরে বন্দোম হরি গোবিন্দের চরণ।
কামিনী মোহনিরূপে প্রথম জোবন ॥
কেলি করে প্রভু সঙ্গে প্রভু জদুরাএ।
কদম্ব হেলানে কৃষ্ণ মুরারি বাজাএ ॥

শেষ ;—

ক্ষেমা কৈলা জদুমণি পাইআ রাধার মন।
ক্ষির লবনি রাধার পসার ভরন ॥
ক্ষেওআ ঘাঠ পার কৈলা নন্দের নন্দন।
ক্ষ্যাতি রাখিলা রাধার এই তিন ভোবন॥

"ইতি কৃষ্ণের চৌতিসা সমাপ্ত। শ্রীনরোত্তম কেরানির পুত্র শ্রীরামচন্দ্র স্বকিঅ বহি। ইতি ১১৭৯ মঘি তারিখ ২২ মাঘ।"

৫৫৬। সুশীলার বারমাস।

১১৭৯ মঘীর লেখা। প্রথমে কয়েক পংক্তি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। দ্বিজ মাধবানন্দের ভণিতা আছে। পদসংখ্যা প্রায় ২৪।

আরম্ভ ;—

* * *
* * *

অএ প্রাণনাথ না ছারিঅ আমা।
ছারিমু সিঙ্গল রাজ্য মা বাপের মাঁআ ॥
ছারিআ জাইতে বোল বিনি অপরাধে।
আমি ত রাজার কৈন্ত্যা বিহা কৈলা সাউধে ॥

শেষ ও ভণিতা ;—

সুশীলার বাক্য সুনি সাধু পুনি ভাসে।
এহাতুন অধিক সুখ আছে মোর দেশে ॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস ভনে।
সুশিলাএ জথ কহে সাধু নহি সুনে ॥

ইতি সুশিলার বারমাস সমাপ্তং।

৫৫৭। জ্ঞান-কৃষ্ণ-চৌতিশা।

ইতিপূর্ব্বে "চৌত্রিশ অক্ষরের চৌতিশা" নামক একটি চৌতিশার পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। তাহার রচয়িতার নাম দর্প-নারায়ণ দাস। সেইটির সহিত অস্তকার চৌতিশার সর্ব্বাংশে মিল আছে; কেবল চৌতিশার ও প্রণেতার নামের মিল নাই। ইহার নাম হয় ত 'জ্ঞান-চৌতিশা'ই ছিল। কোন কৃষ্ণভক্ত লোক কর্ত্তৃক ইহার এই অর্থশূন্য নাম প্রদত্ত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? প্রকৃত সত্য "নিহিতং গুহায়াং"।

ইহার পাণ্ডুলিপিটি নিতান্ত আধুনিক। লাল বালি কাগজ। অশিক্ষিত লোকের প্রতিলিপি।

অথ জ্ঞানকৃষ্ণচৌতিশা।

ঘোশা ;—

ভগবান ভজ রে মন তরিবা সমন।
কএ বলে কথ দিনে হইবে উদ্ধার।
কোন হেতু ভবের জঞ্জাল হবে পার।

ভণিতা ;—

এ সব বৃত্তান্ত জানি ভজ কৃষ্ণ চুরামণি
ভবের জঞ্জাল হবে পার।
ধর্ম্মনারান দাস কহে শুন প্রভু দআমএ
অনন্তে জে অন্ত না পায় জার ॥

শেষ ;—

মুর্থ জনে ন বুজিআ করে উপহাস।
জ্ঞান কৃষ্ণ চৌতিশাক্ষর কহে ধর্ম্মদাস ॥
ইতি শন ১২৪৬ মঘি তারিখ ১৩ ফাল্গুন।

৫৫৮। লঙ্কাদাহন-পুস্তকবিধি।

ইহা অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণশীর্ণ। কেবল প্রথম পাত মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তৎসাহায্যে ইহার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা যাইতে পারে না। দোভাঁজ করা কাগজ,—এক পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র আকার। পুথিখানি তেমন খুব বড় ছিল বোধ হয় না। প্রাপ্ত পত্রটি এখানে সবটা তুলিয়া দিলাম ;—

নমো গনেসাঅ : শ্রীজয় দুর্গা :

অথ সোন্দরকাণ্ঠে লংক্কা দাহন পুস্তক বিধি।
অধিক সোন্দরা কাণ্ঠ সুনিতে সোন্দর।
বাপে পুত্রে পরিক্ষিত রাজা গেলন্ত উত্তরে।
কটক অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগরে॥
ভএ গর্জ্জে বানর সন্ত ছারে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গুনেন্ত প্রমাদ ॥
দিগবিদিগ নাহি সাগরের জলে।
হিল্লল কোল্লল * করি সমুদ্র উথলে ॥
সাগর দেখিআ কোপী লাগিল তরাস।
অঙ্গদের সন্তান সবে করিআ আশ্বাস ॥
বিসেস বিক্রম টুটে বুদ্ধি হএ নাস।
রাক্ষস সকলে দেখি করেন্ত উপহাস ॥
কোপীগণ সান্তাইআ বোলে * *

* হিল্লল কোল্লল—হিল্লোল কল্লোল।

৫৫৯। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বারমাস।

নমো গনেসায়।

ভাদ্রেতে জন্মিলেন কৃষ্ণ শুভ লগ্ন তিথি।
স্নান করিতে গেল গঙ্গায় ভাগিরতি ॥
স্নান করিতে গেল লৈয়া গোপীগণ।
ব্রাহ্মণের করে দান অমুল্য রত্তন ॥

শেষ ও ভণিতা ;—

শ্রাবণে নয় গুণ রূপ দেখিলুম আকাশে।
ভ্রমরাএ কেলি করে পুষ্পের আশে পাশে ॥
ভ্রমরাএ কেলি করে পুষ্পের মধু খাইআ।
হিরন কৈতর রাধার কে নিল উরাইআ ॥
ভাদ্রমাসের তেড় পদ লয় রে গণিয়া।
এই গীত ভনিয়াছে শ্রীধর বানিয়া ॥
শ্রীধর বানিয়া জান প্রজাতির বাপ।
জেবা গাএ জেবা সুনে খণ্ডে তার পাপ ॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণের জর্ম্মবারমাস সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১১৮২ মঘি তারিখ ১৮ রোজ।

৫৬০ শ্রীমন্তের স্তব।

আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩ সংখ্যক পুথির বিবরণে দেবীদাস সেনকৃত একখানি 'শ্রীমন্তের চৌতিশা'র পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। সেইটিই এখন অন্য এক হস্তলিপিতে মাধবাচার্য্যের রচিত বলিয়া জানা যাইতেছে। প্রকৃত পক্ষে উহা কাহার কৃত, তাহার বিচার পশ্চাৎ কর্ত্তব্য। উভয়েরই আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক,—যদিও নামে সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে। সমালোচ্য পুথি হইতে তাহা আবার প্রদর্শন করিতেছি।

আরম্ভ ;—

কর জোরে শ্রীঅপতি করএ স্তবন।
কি হেতু করুণামহি হইয়াছ বিমন ॥

শেষ ও ভণিতা ;—

ক্ষুদ্রবুদ্ধি শিশু মুই কি বলিমু আর।
ক্ষেম অপরাধ জানি দাসির কুমার॥
ক্ষম করি রিপুসন্য ঘুচাও আপদ।
ক্ষিণ মাধবে বোলে দেঅ মুক্তিপদ॥

"ইতি মাধবাচার্য্য বিরাঞ্চীত শ্রীঅমন্তের স্তব সমাপ্ত।"

ইতিপূর্ব্বে দ্বিজ মাধব-রচিত আর একখানি "শ্রীমন্তের স্তবে"র পরিচয় লিখিত হইয়াছে। তাহার সহিত ইহার কোন মিল দেখা যাইতেছে না।

৫৬১। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন শ্লোক।

ইহাতে দুই রকম শ্লোক আছে। এক রকম শ্লোকের শেষ চরণে "লালটুকটুক্" ও অন্য রকম শ্লোকের শেষ চরণে "আজ কাল পরশু তিন দিন কেমনে যাবে" এই কথাটুকু পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হইয়াছে। প্রথম রকম শ্লোক-সংখ্যা ১০ ও দ্বিতীয় রকম শ্লোকসংখ্যা—৮। শ্লোকগুলি রস-সাগরের রচিত বলিয়া পরিচিত। এখানে দুইটি শ্লোকের নমুনা দিলাম।

(১) রাবণে হরিল সীতা শূন্য গৃহ পাইআ।
সুর্পনখা ভগ্নি আইল নাক চুল কাটিআ॥
কাটা নাকে লজ্জা পাইল ঢাকিল সমুখ।
রাবণে দেখিল রাঙ্গা লাল টুকটুক॥

(২) শ্রীরামে প্রতিজ্ঞা কৈল বিভিসনের সন।
তিন দিবসের মৈদ্ধে বধিতে রাবণ॥
এই কথা শুনিআ রাবণ মনে মনে ভাবে।
আইজ কাইল পরশু তিন দিন কি প্রকারে জাবে॥

সন ১২৩১ মঘীর হস্তলিপি। "সোয়-ক্ষর শ্রীরামজয় গুরু ঠাকুর সাকিনে কুএ-পাড়া থানে বাউজান (জেলা চট্টগ্রাম)।"

৫৬২। শ্যামাসঙ্গীত-সংগ্রহ।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। পত্রসংখ্যা—৬। আট পেজী আকারের শাদা বালি কাগজ। বেশী দিন পূর্ব্বের লেখা নহে। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই।

ইহাতে শ্যামা-বিষয়ক কয়েকটা মালসী গান আছে। দুর্গাচরণ ও দ্বিজ রাম-প্রসাদের ভণিতি পাওয়া যায়। কয়েকটা গীতে ভণিতা নাই। ভণিতাশূন্য একটি ও দুর্গাচরণের একটি গীত নিম্নে তুলিয়া দিলাম ;—

(১) পতিতপাবনী বোল
কি গতি হবে আমার।
বোল পতিতে কে করিবে পার।
ভবভয়ে ভীত অতি
দোহাই পার্ব্বতী তোমার॥
বিষয়বিপিনে করী মন
দিবানিশি করিএ ভ্রমণ।
নিবারণ জ্ঞানাঙ্কুস মানে না বৈরী দুর্ব্বার॥

(২) রণেতে এ কার বনিতে
আলো কালো রূপেতে।
কি বলিব মহারাজা, সে মেয়েটি চতুরভুজা,
তার ভঙ্গী জায় না বুঝা অসি করেতে॥
নিত্য জার চরণকমলে, পূজা করে বিল্বদলে,
সে পড়ে ওই পদতলে শবরূপেতে।
প্রবলা বালার সনে, কার্জ্য নাই আর রণে,
ভীত শ্রীদুর্গাচরণে ঘোর ধ্বনিতে॥

৫৬৩। নিকট মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

আমার প্রকাশিত "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ২২নং "মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী" এবং ৩৮ নং "নিত্যমঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী" নামক পুথিদ্বয়ের সহিত ঘটনার মিল থাকিলেও ইহা একখানি ভিন্ন পুথি বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রথম ও শেষ পত্রগুলি

নাই; সুতরাং মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা হইল না।

ক্ষুদ্র পুথি,—ডিমাই আট পেজী অপেক্ষাও ক্ষুদ্র কাগজ। কোন পত্র উভয় পৃষ্ঠায় ও কোন পত্র এক পৃষ্ঠায় লেখা। দ্বিতীয় হইতে একাদশ পত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান। রচয়িতা বা লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই। দেখিতে প্রাচীন ও জীর্ণশীর্ণ। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ;—

দিনে দিনে বাড়ে কৈন্যা জেন চন্দ্রকলা।
মাএ বাপে নাম থুইল শ্রীমতী কমলা॥
সপ্তম বরিস জদি সেই কৈন্যা হইল।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ তান মাও স্বর্গ পাইল॥
আর এক বিবাহ করিল সদাগর।
দুরমুখা জে পিঅবাদি (?) কুঞ্চিত অন্তর॥
অবিরথ বাদ করে কমলা সহিত।
তাহা দেখি সাধুর বিস্বঅ হইল চিত॥

একাদশ পত্রের শেষ;—

এ বোলিআ দুহে জনে করিলা গমন।
ব্রাহ্মণের বারিতে গিআ দিলা দরসন॥
প্রণাম করিয়া দুহে কহে প্রিয়বানি।
পুজার সম্বস্য মোরে দেয় ঠাকুরানি॥
ব্রাহ্মণের নারি তবে এ বোল শুনিয়া।
পুজার জথেক সজ্য দিলেক আনিয়া॥

৫৬৪। নামহীন পুথি

। পৃষ্ঠাসংখ্যা—
৭। ক্ষুদ্র আকার। লিপিকরের ও রচয়িতার নাম নাই। হস্তলিপির তারিখও নাই। বহু দিনের পূর্ব্বের লেখা নহে। আরম্ভ-ভাগ দেখিয়া কি একখানি হাস্য-রসাত্মক পুথি বলিয়া বোধ হয়। কালুয়া ভুলুয়া প্রভৃতি মেথরগণের কথোপকথনে গ্রন্থারম্ভ। সর্ব্বশেষ একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

ও মন ভুল না ভুল না মিছে মায়ারে!
মন হরি বোল দিন জাএ রে।
অসার সংসার সার দারা সুত অনিবার
দুনয়ন মুদিলে কিছু নহে রে।
ধৈরে নিব জমদুতে কি বলিব সাক্ষাতে
কি বলে প্রবোধ দিব তাহারে।
মিছা মায়াএ দিন ত বৈআ জাএ রে॥

৫৬৫। বিবিধ গান-সংগ্রহ।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। ফুলস্কেপ এক চতুর্থ অংশ আকারের কাগজ। উভয় পিঠে লেখা। মোট ছয়টি পৃষ্ঠা। তেমন প্রাচীন নহে। ব্রজমোহন চৌধুরীর হস্তলিপি। তারিখ নাই।

কতকগুলি যথেচ্ছ ভাবে লিখিত গান। কোনটা সম্পূর্ণ, কোনটা অসম্পূর্ণ। 'গোবিন্দে'র ভণিতি আছে। প্রথম গানটি এই;—

চঞ্চলা হইও না এত রাধে রসদাইনি।
চঞ্চলতার কর্ম্ম নহে শোন গো চান্দবদনি॥
শোন গো রাই বিনোদিনি,
কেন রহ উন্মাদিনি,
জান না জে ননদিনী আছে প্রতিবাদিনী।
এমনি দোষ পায় পায়,
আর জদি জানেতে পায়,
গোবিন্দে কয় তখন উপায়
করবে কি রাজনন্দিনি॥

৫৬৬। নামহীন পুথি।

ইহার কেবল প্রথম পত্রটি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। বুঝা যাইতেছে, পুথিখানি তত বড় ছিল না। অত্যন্ত প্রাচীন ও কীটদষ্ট। অতি জটিল ধরণের লেখা। ভণিতা নাই। সীতার সাধভক্ষণ ইহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল,

বোধ হয়। নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;—

নমো গনেসাও নমো। জয় দুর্গা।
নারায়ন নমস্কৃতং ইত্যাদি শ্লোক।
অজধ্যাতে গেল রাম রাবন সংঘারীআ।
বিশ্বকর্ম্মা নিরমান করিআ দিল পুরি ॥
তথা রহে রামচন্দ্র জানকী সোন্দরী।
দাস দাসী সেবা করে স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
আর দিনে কৌতুকে জীগাসে নরপতি।
কহ সীতা পঞ্চ মাস তুমি গর্ভবতি ॥
কোন দৈর্ব্য খাইতে তোমার হইছে হাবিলাস।
তেকারনে কহি আমী করিআ প্রকাস ॥

ইত্যাদি।

৫৬৭। ইউনান দেশের পুথি।

ক্ষুদ্র পুথি। মোট পত্রসংখ্যা—৬। রয়েল আট পেজী আকারের কাগজ। দুই পিঠে লেখা। পদসংখ্যা প্রায়—৮০। মধ্যে দ্বিতীয় পত্র হারাইয়া গিয়াছে।

কথিত আছে, ইউনানী (গ্রীক) মুসলমান পণ্ডিতগণ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এতদুর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, চারিজন পণ্ডিত একদা গণনায় আকাশ অত্যন্ত পুরাতন হইয়াছে দেখিয়া উহাকে নুতন করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অবশেষে ঈশ্বরের আদেশে হজরত জিব্রাইন আসিয়া তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি মোহাম্মদীয় শাস্ত্রে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাস-স্থাপন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ইহাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

আরম্ভ ;—

বিচমিল্লাহের রহেমান নিরহিম।
আর এক কথা কহি যুন গুনিগণ।
ইনান দেশের কথা যুন দিয়া মন ॥
ইনান দেসের লোক বহুল পণ্ডিত।
প্রভুর কুদ্রত তারা পারয়ে গনিত ॥
এক দিন চারিজন বসি একত্তর।
আকাস উপরে দিষ্টি করে নিরন্তর ॥
সবে বোলে এই আকাস হইয়াছে পুরান।
লামাই বদলি দিমু নবিন নয়ান ॥
চিরকালে হইয়াছে আকাস মৈলান।
নবিন করিয়া দিমু আকাসের চান (চান্দ) ॥

শেষ ;—

এক ধমক মারি জিব্রাইন চলি গেলা।
ইনান দেসের লোক সব কাপাইলা ॥
সেই ক্ষণে ইনান দেস হইল করট।

* * * *

আখি মেলি চাহি সেই চারি মোছলমান।
মুছচিত হইলেক হারাইল জ্ঞান ॥

* * * *

তোহবা করিয়া সবে খাইয়া চোয়ার।
এমন গণন কভো না গণিয় য়ার ॥
এথ অসন্তোষ হৈল য়াল্লার গননে।
আল্লা ভাবি ছজিদা করিলা চারি জনে ॥
গোপ্ত বেক্ত কথাএ এথ এসব মন্তর।
মুনাজাত করে চারি জুরি দুই কর ॥
ইনান দেসের পুথি হইল য়াদাএ।
জেবা পরে জেবা যুনে বহু পুণ্য পাএ ॥

ভণিতা ;—

হেন কহে মুজাফরে মোছলমানি সার।
রোজাখুন নমাজ হোতে করিবা উদ্ধার ॥

"ইতি সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ২৪ কাত্তিক রোজ সনিবার দুই দণ্ড বেলা থাকিতে সমাপ্ত।"

৫৬৮। নামহীন পুথি।

নামহীন ক্ষুদ্র পুথি। শেষ পর্য্যন্ত নাই। পত্রসংখ্যা পাঁচ মাত্র। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। লিপিকরের নাম এবং তারিখা-

দিও নাই। শ্যামের বংশীকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি গান রচিত হইয়াছে। কয়েকটি মালসী গান,গৌরাঙ্গ-বিষয়ক সঙ্গীত, নকীর গান ও গণেশ-বন্দনা আছে। একখানি যদৃচ্ছা লিখিত পুথি বলিয়াই মনে হয়। বড় বেশী দিনের লেখা নহে। নিম্নে তিনটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

(১) নিতাই গৌরপদ বিপদভঞ্জন।
সেই পদে কেন মজ না রে মন!
কলিযুগে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
অবনীতে অবতীর্ণ করিবারে প্রেম বিতরণ॥
জারে দেখে আপন কাছে
অজাচকে প্রেম জাচে।
এমন দয়াল কোথায় আছে
পাবে না রে সে চরণ॥

মালসী।

(২) আর কত দিনে মনে করিবে
সন্তানে গো মা!
দিবানিশি ব্রহ্মময় ডাকি অনুক্ষণে গো মা!
কুপুত্র আছি মা ভবে, উমা তারা ওগো শিবে,
বল মা কি গতি হবে মা তব করুণা বিনে॥

বিচ্ছেদ।

(৩) ঐ সুন শ্যামের বাঁশী বাজে মনচোরা হই
মানে না মানে না ধৈর্য্য প্রাণসই!
কুল মান হারাইলেম শীলে কি করিবে সই
বংশীর স্বরে হরে প্রাণ বেঁধেছে বিরহী জন
চল চল প্রাণ-সখি কি সুখে গৃহেতে রই॥

কর্ণোপাখ্যান।

নামহীন পুথি। অত্যন্ত আধুনিক। এক চতুর্থ অংশ ফুলস্কেপ কাগজে লেখা। পুথিখানি পুরাতন, কি নূতন রচনা, বুঝিতে পারিলাম না। ভাষা পদ্য-গদ্য মিশ্রিত। গান, পটী, ছড়া প্রভৃতির ব্যবহার ইহার প্রাচীনত্ব সূচিত করিতেছে। লিপিকাল অজ্ঞাত। শেষ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। মোট পত্র-সংখ্যা—১৪। দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

বোধ হইতেছে, ইহা একটি যাত্রার পালা ও সে কালের যাত্রার দলে অভিনীত হইত। কর্ণতনয় বৃষকেতুর উপাখ্যান ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রচনা সরল ও অনাড়ম্বর। ঠিক যেন বর্ত্তমান কালের ভাষা।

গ্রন্থারম্ভে চারিটি আসরী গান—মালসী। দুইটিতে ভণিতা নাই। অপর দুইটির মধ্যে একটির রচয়িতা গোবিন্দ ও অন্যটি দাশরথি রায়ের রচিত। গোবিন্দের রচিত মালসী গানটি সুন্দর। তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

যা কর মা জগদম্বে
তোমা বই আর ডাকব কারে।
মার বা রাখ বা আমার
আর কেহ নাই এ সংসারে॥
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি সভাকার মূল,
আমায় হয়ে অনুকূল তার অকূল পাথারে।
মেরে মা পুন লয় কোলে,
আছাড়ি পুনরায় তোলে,
গালি দিয়ে বাছা বলে
মায়ের এমন রীতি আছে।
জগন্মাতঃ তাই তোমায় কই,
বহু দুঃখ দিলে ব্রহ্মময়ী,
পুন আর দয়া কৈলে কৈই
এ গোবিন্দ অভাগারে॥

এই গোবিন্দ চট্টগ্রাম দক্ষিণ ভূরষী-নিবাসী মৃত গোবিন্দদাস চৌধুরী কি না, জানি না। তাঁহার রচিত অনেক গান ও পালা আছে। উপাখ্যানের আরম্ভ এইরূপ;—

পটী।

শুন সভ্যগণ সাত্তগুণে সুপ্রধান।
অঙ্গদেশ-অধিপতি কর্ণ উপাখ্যান॥

সূর্য্যদেবের পুত্র কর্ণ বীর ধনুর্দ্ধর।
দুর্য্যোধনের সখা কর্ণ অতি প্রিয়তর ॥
অপুত্রক আছে রাজা হস্তিনা নগরে।
পুত্র কাম্যে স্তব করে ব্রহ্মার গোচরে ॥
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা রাণী একমনে।
একে ২ পুজিছেন যত দেবগণে ॥
প্রথমে পূজিল পদ্মা গণেশ-চরণ।
ধুপ দীপ উপহারে অর্চ্চন বন্দন ॥

* * * *

* * * *

এই মতে পদ্মা যদি স্তবন করিল।
পদ্মার স্তবেতে ব্রহ্মা সদয় হইল ॥

পুথির প্রাপ্তাংশের শেষ ;—

শুনিয়া দ্বারীর বাণী, কহিছেন বীরমণি,
মম পরিচয় দ্বারি শুন।
হই হস্তিনা নিবাসী, পিতা মম স্বর্গবাসী,
আমি হই কর্ণের নন্দন ॥
মম নাম বৃষকেতু, এসেছি বিষ্ণুর হেতু,
কহ গিয়ে বিষ্ণুর গোচরে।
মাতৃআজ্ঞা শিরে ধরি, অতিশয় তাড়াতাড়ি,
আসিয়াছি কেশব নগরে ॥

এই পালাটি প্রাগুক্ত গোবিন্দদাসের রচিত কি না এবং উহার নামটিও আমাদের প্রদত্ত "কর্ণোপাখ্যান" কি না, পশ্চাৎ অনুসন্ধান করিয়া বলিব।

৫৭০। নামহীন পুথি।

খণ্ডিত পুথি। আন্তস্ত নাই। কেবল তৃতীয় ও চতুর্থ পত্র বর্ত্তমান। এই পত্রগুলির আকার দেখিয়া বোধ হয়, পুথিখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। অনেক দিনের প্রাচীন। লিপিকরের নাম বা তারিখ নাই। সঞ্জয়ের ভণিতা আছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বলিয়া অনুমান হয়। তৃতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ ;—

তোমার নির্ম্মল যসে ভরিলেক ক্ষিতি।
চন্দ্রবংশে তুমি হেন না হইছে নৃপতি ॥
মির্থা না কহিএ আমি সুন পুণ্যবান।
ব্রহ্মার সভাতে তোমায় নিত্য জে বাখান ॥
কিন্তু এক বাক্য মোর সুন ধর্ম্মরাজ।
পাণ্ডু রাজা দেখিলাম অমরা সমাজ ॥
নরশ্বর বসুমতী তোমার অধিন।
দেবলোকে বাপ তোমার হইয়াছে হিন ॥
সুরপুরে গেলাম আমি ইন্দ্রের নগরী।
ইন্দ্রাসনে রাজাগণ বসিছে সারি ২ ॥
তোমার বাপ পাণ্ডু রাজা দেখিলুম তাহাতে।
হিন বলে নিচাসনে বসিছে নামাতে ॥
এত সব দেখি আমি জিজ্ঞাসিল তানে।
হিনরূপে নিচাসনে বসিয়াছ কেনে ॥
মোর বাক্য সুনি তেনি কহিল ত্বরিত।
রাজসুহি জগ্গ না করিলুম পৃথিবিত ॥
এই কারণে ইন্দ্রাসনে বসিতে না পারি।
বাপের কারণ হেতু চিন্তহ সত্বরি ॥
রাজসুহি জগ্গ জদি পার করিবার।
তবে সে জে পাণ্ডু রাজা হইব উদ্ধার ॥

ভণিতা ;—

শোকে বিস্মিত হইল ধর্ম্মের তনয়।
সঞ্জএ কহিল কথা রচিল সঞ্জয় ॥

ইহা সঞ্জয়-রচিত মহাভারতের কোন পর্ব্ব কি না, বলিতে পারিলাম না।

৫৭১। গৌর-সন্ন্যাস-পটি।

আমার প্রকাশিত "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ইতিপূর্ব্বে "গৌরাঙ্গচরিত", "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-পটি" ও "নিমাইর সন্ন্যাস-পটি" নামধেয় তিনখানি পুথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। (১২৫, ১২৬ ও ৩২১ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

অস্তকার পুথি ও উক্ত তিনখানি পুথি একই পুথি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একই পুথি হইলেও পরস্পরের মধ্যে এত পাঠান্তর আছে যে, প্রত্যেকখানি স্বতন্ত্র পুথি বলিয়া মনে হয়। প্রথমোক্ত দুইখানি পুথির মত "গৌর-সন্ন্যাস-পটি"তেও বাসুদেব ঘোষের একটি পদ আছে। সেই পদটি বা তাঁহার কোন ভণিতা "নিমাইর সন্ন্যাস-পটি"তে পাওয়া যায় না। পরে এই তিনখানি পুথির একত্র সমালোচনা করিবার বাসনা রহিল। সমালোচ্য পুথির আরম্ভ এইরূপ ;—

নম গনেশাঅ।
অথ গোরসন্ন্যাস পটী লিক্ষ্যতে।
ধুঃ গোরা তপ্ত কাঞ্চন কাঞ্চন কান্তি
দেখনা অপ (রূপ) রঙ্গ। গোরা রে।
তপত কাঞ্চন জীনি গোরার বরণখানি
গৌরাঙ্গ চান্দের মুখে সুদা হাসিতে
নআনের তারা।
ছারি নটবর ভেশ মুরাইআ চাছের কেশ
গৌর বংশি ছারি ধরি গৌরদণ্ড জে কর।
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পাও সোনার বরণ গাও
গোরারে দেখীআ খঞ্জন পাখি লইল
তার সঙ্গ।
য়াইস আইস নিত্যানন্দ কহ বিবরণ।
কুশলে নি আছে নিমাই ভারতির সং॥
গোরা রে।
ছারিয়া কমল মধু তেজি বিষ্ণুপ্রিয়া বধু
কি সুখে রহিল নিমাই ভারথির সং।
গোরা রে ২।
বাসুদেব ঘোসে বোলে গৌরার চরণতলে
গোরারে ২ নিদানকালে
রাখ মোরে চরণের সং॥

শেষ ;—

করজোরে রসবত্তি
যুগীরে করএ স্তুতি।
রাধিকাএ বোলে জোগী কহিএ তোমাকে।
কিবা হেতু আগমন কহিবা আমাকে॥
জেই হেতু আগমন কহিএ তোমাকে।
সত্যরে পাইবা সেই কহিলাম তোমারে॥
দুঃখভাগী রাধা আমি
প্রাণ ভিক্ষা লও তুমি।
রাধা প্রেমে আনন্দে হরি
সবে বধনো ভরি।
কৃষ্ণানন্দে বোল হরি হরি॥

"ইতি গৌর-সন্ন্যাসপটি সমাপ্ত। মাতা মে চ সরস্বতি লক্ষি বিমাতা সহম। এই মালিক শ্রীজুত্য শ্রীলয় বাবু রামদয়াল দেবশর্ম্মা পীং কুল (?) শর্ম্মা সাং গৈরলা স্থানে পটিআ।" আট পেজী আকারের কাগজ। উভয় পিঠে লেখা। পত্রসংখ্যা—৭। হস্তলিপির তারিখ নাই। দেখিতে প্রাচীন বোধ হয়।

পুথিখানি যে নানা অশুদ্ধিপূর্ণ, তাহা প্রারম্ভোদ্ধৃত পদ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শেষাংশ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আমার সম্পাদিত নরোত্তম ঠাকুরকৃত "রাধিকার মানভঙ্গে"র অংশবিশেষ মাত্র। প্রাচীন হাতের লেখা পুথির এ রহস্যোদ্‌ঘাটন করা বড়ই কঠিন। এই পুথির রচয়িতা কি কৃষ্ণানন্দ?

৫৭১ (ক)। পৌরাণিক কালিকাপূজাপদ্ধতিঃ।

এখানি সংস্কৃত পুথি। ২৪×৫ অঙ্গুলিপরিমিত কাগজ। ২৩ পত্রে শেষ। ১১৬৭ মঘীর লেখা।

আরম্ভ ;—

ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ।

তত্র প্রমাণমাহ কালিকাপুরাণে।

কুজে নিশাঞ্চ সংপ্রাপ্য কালিকাং যস্ত পূজয়েৎ।

জীবনং তস্য সফলং পরৈমু্ক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥

---

৫৭১ (খ)। সামগানাং শ্রাদ্ধবিধিঃ।

এখানিও সংস্কৃত পুথি। ২৪×৫ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজ। ১০ পত্রে শেষ।

৴৭নমো গনেশায়ঃ॥

অথ সামগানাং শ্রাদ্ধবিধির্লিক্ষ্যতে। প্রথমাচমনং ফোটা শিক্ষা তর্পনং কৃত্বা বিষ্ণুপূজা-সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ ইত্যাদি।

শেষ ;—

ইতি সামগানাং শ্রাদ্ধবিধিঃ সমাপ্তঃ। শ্রীতর্কভূষণ দেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিদং শ্রীকমললোচন দেবশর্ম্মণঃ পাঠার্থং পুস্তকেয়ং। ইতি সন ১১৬৯ মঘি ৯ পৌস।"

৫৭২। বদনদাসের কবিতা।

এক খণ্ড বড় কাগজের উভয় পৃষ্ঠে এই নামহীন সন্দর্ভটি লিখিত। হস্তলিপির তারিখ নাই। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে একটি সংস্কৃত শ্লোক, যথা ;—

৴৭ অজানুলম্বিতভুজ কনকা অবদাতৌ
সংকৃতনে কোবিতর কমলাবতাক্ষৌ।
বিশ্বাম্বর দিজবর যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগত প্রিঅ কর কোরুনা অবতারৌ॥

ধুআ ;—

অজানুলম্বিত ভুজ বনমালা বিরাজিত।
(এখানে একটি সংস্কৃত শ্লোক।)

ধুআ ;-

তুমি সংকৃতনের পিতা হও।
হৃদে বৈসে কথা কও॥
(এখানেও সংস্কৃত শ্লোক।)

সনকৃতনে আসন কর।
ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ কর॥
অখিলভুবনযাত্রা দুর্গতিত্রাণকর্ত্তা
ইত্যাদি শ্লোক।

দিশা ;—

কি কর গোলকে থাকি।
ভজনহিন কাকালে (কাঙ্গালে)ডাকি॥
(এখানেও সংস্কৃত শ্লোক।)

দিশা ;—

তরাইলে জঙ্গম আদি।
আমি কথ অপরাধী॥
(এখানে নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোক)
নলিনীদলগতজলতরলং
তাবৎজীবনমতি চপলং।
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবে তরণি নৌকা॥

দিশা ;—

মন আমার কথাটি রাখ।
রাধাকৃষ্ণ বোলে ডাক॥
(এখানেও সংস্কৃত শ্লোক।)

দিশা ;—

বিরিঞ্চি জারে না পাএ ধ্যানে
রামি পাব কোন্ সাধনে। ইত্যাদি।

শেষ ;—

বস্ত্র আমারে দেও হে বংশিধারী।
এথ ধনে নাহি হএ তবো কর বসন চুরি।
সুন ২ অএ বন্ধু পার কর ভবসিন্ধু
আমরা অবলা নারী সরমে মরি॥
তুমি ত কঠিন রাজ তোমাতে নাহিক লাজ
বিবসনে ডাকে তোমার প্রাণ কিশোরী।
বদনদাসে বোলে প্যারি কুলে উঠ ত্বরাএ করি
কদম্বতলেতে বসন রাখিছে মুরারি॥

গৌরচান্দে গায়ন করে।
আমার নতুন কোকিল রব করে ॥
"ইআদকিন্দ গুণ সমুদ্র সত সাধু শ্রীরাধা"
ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত খৎ।*

৫৭৩। গদামল্লিকার পুথি।

ইহা একখানি মুসলমানী উপাখ্যান-মূলক গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম সম্ভবতঃ শেখ সাদি। রুমরাজনন্দিনী মল্লিকা তাঁহার এক সহস্র প্রশ্নের উত্তরদানে সক্ষম ব্যক্তিকেই আপন পতিত্বে বরণ করিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। সেই প্রতিজ্ঞার কথা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইলে মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত বহু রাজকুমার মল্লিকার পাণি-লাভাশায় ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই মল্লিকার সওয়ালের জবাব দিতে পারিলেন না। কাজেই—

মল্লিকাএ সে সবেরে বন্দিতে রাখিল।
লজ্জা দিআ কত জনে মারি খেদাইল ॥

অবশেষে "তুরুক" দেশ হইতে গদা উপাধিধারী আবদুল হালিম নামক এক ফকির আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি এই বাগ্‌যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মল্লিকার পাণি ও রুমের তক্ত উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন। এই হইল গ্রন্থের উপাখ্যান-ভাগের সারাংশ।

ঠিক এই বিষয়ে "মল্লিকার হাজার সওয়াল" নামক আর একখানি পুথির পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (৩০৫ নং পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।) উহা সেরবাজ নামক জনৈক কবির রচনা। অদ্যকার সমালোচ্য পুথি হইতে পারস্য-সাহিত্যের মত বঙ্গসাহিত্যেও এক 'সেখ সাদিকে' পাওয়া গেল। পুথির স্থানে স্থানে এই রকম ভণিতা আছে;—

সএক (সেখ) সাদিএ কএ মোহম্মদ বিনে।
মুই গোনাগর নিস্তার না দেখি নয়ানে ॥

কেবল এই নামটুকু ভিন্ন তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের ভাষালোচনাদ্বারা তাঁহাকে চট্টগ্রাম বিভাগের লোক বলিয়া মনে হয়। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত দেবপুর নামক গ্রাম হইতে শ্রীমান্ মিঞা ইস্‌মাইল হায়দর পুথিখানি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

এই পুথির শেষ পাতা নাই, ২৮ পাতা পর্য্যন্ত আছে। সুতরাং হস্তলিপির তারিখ জানা যায় না। ২৪×১০ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজের উভয় পিঠে লেখা। আবদুল লতিফ নামক জনৈক লোকের প্রতিলিপি। তাহার বাসস্থানাদির উল্লেখ নাই। পুথিখানি দেখিলে প্রায় ২০০ শত বৎসরের কম প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

সেরবাজ ও সেখ সাদির গ্রন্থে ঘটনা-সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় পুথির রচনা-প্রণালী এক নহে। সেখ সাদি অপেক্ষা সেরবাজ শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মনে হয়। উভয় পুথির সওয়ালগুলি মূলতঃ এক, কিন্তু ভাষা বিভিন্ন।

'গদামল্লিকা' পুথির আরম্ভ এইরূপ;—

মালেক ল্লার নাম মনে করি সোহরণ।
তার পাছে রছুলের চরণে নিবেদন ॥
আল্লার বন্দিগি পরে আছিলেক ভার।
সিমাল জাহুর তরে দুই দিগ যার ॥ (?)

* মুখবন্ধের শ্লোকটি বৈষ্ণবগ্রন্থধৃত গৌর-বন্দনার সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক। দিশা ও দিশাধৃত সংস্কৃত শ্লোকের ভাব দেখিয়া মনে হয়, ইহাতে ভক্ত বৈষ্ণব বলদাসের হৃদয়ের ভাবের উচ্ছ্বাসগুলি মাত্র লিখিত হইয়াছে।—সং।

নবিন জোবন তার রূপে পঞ্চবাণ।
এক কন্যা হইল তান বিধির ঘঠন ॥
নাম তার রাখিলেক মোহন মল্লিকা।
* * * *
তবে জদি চারি পাচ বছর হইল।
পরিবারে মল্লিকারে গুরু স্থানে দিল ॥

লিপিকরের দোষে গ্রন্থের নানা স্থানে অনেক অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়া বোধ হয়। হস্তলিপি সুন্দর বটে; কিন্তু বড়ই অশুদ্ধ।

নমুনাস্বরূপ এখানে দুইটি সওয়াল ও তাহার উত্তর উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

ফিরি য়ার এক ছোয়াল মল্লিকাএ পুছিল ॥
সরিবেত কোন স্থানে চন্দ্র উলিয়াছে।
কোন কোন স্থানে বোল নক্ষত্র উলিছে ॥
চন্দ্র উদএ হইছে দিলের য়ন্তর।
নক্ষত্র উলিয়াছে কলিজা উপর ॥
য়রুন উদিত হইছে কমর মৈদ্ধেত।
সোনহ মল্লিকা বিবি কহিলাম তোমাত ॥
* * * *
তবে কহ দুই মৈদ্ধে বসন্ত হেমন্ত।
কোন কোন কার পরে কহ তার য়ন্ত ॥(?)
মগজেত উথলিয়া বসন্তের বায়।
মনিস্তের নাভিমুখে রহেন্ত সদাএ ॥
উথলিয়া নাভিমুলে হেমন্তে পবন।
উজান চলিয়া উঠে মেঘের গমন ॥

মল্লিকার প্রশ্নগুলির মধ্যে এমন অনেক প্রশ্ন আছে, যেগুলি শুধু মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দিক্ হইতেই আলোচিত হইয়াছে। সেগুলি মুসলমান ভিন্ন অন্যেরা বিস্তৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত বুঝিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ।

৫৭৪। সত্যনারায়ণের পুস্তক।

নামেই পুথির আলোচ্য বিষয় সূচিত হইতেছে। সত্যপীরের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গ্রন্থরাজির মধ্যে ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার—শ্রীকবিবল্লভ। পুথিখানি এ দেশী সম্পত্তি নহে। মুরশীদাবাদ হইতে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয় (ইনি এখন চট্টগ্রামের পোষ্ট মাষ্টার) সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ইহাতে এমন কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা এ দেশে কখন শুনি নাই বা কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।

প্রাচীন পুথির আকার; দোভাঁজ-করা কাগজ। এক পিঠে লেখা। মোট পত্র-সংখ্যা ১৫২ বা ২৯ পৃষ্ঠা। ভাল অবস্থায় আছে। ১১৬২ সনের লেখা। শ্রীকবিবল্লভের ভণিতা আছে। সত্যপীরের মাহাত্ম্য-বর্ণনাচ্ছলে মদনসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। উহা বড়ই সুন্দর ও কৌতূহলোদ্দীপক।

আরম্ভ;—

৺শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

সত্যনারায়ণের পুস্তক লিক্ষতে।
রাজ আজ্ঞায় সদানন্দ বিনোদ সদাগর।
সফর জাইতে সাজাইল মধুকর ॥
দুহাকার অঙ্গনা মদনে সমর্পীয়া।
মদনে দুহার হাতে দিলেন তুলিয়া ॥
* * * *
* * * *
তিন জনের কথা সাধু জয়পত্রে লেখে।
রুইঘর চাপিয়া সাধু বসিলা কৌতুকে ॥
বাহ ২ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরুয়ালে বসিলা গাবর ॥
সপ্তগ্রাম বহি সাধু পাইলা ত্রিপীনি।
হুগলি প্রবেস হল্য সাধুর তরণি ॥
নাএ বসি সদাগর দেখে নানা রঙ্গ।
তিন দিন বহি সাধু পাইল দিগঙ্গ ॥

সাধুর প্রতাপে কেহ নাহি বলে রহ।
ডাহিনে বাহন চাএ বামে খড়দহ ॥
মগরা সাগর রাখি সঙ্গম বাহিল।
কহর দরিয়ায় সাধু উপনিত হল্য ॥

নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিতে কীকড়া, গাঠ্যার গাবর, কালীয়া দিস্তার, টোনা পোস্তের হোলা প্রভৃতি শব্দরাজি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না* ;—

(১) কীকড়া পেলিয়া দহে রাখে মধুকর।
নাএ বস্তা বান্ধ করে গাঠ্যার গাবর ॥
(২) কালীয়া দিস্তার সিরে ছেণ্ডা কাঁথা গায়।
গঙ্গার কিনারে খাড়া হইল খোদায় ॥
(৩) আর বাঙ্গল কান্দে করিঞা করুণা।
টোনা পোস্তের হোলা গেল সতটেনা ॥

উপসংহার-ভাগে ;—

রাখিল সয়চান পক্ষ সুবর্ণ পাঞ্জরে।
সাত ডিঙ্গা ভরা দিয়া জাত্রা কৈল ঘরে ॥
নানা দহ পশ্চাত করিল সদাগর।
সেতুবন্ধ নীলাচল প্রবেসে সাগর ॥
দুর্জ্জন মগরা রাখি পাইল দিগঙ্গ।
তিন দিন হুগলি সহরে দেখে রঙ্গ ॥
সপ্তগ্রাম বাহি ডিঙ্গা আপনার ঘাটে।
নানা দর্ব্য ভরা সাধু দিলেন সকটে ॥

শেষ ও ভণিতা ;—

পীরের সিরনী পক্ষ (পক্ষী) বদনে লইল।
সুবর্ণ পাঞ্জর ভাঙ্গি চারিখান হল্য ॥
পক্ষ মুর্ত্তি তেজি তবে মদন সুন্দর।
ফটিকের স্তম্ভে জেন নন্দের কিসোর ॥
নিজ পতি পাল্য সতি একিদার মন।
পালা সায় গিত বহে পীরের কথন ॥
সত্য নারায়ণ পদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত ॥
মদন সুন্দরের পালা সমাপ্ত।
সন ১১৬২ সাল ১৮ বৈসাখ।

লিপিকরের নাম-ধাম নাই। এই পুথিতে আলোচনার যোগ্য অনেক কথা আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ভিন্ন সে সব বিষয় এখানে আলোচনা করা যায় না।

৫৭৫। বত্রিশ পুত্তলিকা।

এই পুথিখানি মহাকবি কালিদাস-প্রণীত "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা"র অনুবাদ। গ্রন্থকারের নাম—রঙ্গাই ব্রাহ্মণ। পত্র-সংখ্যা—৫৯। কিয়দংশ এক পৃষ্ঠে এবং কিয়দংশ দুই পৃষ্ঠে লেখা। সম্পূর্ণ আছে। জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের মহাঝটিকায় স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে।* প্রথম পাতটি কতকটা খণ্ডিত। এখনো পাঠোদ্ধার করা যাইতে পারিবে।

শ্রীসরস্বতিয়ৈ নমো। শ্রীগুরুদেবাউ নমো।
ভোজ নরপতি জান বিধিত ভুবন।
নানা রাজ্য জিনিয়া আনিল বহু ধন ॥
বাহুবলে নানা রাজ্য করিল শাষন।
রাজ আজ্ঞা লঙ্গিতে না পারে কোন জন ॥
*   *   *   *
কম্পমান * * জোগাএ নিরন্তর ॥
অবন্তিতে উৎপত্তি জে এক ব্রাহ্মণ।
জঙ্গদত্ত নাম তার অত্যান্ত কৃপণ ॥

---

* কীকড়া—নোঙ্গরবৎ দ্রব্য। গাঠ্যা—নৌকার গলুই। গাবর—দাঁড়ী। কালীয়া দিস্তার—(জানি না)। টোনাপোস্তের হোলা—বাঙ্গাল মাঝির কোন আক্ষেপোক্তির বাঙ্গালে উচ্চারণের প্রতিরূপ মাত্র। আসল শব্দগুলি বিকৃত করিয়া লিখিত, কাজেই বুঝা গেল না।—সং।

* মহাঝটিকার পুথির অক্ষর উড়িয়া গিয়াছে, বেশ সরস সত্যবর্ণনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেবের বলিবার অর্থ এই যে, এই ঝড়ে পুথিখানি জলে পড়িয়া এত নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইহার অক্ষরাদি সমস্ত বুঝা যায় না।

শেষ ;—

দান দিয়া আপনার না কর বাখান।
প্রজার পালন হেতু তেজিবেক প্রাণ ॥
পুত্তিকার বচনে রাজা করে মহাদান।
ততক্ষণে হইলেক গন্ধর্ব্ব সমান ॥
তবে সিংহাসনে রাজা বসি শুভক্ষণে।
স্বর্গপুরি গেল হেন মত আরোহণে ॥
নক্ষত্র লোক গিয়া তবে পাইলো মহারাজ।
হেন কথা কহিয়াছে পুরাণের মাজ ॥

ভণিতা ;—

বোত্তিস পুত্তিকা কথা কহিল বিরচিয়া।
রঙ্গাই ব্রাহ্মণে কহিল পএয়ার রচিয়া ॥
"ইতি বোত্তিস পুত্তিকার প্রস্তাব সমাপ্তঃ।
ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।
জথা দিষ্ট তথা লিখিতং পটীতং নাস্তি দোষকং ॥
ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ২ আশ্বিন রোজ মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে সমাপ্ত হইয়াছে। এই পুস্তকের মালিক শ্রীগোপিনাথ গোহ দাসস্য সাং সাকপুরা। শ্রীরামমোহন দাসস্য সাং বাশখালি লিখিতঃ।"

পুথিখানি বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম সাধনপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরীর নিকট আছে।

৫৭৬। প্রহেলিকা-মালা।

এই পুথির কোন নাম নাই। ফুলস্কেপ এক চতুর্থ অংশ আকারের তুলোট কাগজে কোথাও এক পিঠে, কোথাও বা দুই পিঠে লেখা। আদ্যন্ত খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না থাকায় প্রথমে কত পত্র নাই, ঠিক বলা যায় না। শেষাংশ সম্বন্ধেও সেই কথা। পুথিখানি একবারে জীর্ণ-শীর্ণ, কিন্তু তাহা বয়সের প্রাচীনতায় বলিয়া বোধ হয় না। পুথির অক্ষর ও ভাষা দেখিয়া উহাকে ৮০।৯০ বৎসরের অধিক প্রাচীন মনে করা যায় না। মোট ৩০ পত্র বিদ্যমান। লিপিকাল অজ্ঞাত।

ইহা কেবল প্রহেলিকার পুথি। শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস নামক জনৈক শিক্ষিত লোক প্রহেলিকাগুলির রচয়িতা। এই সকল প্রহেলিকা ছাড়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে আর কিছু রচনা করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু এই প্রহেলিকাগুলি রচনা করিতে গিয়া তিনি নিজেই কবি উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রহেলিকাগুলির রচনায় তিনি যেরূপ সূক্ষ্ম শাস্ত্রজ্ঞান ও বিষয়বুদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমরাও তাঁহাকে কবির গৌরবান্বিত উচ্চাসনে একটু স্থান দিতে ন্যায়তঃ বাধ্য।

কবির নিবাসাদি অজ্ঞাত। পুথিখানি চট্টগ্রাম জেলার উত্তর রাউজান থানার অন্তর্গত গচ্ছি নামক গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। আমার ছাত্রপ্রতিম শ্রীমান্ মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উক্ত গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

কবি শরচ্চন্দ্র একজন শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। পুথিখানি তাঁহার স্বহস্তে লিখিত বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন পুথির স্বভাবসিদ্ধ বর্ণাশুদ্ধি ইহাতে খুব কম দেখা যায়।

বঙ্গসাহিত্যে অনেক হেঁয়ালী অনেকে রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কেবল হেঁয়ালী-রচনাকারী কবি বঙ্গসাহিত্যে বড় বেশী আছেন বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য এই কবি আমাদের বিশেষ সমাদর-যোগ্য, সন্দেহ নাই। নিম্নে দুইটি প্রহেলিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

(১) যুগল বদন বদ্ধ বুঝ তার মর্ম্ম।
কেবল কাঠের দেহ জড়িত আছে চর্ম্ম ॥

উদরেতে নাড়ী নাহি বিধির লিখনে।
নর বাহনেতে যায় সভা বিদ্যমানে ॥
বাহনে পতিরে মারে সভা জনে হেরে।
বোবা হৈয়া শব্দ করে অতি উচ্চৈঃস্বরে ॥
গতিশক্তিহীন তার বুঝহ সকলে।
প্রহেলিকা ভাবে কবি শরচ্চন্দ্রে বলে ॥
উত্তর—ঢোল।
(২) বাল্যকালে বস্ত্র পরে যুবকে উলঙ্গ।
বৃদ্ধকালে জটাধারী মধ্যেতে সুড়ঙ্গ (সুরঙ্গ) ॥
প্রহেলিকা ভাবে কবি শরচ্চন্দ্রে গায়।
বুঝিয়া ভাবের ভাব বুঝাও আমায় ॥
উত্তর—বাঁশ।

এই প্রহেলিকাগুলি "বিজয়া পত্রিকা"য় প্রকাশিত হইতেছে।

৫৭৭। শনিদেবের পুস্তক।

ক্ষুদ্র পুথি। মোট পদসংখ্যা—১০৬ মাত্র। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। লিপিকাল অজ্ঞাত। অন্নপূর্ণা দাসের ভণিতা আছে। ভবানীদাস, দুর্গাদাস, কালিদাস প্রভৃতি নামের ন্যায় 'অন্নপূর্ণাদাস' নামটি পুরুষের হইতে পারে, কিন্তু এ প্রকার নাম এই নূতন পাওয়া গেল। ইহা যে কোন দাসবংশীয়া স্ত্রী-কবির নাম নহে, তাহা জোর করিয়া বলা যায়; কারণ, পূর্ব্বে ইংরাজী বা ব্রাহ্ম রীতিতে স্ত্রীলোকের 'দাস' উপাধি নামে ব্যবহার করিবার রীতি দেশে অজ্ঞাত ছিল। পয়ার ও লাচাড়ি ছন্দে লেখা।

আরম্ভ;—
নমো গণেশায়। শনিদেবের পুস্তক।
দেবগুরু গুরু ব্রহ্ম করি নমস্কার।
জাহার প্রসাদে হয় জীবের নিস্তার॥
গুরু জে পরম ব্রহ্ম দেবের দেবতা।
সর্ব্বশাস্ত্রে বলে গুরু ভক্তি মুক্তি দাতা ॥
গুরুসেবা জেবা করে থাকিয়া সংসারে।
অনায়াসে বাস তার হয় বিষ্ণুপুরে ॥
গুরুপাদপদ্মে জার মতি অতিশয়।
কখন না জাবে সেই যমের আলয় ॥
গুরুর চরণ বন্দি অন্নপূর্ণাদাসে।
প্রচারিতে শনির পূজা লাচারিতে ভাসে ॥

ভণিতা ও শেষ;—
অন্নপূর্ণাদাসে কহে হিতের কারণ।
এইরূপে শনি পূজা কর সর্ব্বজন ॥
শনির সেবাতে জার থাকিবেক মতি।
নবগ্রহ প্রসন্ন তার ঘুচিবে দুর্গতি ॥
বন্ধন মোচন হবে আর কব কত।
শনির চরণে মোর কোটি দণ্ডবত ॥
পাচালী হইল সাঙ্গ শুন সবাকার।
ভুমিষ্ট হইয়া সবে কর নমস্কার ॥ সমাপ্ত।

৫৭৮। ত্রৈলোক্য দেবের পুস্তক।

ক্ষুদ্র পুথি। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। গ্রন্থকারের নাম—রামগঙ্গাদাস। লিপিকাল অজ্ঞাত। পয়ার ও লাচাড়িতে লেখা। মোট পদসংখ্যা ৮৬ মাত্র।

নমো গণেশায় নমঃ।
ত্রৈলোক্য দেবের পুস্তক।
নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
প্রণমোহ গণপতি মঙ্গলের ধাম।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় লৈলে জার নাম ॥
প্রণমোহ নারায়ণ অনন্ত মহিমা।
আগমে পুরাণে বেদে দিতে নারে সীমা
সত্ব রজ তম তিনগুণ অবতার।
তথাপিহ সত্বগুণে জীবের নিস্তার ॥
* * * *
* * * *

শ্রীগুরু চরণে করি কোটি নমস্কার।
সুক্ষ্মাসুক্ষ্ম দুই লাভ কৃপাতে জাহার ॥
সংক্ষেপে কহিব কিছু ত্রৈলোক্য সমাচার।
জেরূপে হইল দেব পূজার প্রচার ॥
ত্রৈলোক্য নারায়ণ দেব ভুবনের সার।
মহিমা বুঝিতে পারে সাধ্য আছে কার ॥

ভণিতা ;—

(১) দ্বিজ রাম গঙ্গা কহে করিয়া স্তবন।
সাধুর পুণ্যের কথা না জায় কহন ॥

(২) * * * *
রাম গঙ্গা দাসে কহে, প্রচুর পুণ্যের ফলে,
সাধু পাইল ভুবন ঈশ্বর ॥
দৃঢ় ভক্তি মতে পূজা করে সর্ব্বলোক।
রাজ্য সমে সুখী হৈল দূরে গেল শোক ॥
ত্রৈলোক্য দেবের শুন মহিমা অপার।
ভক্তি করি পূজ ভাই হইবা নিস্তার ॥
হরি হরি বল ভাই কার্য্য হৈল আত্য। (?)
হইল ত্রৈলোক্য দেবের পুস্তক সমাপ্ত।
ইতি সমাপ্ত।

৫৭৯। অঙ্গদ রায়বার।

ক্ষুদ্র পুথি। মোট ৬ পাত আছে। দুই পিঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৩ চরণ আছে। শেষ ও তারিখাদি নাই। ভণিতা পাওয়া গেল না।

আরম্ভ এইরূপ ;—

নমো গনেসায়ঃ।
বন্দ হইল সিন্ধু রামচন্দ্র হইল পার।
বানরে বেরিল গিআ লঙ্কার দ্বার ॥
রাম বোলেন সুগ্রিব মিত্র
দ্বার খেনে (কেনে) বিলম্ব।
করে বা না করে রাবণ যুদ্ধের য়ারম্ব ॥
ইত্যাদি।

৫৮০। ধর্ম্ম-ইতিহাস।

আমার লিখিত "পুথির বিবরণে" পূর্ব্বে "শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস" নামক একখানি পুথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। (৯৭ নং পুথি দ্রষ্টব্য।) সমালোচ্য পুথিখানি বিষয় হিসাবে এক হইলেও একখানি ভিন্ন পুথি। রাম-চরিত ইহারও প্রতিপাদ্য বিষয়। যুধিষ্ঠির শ্রোতা ও শ্রীকৃষ্ণ বক্তা। সীতা-পরীক্ষার পর রামের অযোধ্যাগমন ও বিভীষণ ও সুগ্রীবাদির বিদায় প্রভৃতি বর্ণিত আছে। রচনা শুষ্ক ও নীরস।

ভণিতা নাই। এক স্থান ভিন্ন আর সব পয়ারে লেখা। পত্রসংখ্যা—২৫। প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। আকারে ছোট নহে। পুথির আকার। বড় রকমের কাগজে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬০ চরণ আছে।

/৭ নমো গনেসায়ঃ।
অএ রাজা পরিক্ষিত যুন ধর্ম্মকথা।
পৃথিবির মৈদ্ধে নাহি তুহ্মি হেন দাতা ॥
না শুনিছি পুণ্যকথা শ্রদ্ধা হইল মন।
হরিপদ ভাবিলে মুক্ত পাইবা রাজন॥
সবান্ধব সহিতে হারিল নিজ মহি।
তার পাছে হারিল তোমার পিতামহি॥
জিনিলুম ২ করি বোলে দুর্জোধন।
তোমা পিতামোহ হইল ব্যাকুলিত মন॥

শেষ ;—

তবে হনুমান বোলে প্রণতি করিআ।
তোমার চরণ বিনে না জাইমু ফিরিআ ॥
হনুমান ভক্তি দেখি কমললোচন।
আশীর্ব্বাদ দিল তানে হৃষ্ট করি মন ॥
রাম নাম পৃথিবীতে থাকে জথ দিন।
তথ কাল থাকিবা তুহ্মি হইআ প্রবিন ॥
পূর্ব্ববাক্যে বোলিলেক রঘুর নন্দন।
জাও ২ সুগ্রিব সঙ্গে না হও বিমন ॥

ভক্তি করি হনুমান লৈল পদধুলি।
শ্রীরামের পদতলে হইল শিতলি (?)॥
এইমতে বিধাএ (বিদায়) দিলা জথ নৃপগণ।
হরিস হইআ গেলা আপনা ভুবন॥

"ইতি শ্রীমহাভারথে যুধিষ্টির সর্ম্বাদ ধর্ম্ম ইতিহাস সমাপ্ত। ভিমস্যামি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমং জথা দেখিত তথা লিখীত নাস্তি দোশ ক্ষেমং স্বঅক্ষর শ্রীরামদআল রাউচ দাসস্য সাকিন খিল-পাড়া এলাকে কারি আনোআড়া ইতি সন ১২৫৬ বাং সন ১২১১ মঘি তারিখ ১৮ ফাগুন রোজ বৃহস্পতি বার।"

৫৮১। উদ্ধব-সংবাদ।

পূর্ব্বে একবার ১৯ সংখ্যক পুথির বিবরণে মুক্তারাম দাসকৃত "শ্রীমতী রাধিকার চৌতিশা"র এবং ১৮৯ সংখ্যক পুথির বিবরণে রামশরণ-কৃত "উদ্ধব সংবাদ —রাধিকার চৌতিশা"র পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। এখন দেখিতেছি, প্রাগুক্ত উভয় চৌতিশাই অভিন্ন। বাঙ্গালা পুথির স্বভাব-সুলভ পাঠভেদ অবশ্যই আছে। সমালোচ্য সন্দর্ভটিও সেই একই জিনিস, যদিও নামটা কতকটা ভিন্ন বটে। প্রকৃত পক্ষে ইহা কাহার রচিত এবং ইহার কবি-প্রদত্ত নামই বা কি, তাহার নির্ণয়ের ভার ভাবী ঐতিহাসিক গ্রহণ করিবেন। আমরা কেবল এ স্থলে তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়া গেলাম। আরম্ভ ও শেষ হইতে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। ভণিতাটি এই ;—

ক্ষিতিতলে লোটাইআ করম প্রণাম।
ক্ষেদ পরিহরি রচে দাস মুক্তারাম॥

"ইতি সন ১১৯৮ মঘি তারিক ১১ জৈষ্ঠ। ইতি উধবের সম্বাদ সমাপ্ত। শ্রীচণ্ডিচরণ আইচ দাস্য মালিক শ্রীরামবল্লভ আইচ পীং সাহিরাম আইচ তাং সাং খিল-পাড়া।" পত্রসংখ্যা—৪ ; শেষ পত্র এক-পিঠে লেখা।

৫৮২। তালনামা।

ইহা রাগতালের পুথি। সম্পূর্ণ নাই। তৃতীয় হইতে সপ্তদশ পত্র পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই।

তৃতীয় পত্রের আরম্ভ ;—

দেবরানা তাল মৈধ্যে দেব সমতুল।
তিষ্ণাএ সমুদ্রজল খাইল সমুল॥
সাগর সুখাইল দেখি গঙ্গা ভাবে অতি।
সর্ব্বদেবগণে করে ইন্দ্রদেব স্তুতি॥

ভণিতা ;—

দেবরানা মাল্লবের স্বরে জল মত হইআ।
ভবানন্দ তনু কহে দেবগ্রামে রইয়া॥

তনু কেমন উপাধি? দেবগ্রামের বর্ত্তমান নাম আনোয়ারা। পূর্ব্বে উহা একটা চাকলার নাম ছিল।

৫৮৩। বালক ফকিরের গ্রন্থ।

ইহা নামহীন অসম্পূর্ণ পুথি। বালক ফকিরের রচিত বলিয়া প্রকাশ। মুসলমানী সংহিতা-গ্রন্থবিশেষ। অনেক ভাল কথা আছে। ৪ হইতে ৬৫পত্র বর্ত্তমান। একাদশ পত্রের অর্দ্ধেক ছিন্ন। তারিখাদি নাই। দুই পিঠে লেখা,—বৃহৎ গ্রন্থ।

৬৫ পত্রের শেষ ;—

রক্তবর্ণ রগ জার ললাটে উদিৎ।
সেই সিষু ভাগ্যবন্ত জানিয় নিশ্চিৎ॥
কালিবর্ণ রগ হইলে কপাল মাজার।
কুমতি পীযুন সিষু মন্দ বেবহার॥

মন্দ খোর কাল জান এই তিন জন।
পরমন্দ পরনিন্দা করে নিরুক্ষণ ॥
এক চক্ষু কাণা জার অতি মন্দ ভাব।

*　　*　　*　　*

ভণিতা ;—

(১) সাহা আলিরাজা গুরু জ্ঞান পুণ্যদধি।
বালক ফকিরে কহে পয়ার নিরবধি ॥
(২) সাহা আলি রাজা গুরু অমূল্যরতন।
বালক ফকিরে কহে কিতাব বচন ॥
(৩) সাহা আলিরাজা পীর ধরি স্থিরমতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিসারদ দান পুণ্য জুতি ॥
তান আঙ্গা (আজ্ঞা) শিরে ধরি কিতাব ফারসি।
বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে লেখিলুম প্রকাসি ॥
বালক ফকিরে ভণে দিনের রতন।
রাবিগণে লেখিয়াছে সুরস কথন ॥
(৪) সাহা আলিরাজা গুরু জ্ঞানবন্ত রাএ।
সঙ্কট তরিতে মোর নাহিক উপাএ ॥
তুয়াপদ বিন্দু নাহি মনে ভাব য়ার।
বালক ফকিরে ভণে সুছন্দ পয়ার ॥

এই সাহা আলিরাজার নিবাস চট্টগ্রাম বাঁশখালী থানার অন্তর্গত ওশখাইন গ্রামে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফকির ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক দরবেশী ও বৈষ্ণবী পদ এবং জ্ঞানসাগর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

বালক ফকিরের পুথিখানি আমাদের নিজ বাড়ীতে আছে।

সম্পূর্ণ এক নহে এবং ইহাতে কৃত্তিবাস ছাড়া দ্বিজ রামচন্দ্র নামক আরও এক কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। এ রহস্যোদ্ঘাটনের সাধ্য আমার নাই, স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি। এই উভয় পুথির মধ্যে আর কি কি পার্থক্য আছে, দুই পুথি মিলাইয়া না দেখিলে বলা যায় না। কিন্তু তাহা করিবার একান্ত সময়াভাব। সমালোচ্য পুথির আরম্ভ ;—

নমো গনেসায়। নমো সরস্বতি দেব্যৈ নমো।
বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
তুলসী কানন যত্র ইত্যাদি।
রাম ২ প্রভু রাম কমললোচন।
জে রাম সোরণে হএ দুঃখ বিমোচন ॥
রাম রাম বোল ভাই মুক্ত হইতে পাপী।
অন্তকালে উদ্ধারিব রাম বিষ্ণুরূপী ॥
রাম নাম লইলে জথেক পাপ হরে।
পাপী হইআ তত পাপ করিতে না পারে ॥
আত্ম কাণ্ডে রামের জর্ম্ম সীতাদেবীর বিহা।
অজধ্যাএ গেল রাম রাজ্য হারাইআ ॥

মধ্যস্থলে ভণিতা ;—

কৃত্তিবাস পণ্ডিত বোলে রঘুনাথ পদতলে
লক্ষণ লইলা রাম কোলে।

*　　*　　*　　*

শেষ ;—

ছক্তিছেল ফুটিছিল পাইল পরিত্রাণ।
দেখি আনন্দিত রাম কমললোচন ॥

৫৮৪। (লক্ষ্মণ) শক্তিশেল।

পূর্ব্বে ৪৫ সংখ্যক পুথির বিবরণে কৃত্তিবাস-রচিত "লক্ষ্মণ শক্তিশেলে"র পরিচয় একবার দিয়াছি। আজ যে পুথির পরিচয় দিতেছি, তাহাও সেই পুথি বটে। তবে ইহার আরম্ভ ও শেষ

গাছ পাথর লইআ নাচে জথ বানরগণ।
ধনু বাণ হাতে নাচে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
লক্ষণের মুখে রাম করিলা চুম্বন।
স্বর্গে আনন্দিত হইলা জথ দেবগণ ॥
রামে বোলে প্রাণ পোবন কুমার।
তোমার প্রসাদে লখাই হইল প্রতিকার ॥

পৃথিবী থাক পুত্র চিরজীবি হইয়া।
কোন বিরে না পাউক তোমা পরাজিআ॥
দ্বিজ রামচন্দ্র ভণে লোক শুনিবার।
পাপ ছারি পুণ্য বারে বৈকুণ্ঠে হয়ে শার
(পার ?)॥

"ইতি ছক্তিছেল পুস্তক সমাপ্ত। লিখীতং শ্রীতিলকসর্দ্দার সাং কৈপুরু সহর সন ১১৯৭ মঘি তাং ১৫ পৌষ রোজ মঙ্গল বার।" পত্রসংখ্যা—১২। ফুল্‌স্কেপ এক চতুর্থ অংশ আকারের কাগজের দুই পিঠে লেখা।

৫৮৫। কেয়ামতনামা।

মুসলমানী পুথি। "মুক্তুল হোসেনে"র অংশবিশেষ বলিয়া জানা যায়। তবে এ অংশটি সম্ভবতঃ "কেয়ামতনামা" নামে পরিচিত। প্রকাণ্ড আকার। ৪ হইতে ৯৬ পত্র পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। প্রতি পৃষ্ঠায় প্রায় (পয়ারের) ১৮ চরণ আছে।

আরম্ভ ;—

সাস্ত্রকথা ন সুনিব পাপের রস্তর।
তবে প্রভু পাপ হেতু কোপে তা সর্ব্বর।
অবংসিত রাজা দিব তা সব উপর।
লক্ষিএ ছারিব দেস হারাইব জ্ঞান।
সাস্ত্রকথা না সুনি পাইব রপমান॥

ভণিতা ;—

(১) ছিদ্দিক বংসেত জন্ম উমর সদ্রিস ধর্ম্ম
পিতামোহ মাহি গোয়ার।
তান বংশ কল্পতরু দানে শুক্র জ্ঞানে গুরু
নছরত খান গুণ সার॥
তান সুত গুণসার শ্রীজুত জালাল বর
পাঞ্চালি রচিল সিশুবুদ্ধি।

(২) সাহা ছোলতান পির সুজান।
কেলি কলারসে পঞ্চবান॥
তান পাদপদ্মে করি জোরহার।
খান মহম্মদ কহে সুরস পয়ার॥

শেষ ;—

হিন্দুস্থানে লোক সবে ন বুজে কিতাব।
ন বুজি ন সুনিয়া নিক্তি করে পাপ॥
তেকাজে সংক্ষিপ্ত করি পাঞ্চালি রচিলুম।
ভালমতে পাপ পুণ্য কিছু না জানিলুম॥
পাঞ্চালি পরিলে সবে মনে ভয় পাই।
অবস্ত কিতাব কথা সুনিবেক জাই॥
কিতাবে আল্লার আজ্ঞা সুনিবেন্ত জবে।
দান ধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম করিবেন্ত তবে॥
অবস্ত মোহরে সবে দিব আসির্ব্বাদ।
গোহাজন আসির্ব্বাদে খণ্ডিব প্রমাদ॥
বিসেস পিরের আজ্ঞা না জাএ লংঘন।
রচিলুম পাঞ্চালিকা তাহার কারণ॥
মুক্তুল হোছন কথা অমৃতের ধার।
সুনি গুনিগণ মন আনন্দ অপার॥
সমাপ্ত হইল জদি রতন ভাণ্ডার।
বহুশ্রমে লেখিয়াছি সুধা রত্নকার॥

"ইতি কেয়ামৎনামা পুস্তক সমাপ্ত। সোয়ক্ষর লেখিতং শ্রীকালিদাস পীং মধুরাম নন্দি মৃত সাং ধলঘাট সন ১২১২ মঘি তাং ২২ শ্রাবণ।"

পূর্ব্বে সমালোচিত ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২ ও ৫৮৫ সংখ্যক পুথিগুলি চট্টগ্রাম আনোয়ারার নিকটবর্ত্তী খিলপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত আইচ মহাশয়ের নিকট; ৫৮৩ সংখ্যক পুথিখানি পটীয়া থানার অন্তর্গত জঙ্গলখাইননিবাসী আবদুল হাকিমের নিকট এবং ৫৮৬ সংখ্যক পুথিখানি উক্ত থানার অন্তর্গত উজিরপুরনিবাসী আছদ আলীর নিকট ও ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯ এবং ৫৮৪ সংখ্যক পুথিগুলি আমার নিকট পাওয়া যাইবে।

৫৮৬। নামহীন পুথি।

ইহা একখানি সুন্দর বৈষ্ণব পুথি। দুঃখের বিষয়, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ভিন্ন আর পাওয়া যায় নাই। ক্ষুদ্র আকার। ১৪×৫ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজ। শাদা বালি কাগজ বটে; কিন্তু পুথিখানি নিশ্চয়ই আধুনিক নহে। তারিখাদি নাই। রচয়িতার নামও পাওয়া গেল না।

প্রথম পত্র এক পিঠে ও দ্বিতীয় পত্র দুই পিঠে লেখা। নিম্নে সবটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

শ্রীশ্রীগুরুবে নম॥

বন্দ গুরুপদ অমুল্য সম্পদ
স্মরনে বিপদ নাসি।
জাহার কৃপাতে মিলয়ে সাক্ষাতে
প্রেমচিন্তামনিরাসি॥
সিক্ষা গুরুগণ করিয়ে বন্দন
কৃপার সাধন অতি।
হরি গুনাগুন করি অনুক্ষন
যে কৈল ধইরজ্ঞ মতি॥
গৌরপদতল সুতল কমল
বন্দনা করিয়ে আমি।
যাহার নাম লৈতে পতিত দুর্গতে
নয়ানে ঝরয়ে পাণি॥
বন্দম নিত্যানন্দ আনন্দের স্কন্দ
পরম দয়ালরাজ।
পাসণ্ড দমন করি হরিনাম
যে দিল ভুবনমাঝ॥
বন্দিব অদ্বৈত আশ্চর্য্য অদ্ভুত
চরিত্র গৌরাঙ্গরসে।
সদায় ভাসয় আন না জানয়ে
তন মন গৌর বেসে॥
গৌর পৃয়জন করিয়ে বন্দন
নিত্যানন্দ পৃয় আর।
বন্দিয়া গাইব সদা বন্দিব
অদ্বৈত পৃয় পরিবার॥
সনাতন রূপ ভকতের ভুপ
বন্দিব দোহার পায়।
অনাথের বন্ধু করুনার সিন্ধু
তৃভুবনে জস গায়॥
যে ভট্ট গোপাল চরণ যুগল
বন্দনা করিয়ে আমি।
ভট্ট রঘুনাথ দাস রঘুনাথ
দোহার পদে প্রণামি॥
শ্রীজিব চরণ করিয়ে বন্দন
শ্রীবৃন্দাবনবাসি জ ।
সভার চরণ করিয়ে বন্দন
প্রত্যেকে বন্দিব কথ॥
গদাধর * * *

লিপিকর কে, জানা না গেলেও তিনি যে একজন সুশিক্ষিত লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার লেখা দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার অক্ষরগুলি কেমন সুন্দর গোট গোট মুক্তাপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতেছে! তিনি শ, ষ ও ণ একবারও ব্যবহার করেন নাই। পুথির সর্ব্বত্রই 'র' পেটকাটা।

৫৮৭। সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডিকা-ব্রত।

পুথিখানি অসম্পূর্ণ। শেষাংশ নাই। প্রথম চারিটি পত্র বর্ত্তমান। তন্মধ্যে তৃতীয় পত্রের অর্দ্ধাংশ নাই। দুই পিঠে লেখা। ২০×৬ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজ। প্রায় ১০০ বৎসরের প্রাচীন। কাগজ যেন তাম্রকূটপত্র। লিপিকরের নাম তারিখ ও ভণিতা নাই।

নমো গণেশায়।
প্রণমোহ নারায়ণী জগতজননী।
আদি অনাদি দেবী শিব শনাতনী

হরিহর ব্রহ্মা আদি ভাবে মনে মন।
স্থাবর জঙ্গম আদি তোমার শ্রীজন॥
সুর মুনি তোমা পুজা করে তত্ব জানি।
সুক্ষ মুক্ষ দুঃখদাতা হরের ঘরিনী॥

*　*　*　*

*　*　*　*

বর্নিক জে সদাগর কুবের সমান।
নিত্যচণ্ডি নাম ধরি হইল পরিত্রাণ॥
অপুত্রা সে সদাগর নাহিক সন্তান।
নিত্যমঙ্গল চণ্ডি পুজে বিবিধ বিধান॥

উপরে পুথির যে নাম প্রদত্ত হইল, তাহা প্রথম পত্রের অপর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

৫৮৮। পূর্ণানন্দ-গীতা।

ইহা একখানি কৃষ্ণভক্তি-মূলক সুন্দর গ্রন্থ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার আদ্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল ১৫, ২১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ পত্রগুলি আছে। ১৭×৬ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজের দুই পিঠে লেখা। হস্তলিপি খুব প্রাচীন নহে সত্য, কিন্তু ইহার রচনা সুপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

কবিরত্নোপাধিক জনৈক কবি ইহার রচয়িতা। আমার নিকট ইহার আর একখানি প্রতিলিপি আছে। তাহা আমি একখানি সম্পূর্ণ পুথি দেখিয়া নকল করিয়াছিলাম। মনে হইতেছে, তাহাতে নিধিরাম কবিরত্নের ভণিতি দেখিয়াছি। আজ সেখানি নিকটে না থাকায় নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না। এই নিধিরামের রচিত 'কালিকামঙ্গল' নামক এক বিদ্যাসুন্দর পুথি পাওয়া গিয়াছে। (৪৭ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

সমালোচ্য পুথিতে গীতা ও মোহমুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থের কতকগুলি বাছা বাছা শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। পুথিখানি পাঠ করিয়া মনে হয়, বাস্তবিক ইহার পূর্ণানন্দ-গীতা নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

নিম্নে মোহমুদ্গরের "নলিনী-দলগত-জলবত্তরলং" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

পএআর।

পদ্মপত্রে জল জেন টলমল করে।
তেন মত জিবন দেখ আছএ সংসারে॥
সমন (সময় ?) থাকিতে ভাই রে জিতে কর আশ।
না জানি কখনে করে সমনে তালাইষ॥
ইহা জানি সাধুসঙ্গ কর খেনে খেনে।
সাধুসঙ্গ নৌকাএ উঠ ভআন্বিত জনে॥

৩৬ পত্রে;—

মায়াএ মোহিত হইয়া আমা না ভজএ।
সর্ব্ব জোনি ভ্রমে সেই সুন ধনঞ্জয়॥
এহ্মাত মনিশ্য জর্ম্ম ভাগ্যফলে পাইআ।
বিফলে গোমাএ কাল আহ্মা না ভজিআ॥
এত সুনি ভক্তি করি বোলে ধনঞ্জএ।
সত্য সত্য তোহ্মার নাম জানিলাম নিশ্চএ॥
নিরবধি পান করি সেই নামামৃতা।
শ্রীকবিরত্নে গাএ পূর্ণানন্দ গীতা॥

এই পুথিতে ব্যবহৃত এহ্মাত, আহ্মা, তোহ্মার প্রভৃতি শব্দরাজি যে ইহার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

৫৮৯। মহিম্নস্তবানুবাদ।

এই সুন্দর গ্রন্থখানির কেবল প্রথম ও চতুর্থ পত্র আছে। ক্ষুদ্র আকার। প্রথম পত্র এক পিঠে ও চতুর্থ পত্র দুই পিঠে লেখা। ১১×৭ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজ। লিপিকরের নাম, তারিখ বা ভণিতা সম্বন্ধে

কিছু জানিবার উপায় নাই। তবে কাগজ দেখিয়া বোধ হয়, ইহা অন্ততঃ এক শতাব্দী পূর্ব্বের লেখা।

/৭ নমো গণেশায় ঃ।
নমঃ পরম দেবতায়ৈ ঃ।
নমঃ শীবায়।
শিবনাম সদাএ ভাবিয়া হৃদিমাঝে।
জাহার অর্দ্ধাঙ্গে গৌরি আনন্দে বিরাজে॥
পরমকারণ গুরু সদানন্দ হর।
প্রনমহু কায়মনে বাক্য অগোচর॥
তোমার মহিমা কেবা জানে অতিশএ।
কিঞ্চিত বলিহে পুষ্পদন্ত মহাশএ॥
তাহান রচিত শ্লোক মহিম্নাখ্য স্তব।
সেই ভাব প্রকাশন মোর অসম্ভব॥
কিবা বিদ্যা কিবা বুদ্ধি অতি মূঢ়মতি।
কদাচিত হরপদে না রহে ভকতি॥
ভকতি সকতিরূপা হৃদয় অন্তর।
তাহান মহিমা মাত্র মনে দৃঢ়তর॥
চপল মানস বিসএর অনুরাগে।
জেহেন বামনে চন্দ্র * * *॥

এই পুথিখানি যে অতি সুন্দর ও প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, তাহা এই বন্দনাংশের কয়েক ছত্র হইতে বেশ বুঝা যায়।

৫৯০। সুবচনী-ব্রতকথা।

পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ক আরো দুইখানি পুথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানির নাম "সুবচনীর পাঁচালী" এবং অপর একখানির নাম ঠিক শীর্ষোক্ত নামের ন্যায়। (৯৬ ও ৪৫৯ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য) প্রথমোক্তখানির প্রণেতা দুঃখী দ্বিজ ও শেষোক্তখানি ভণিতিশূন্য। অদ্যকার সমালোচ্য পুথিখানি ভিন্ন পুথি বলিয়াই বোধ হইতেছে। এখানি ক্ষুদ্র পুথি। মোট পদসংখ্যা—১২৫। অধিকাংশ ত্রিপদীতে লেখা। তারিখাদি নাই। ইহার বিশেষত্ব এই যে, তারিণী ব্রাহ্মণী নাম্নী জনৈক মহিলা কবি ইহার রচয়িত্রী।

বন্দ মাতা সুবচনী, পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী।
বলি আমি করপুটে, অধিষ্ঠান হও ঘটে,
শুন আপনার ব্রতবানী॥
প্রণমিয়া দেব গুরু বিপ্রের চরণে।
সুবচনী মাতা বন্দো আনন্দিত মনে॥
প্রজা লৈয়ে রাজ্য করে কলিঙ্গ ঈশ্বর।
সে দেশে অনাথা ব্রাহ্মনী করে ঘর॥

শেষ ;—

দক্ষিণান্তে সমর্পিয়া, ঘট বিসর্জ্জন দিয়া,
পুরোহিত করিল গমন।
তবে পুত্রবধূ লৈয়া পূর্ণঘট কক্ষে দিয়া
গৃহমধ্যে প্রবেশে তখন॥
"ইতি সুবচনী ব্রতকথা সমাপ্তঃ।"

কেবল এক স্থানে মাত্র একটি ভণিতা আছে ; যথা,—

শুনিয়া আছাড় খায় কেশ নাহি বান্ধে।
তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে দ্বিজমাতা কান্দে॥

এই মহিলাকবি সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী আমাদের স্বগ্রাম সুচক্রদণ্ডীতেই ও স্থানীয় "জ্যোতিঃ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের বংশেই আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত যে একটি গান পাওয়া গিয়াছে, তাহাও এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

শিব দুর্গা নাম লও না কেন মন রে
আমার। ধু।
অন্তিম কালেতে তরাইবে ভবনদী পার।
দুর্গার নামটি মকরন্দ, শ্রবণে বহে আনন্দ,
নিরানন্দ নিতান্ত কপাল মন্দ যার॥

দুর্গার নামটি সুধানিধি, পান কর নিরবধি,
কালভয় কালচিন্তা নাহিক তোমার।
তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে, দুর্গা নামটি না লইলে,
শমনভবনে গেলে দোহাই দিবে কার ॥

৫৯১। গোকুল-মঙ্গল।

এই সুন্দর পুথিখানি সম্বন্ধে পূর্ব্বে ১৬৬ সংখ্যক পুথির বিবরণে একবার আলোচনা করিয়াছি। আগেও বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার প্রকাশ-ভার গ্রহণ করিলে পরিষদের যে অর্থব্যয় হইবে, তাহা নিরর্থক হইবে না।

আমার নিকট দুইখানি খণ্ডিত পুথি আছে। সেই খণ্ডিত পুথির সাহায্যেই পূর্ব্বপ্রকাশিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। অদ্যকার সমালোচ্য পুথিখানিও খণ্ডিত বটে; কিন্তু ইহার প্রথমাংশ আছে। এখন এই তিন প্রতিলিপির সাহায্যে ইহা অনায়াসে প্রকাশিত হইতে পারে। বৎসর বৎসর এই সকল পুথি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমেই বিলোপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই কথা ভাবিয়া পরিষৎ এই সুন্দর পুথিখানির প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করিবেন কি?

ইহা প্রকাণ্ড পুথি। ২৪×১০ অঙ্গুলিপরিমিত কাগজ। দুই পিঠে সুন্দর গোট গোট অক্ষরে লেখা। শেষ পত্রসংখ্যা—১৩০। তার পর ইহাতে অনেক দূর নাই, কিন্তু আমার অপর দুইখানিতে আছে। ইহাতে প্রতিলিপির তারিখ নাই বটে, কিন্তু ইহাও শত বৎসরের কম প্রাচীন নহে। শেষ পত্রে লেখা আছে,—"শ্রীকীর্ত্তিসিকদার মহাশয়শ্য খপাঠিয় পুস্তিকা। শ্রীভিতারাম আচার্য্য স্বঅক্ষর।" রচয়িতার নাম ভক্তরাম দাস।

আরম্ভ;—

/৭ নমো গনেশায় ঃ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণায় জয়তাং।
জদাংম্বুকমলদন্দং দ্বন্দতাপন্নবারণং।
তারণং ভবসিন্ধুর্চ্চ শ্রীগুরু প্রণমাম্যহং ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ করিয়া প্রণতি।
কৃপা কর অধমের সুদ্ধ হৌক মতি ॥
গকার অক্ষর জান হএ সর্ব্বসিদ্ধি।
গকারেতে পাপ নাস বাড়ে গান বুদ্ধি ॥
ব্রহ্মা আদি দেব রৈছে গুরুপদ ভাবি।
মুক্তপদ পাএ সবে গুরুপদ সেবী ॥

* * *
* * *

ইষ্টদেব রাধা কানু না কইয় বাম।
যুগল পদ ভাবি লেখে দাস ভক্তরাম ॥
শ্রীকৃষ্ণের পৃয় রাধা লক্ষ্মি অবতার।
কে বুঝে মহিমা কৃষ্ণের গুণ গাহে জার ॥
শ্রীরাধার পাদপদ্মে হৈতে চাহি অলী।
ধরিছি যুগল পদে না পেলাইয় ঠেলি ॥
যুগল পাদপদ্মে মন রাখিয়া অটল।
ভক্তরামে গাইথে চাহে গকুলমঙ্গল ॥

পূর্ব্বে ইহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনেক কথা বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন একবার স্থানান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধেও ইহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছিলাম*। ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার মাধুর্য্য, ইহার কবিত্ব বুঝাইবার জিনিস নহে,—বুঝিবারই জিনিস বটে। যাহা হউক, এখানে আর বেশী কিছু না বলিয়া নিম্নে একটি গীত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই আমরা ইহার বিবরণ সমাপ্ত করিতেছি।

ভাকা গিৎ।

নাচে নন্দলাল, নাচে নন্দলাল,
গোপী বোলে নন্দলাল ভালনাচে রে।

* সাহিত্য—১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ঘন ভুরু ঠারে, অলি চুরাএ উরে,
চরণে নপুর বাজে রে ॥ ধ্রু ॥
গোপি সঘন মঙ্গল গাহে রে।
জেন চাতকিনি হেরে মেঘপানি,
কানুপানে গোপি চাহে রে ॥
রঙ্গ করে ব্রজনারি রে।
শ্যাম চিকন অঙ্গ হইয়া ত্রিভঙ্গ
অধরে মুরারি পুরে রে ॥
কথ তালি দেই গুপি রে।
ভক্তরামে ভনে, সাদ আছে মনে,
থাকি যুগলপদ সেবি রে ॥

চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস এই পুথির মালিক।

৫৯২। আইন-সার-সংগ্রহ।

এখানি একখানি ছাপা বহির প্রতিলিপি। ইহার মুল ছাপা বহিখানি আর পাওয়া যায় না, ভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে কিনা, বলা যায় না, কাজেই এই খাতাখানি পুথি হিসাবেই গণ্য করা গেল।

ইহার মলাটে যাহা লেখা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহা হইতেই ইহার স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। যথা ;—

"শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণ ভরসা।
আইনের সার সংগ্রহ।
ইঙ্গরেজি ১৭৯৩ সালাবধী ১৮৩২ সাল পর্য্যন্ত ॥
আদালতবিষয়ক আইন ॥
সান্তিপুরের মুনসেফ পদাভিসিক্ত সদ্বিচারক শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগ্রহ হইয়া বহরা* গ্রামে ॥ শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত দীং বিদ্যাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল ॥
বঙ্গাব্দা ১২৪৮ সংখ্যক ॥
দানিশাব্দা ৯১ সংখ্যক ॥
শ্রীপ্রাণকিসোর রায় খয়ক্ষর ॥"

আইন আদালতের ভাষা চিরদিন বিদ্রোহী প্রজার মত বেআইনী চলিয়া আসিতেছে। তাহার উপর সাহিত্যের বা ব্যাকরণের কোন শাসন চলে না। সে বিষয়ে আমার বক্তব্যও কিছু নাই। কিন্তু ইহার ভূমিকাটুকু আমাদের আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে করি। ১২৪৮ বাঙ্গালা সনে বঙ্গভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আমরা এই ভূমিকা হইতে বেশ জানিতে পারি। ইহাকে আমরা সেকেলে বাঙ্গালা গদ্যের নিদর্শনস্বরূপ অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারি। এইজন্য ভূমিকাটি একটু দীর্ঘ হইলেও এখানে সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ধ্বংসের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া ইহা চিরদিন পরিষদের কলেবরে শোভা পাইবে, সন্দেহ নাই। ভূমিকাটি এই ;—

"শ্রীশ্রীপরমেশ্বর জীবের সৃষ্টি স্ব স্ব কার্য্য সৃজন করিয়াছেন তাহাতে আহার নিদ্রাদি সকল জিবের তুল্য জিবের মধ্যে প্রধান মনুষ্য কারণ এই তাহারদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান সৎপথাবলম্বন ও শ্রবণ মনন বেদবাক্য দ্বারা পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার যে সকল মনুষ্যেরা তদ্বিষয়ে নিরুৎসুক আছেন তাঁহারা পশুজিবের তুল্য যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানাদিতে প্রবর্ত্ত থাকেন শৌচ বাহ্যাদির ন্যায় বিষয় কর্ম্ম করিলেও সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক জর্ম্মে না যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথাবলম্বি হয় তাহার পাপশরীর ধ্বংস হইয়া পুণ্যশরীর প্রাপ্ত হয় তাহাকে দ্বিজ কহা যায় অর্থাৎ দ্বিজাত যেমন তৈলপায়িকা কুমরকিয়া পোকাদ্বারা দ্বিজাত হইয়া পুর্ব্বশরীর নাস

---

* এই গ্রাম কোথায় ?

হইয়া উত্তমতাকে পায় শ্রেয়ঃ কর্ম্মের বিঘ্ন আছে বিঘ্নধ্বংসকারি শ্রীশ্রীপরমেশ্বর তাহার তত্ত্বনিরূপণ সকঠিন অসাধারণ বিসেসন দ্বারা শ্রীশ্রীপরমেশ্বরের স্বরূপ নিরূপিত আছে অন্বয় ব্যতিরেকে এ বিশ্বের সৃষ্টি যাঁহা হইতে হইআছে এই বিশ্ব তাহা ব্যতিরেকে নাই তিনি বিশ্ব ব্যতিরেকেতেও আছেন এবং তিনি আপনাতে আপনি দিপ্তবান আছেন পরমেশ্বরতত্ত্বপ্রকাসক পুস্তক তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন আর যিনি তেজঃ দ্বারা কুহককে নিরস্ত করিয়াছেন তিনি সত্য কেন না ধ্বংসের অপ্রতিযোগি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে বহুবিধ প্রণতি স্তুতি ও ধ্যান করোতো বিষয়িদিগের অবস্ত জ্ঞাতব্য কানন কানন বহুবিধ থাকিতেও সংক্ষেপোক্তি সারদ্ধার পুর্ব্বক আইন সার সংগ্রহ নামক গ্রন্থ করিতে প্রবর্ত্ত হইতেছি তাহাতে বুদ্ধির অল্পতা প্রযুক্ত উপহাস্যতা পাইবার সম্ভাবনা থাকিতেও ভরসা এই যে মনু দায়ভাগ বিবাদার্ণব সেতুগ্রন্থ দৃষ্টে পুর্ব্বপণ্ডিতেরা আইন সৃজন করিয়াছেন পরেও মহত মহত ব্যক্তিরা ঐ আইন দৃষ্টে বহুবিধ আইন সৃজন করিয়াছেন তাহাতে করিয়া আইন গহন প্রবেশের পথ উৎপন্ন হইয়াছে অল্পবুদ্ধির বুদ্ধির প্রবেশ হইবার সম্ভাবনা আছে যেমন বজ্রেতে সমুৎকীর্ণ মনিতে সুত্রের প্রবেশ হইতেছে অতএব সদসদ্বিচারক মহাশয়দিগের সমিপে আত্মপরিচয়ের নিমিত্তে শ্রীযুত মুনসেফ মহাশয়েরদিগের ও অন্য অন্য বিষয়িদিগের কার্য্যোপযোগির নিমিত্তে মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তি দুষ্টদলন সিষ্ট প্রতিপালনকারি নিরহঙ্কারী বিবিধ নীতিবিসারদ অশেষ মত কোবিদ অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রবলপ্রতাপান্বিত মাৎসর্য্যাদিরহিত সদসদ্বিচারণে সন্ধানিরত করোতো বহুবিধ ভাষাভাষি বিশেষ গুণ পারদর্শী অসিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয়াধিপতির অনুজ্ঞাকৃত পুরাকৃত আইন ও সন ১৮৩১ সালের ৫ আইন ও সন ১৮৩২ সালের ৭ আইন দৃষ্টে শান্তিপুরের মুনসেফি পদপ্রাপ্ত শ্রীশম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপোক্তিতে আইনসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রস্তুত হইল বিষয়ীবর্গ মহাশয়েরা কৃপা দৃষ্টে দিনের পরিশ্রম সফল করিবেন নিবেদনমিতি।"

উপরে যে সনের উল্লেখ আছে, তাহা কি মূল গ্রন্থের মুদ্রণ-কাল-জ্ঞাপক বা প্রতিলিপির কাল-বোধক, ঠিক বুঝা গেল না। প্রাচীন দেশীয় কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিত। বহির আকার। রয়াল আট পেজী আকার অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে দুই অঙ্গুলি বেশী। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ২৭ পাত পাওয়া গেল। ইহার পর গ্রন্থের আর কত দুর নাই, বলা যায় না।

এই গ্রন্থ হইতে আর একটি সত্য আবিষ্কৃত হইল। আমরা জানিতে পারিতেছি, তখন বঙ্গের স্থানবিশেষে 'দানিশাঙ্ক' বলিয়া একটি অব্দের প্রচলন ছিল। দিনেমারগণই যে এই অব্দের প্রচলনকর্ত্তা, তাহা বলাই বাহুল্য। যে দিনেমারগণ একদিন বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগনে প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইত, আজ তথায় তাহাদের নাম ও চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু তাহাদের প্রচলিত সন গৃহস্থের নিভৃত নিকেতনে লুক্কায়িত প্রাচীন গ্রন্থাদির দৃঢ় মুষ্টিবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আজও তাহাদের বিলুপ্ত গৌরবের কথা বাঙ্গালীর স্মৃতিপটে জাগাইয়া তুলিতেছে! জ্ঞানিগণ যথার্থই বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

৫৯৩। কথারামায়ণ।

"বহুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে বসিয়া অমর কবি বংশী-বদন পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই একমাত্র কন্যা চন্দ্রাবতী শীর্ষোক্ত রামায়ণ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই গ্রন্থ অদ্যাপি মুখে মুখে গীত হইয়া থাকে—তাহা আজও মুদ্রিত হয় নাই। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের কুলবালাগণ সূর্য্যব্রতের দিন উদয়াস্ত পর্য্যন্ত ইহা সুরে গান করিয়া থাকেন। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, প্রায় সকলেই ইহা সঙ্গীতে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। এই কথা-রামায়ণ বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা এই রামায়ণ তাহাদের কাছে অধিকতর মধুর বলিয়া মনে হয়। কীর্ত্তিবাসের রচনা যেমন সরল মিত্রাক্ষরে লিখিত, কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণও ঠিক তদ্রূপ। তবে সুরে গীত হয় বলিয়া ইহার রচনায় কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। প্রায় সব ছত্রেই 'গো' শব্দ সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই শব্দটি তুলিয়া দিলে ইহা কীর্ত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে প্রায় মিলিয়া যায়। ঘটনাও ঠিক একরূপ। দুই চারি জায়গায় কিঞ্চিৎ অমিলও দৃষ্ট হয়। চন্দ্রাবতী এই রামায়ণ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সীতার বনবাস পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি এক দুর্ঘটনাবশতঃ লেখনী ত্যাগ করেন।

এই রামায়ণ ব্যতীত চন্দ্রাবতী মেয়েলী ব্রতের ছড়া, বিবিধ কবিতা, বাদসার শাসন, কাজীর বিচার, ডাকাত কেনারামের গান, দেওয়ান বড়া প্রভৃতিও রচনা করিয়াছিলেন। তদীয় পিতা বংশীবদনের পদ্মাপুরাণের বহু দোঁহা চন্দ্রাবতীর রচনা। পাশা খেলা সম্বন্ধে তাঁহার একটি গান এই ;—

কি আনন্দ হইল সই গো রস-বৃন্দাবনে।
শ্যাম নাগরে খেলায় পাশা মনমোহিনীর সনে॥
আজ কি আনন্দ ইত্যাদি।
উপরে চান্দোয়া টাঙ্গান নীচে শীতল পাটী।
তার নীচে খেলায় পাশা জমিদারের বেটী॥
আজি কি আনন্দ ইত্যাদি।

* * *

চন্দ্রাবতী কহে পাশা খেলায় বিনোদিনী।
পাশাতে হারিল এবার শ্যাম গুণমনি॥
আজি কি আনন্দ ইত্যাদি।

আত্মপরিচয় দিতে যাইয়া চন্দ্রাবতী তাঁহার রামায়ণে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য্যবংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরনী (?)।
বাঁশের পালায় ঘর ছনের ছাউনি॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥

* * *

দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পরে উচ্ছিলার পানি॥
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল করি যাহা পান আনি দেন ঘরে॥
বাড়াতে দরিদ্রের জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম লৈল চন্দ্র অভাগিনী॥
সদাই মনসাপদ পূজে ভক্তিভরে।
চাল কড়ি পান কিছু মনসার বরে॥

রামায়ণের বন্দনার কিয়দংশ এইরূপ ;—

সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজ বংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা॥
মনসা দেবীরে বন্দি করি কর জোর।
যাহার প্রসাদে হলো সর্ব্ব দুঃখ দূর॥

শিব শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূরে যায় নিরবধি ॥

* * * *

* * * *

বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায় ॥

পদ্মাপুরাণ-রচনায় চন্দ্রাবতী পিতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি পরমা সুন্দরী ছিলেন ও বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার স্বগ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক জয়ানন্দের সহিত পরিণীতা হওয়ার জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। উভয়ে একত্রে লেখা-পড়া করিতেন—একত্রে খেলা করিতেন। কালক্রমে উভয়েই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। দ্বিজ বংশীকৃত পদ্মাপুরাণে উভয়েরই রচনা আছে। তাঁহাদের বিবাহের কথাবার্ত্তা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে এক বিষম অনর্থ ঘটিল। সেই ব্রাহ্মণ যুবক এক মুসলমান রমণীর প্রেমে আত্মবিক্রয় করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল। ইহার পর চন্দ্রাবতী আর বিবাহ করেন নাই।

নিম্নে তাঁহার রামায়ণ হইতে সীতার বনবাসের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি ;—

শয়নমন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী।
সোনার পালঙ্গপরে গো ফুলের বিছানি ॥
চারি দিকে শোভে তার গো সুগন্ধি কমল।
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযূর জল ॥
নানা জাতি ফল আছে সুগন্ধে রসিয়া।
যাহা চায় তাহা দেয় গো সখীরা আনিয়া ॥

ইত্যাদি।*

* সৌরভ—২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়-লিখিত "মহিলাকবি চন্দ্রাবতী" নামক প্রবন্ধ হইতে এই পুঁথির বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

৫৯৪। রছুল-বিজয়।

ইহা নবীবংশসম্বন্ধীয় একখানি সুন্দর গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুথিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত। কেবল নবম হইতে ৬৩ পত্রগুলির অস্তিত্ব আছে। অবশিষ্টগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহির আকারে বৃহৎ পুথি। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। প্রতিলিপির তারিখাদি অজ্ঞাত। কাগজের অবস্থা দৃষ্টে শতেক বৎসরের কম প্রাচীন বোধ হয় না।

যে পত্রগুলি আছে, তাহাতে জনৈক কাফের-রাজ জয়কুমের সহিত হজরতের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুত ইউসুফ খান নামধেয় জনৈক নৃপতির আদেশে পীর সাহ মোহাম্মদ খানের চরণ ধ্যান করিয়া জৈনুদ্দিন নামক কবি ইহা রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারো সম্বন্ধে আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

পুথিখানি খণ্ডিত বলিয়া ইহার কি নাম ছিল, ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে পশ্চাদুদ্ধৃত ভণিতাগুলি হইতে অনুমিত হয় যে, ইহার নাম "রছুল-বিজয়"ই ছিল। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা পুথিখানিকে উক্ত নামে পরিচিত করিলাম।

ইহার লিপিকর কে, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু তিনি যিনিই হউন, তাঁহার মুন্‌শীয়ানার শত মুখে প্রশংসা করিতে হয়। সাধারণতঃ দশ জনে পাঠ করিতে পারে, এই মত করিয়াই সে কালে পুথিগুলি লেখা হইত, কিন্তু ইহার অক্ষর দেখিয়া মনে হয়, ইহা সাধারণের জন্য লেখা হয় নাই। এ পর্য্যন্ত সাত আট শত পুথি আমি দেখিয়াছি, কিন্তু এমন টানা অক্ষরে লেখা পুথি বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ঈশ্বরের প্রসাদে কত গহন সভ্রমু

পার হইয়া আসিয়াছি; এবার কিন্তু থালে আসিয়া চড়ায় ঠেকিতে হইয়াছে। ইহা যে পড়িতে পারি না, তাহা নয়, তবে বড় কষ্টে অগ্রসর হইতে হয়। আমার ফটো করিবার উপায় থাকিলে এখানে কতকটার ফটো তুলিয়া দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু আপাততঃ তাহার উপায়াভাব।

নবম পত্রের আরম্ভ ;—

*   *   *   *   *

মোহা বলবন্ত বির প্রচণ্ড প্রতাপ ॥
তুই সত মনের কাবাই দিলেক জে গাএ।
বিস মনের সিরত্রাণ সিরে সোভা পাএ ॥
ধনুর বান হস্তে করি টোন ভরি সর।
সপ্ত সত মনের গদা ব্রজের (বজ্রের) দোসর ॥
ইত্যাদি।

৬৩ পত্রের শেষ ;—

জদি কভো সমুখি দেখন্ত গীরিবর।
উফারি খেপন্ত বির বিপক্ষ সন্ত পর ॥
এথ দেখি বোলে বির হইল জঞ্জাল।
মনিস্থ না হএ এই হএ জম কাল ॥

*   *   *   *

*   *   *   *

জথ ফিরিস্থার গণ ইন্দ্র পুরেস্বর।
প্রসংসন্ত সর্ব্ব লোকে আলির উপর ॥
ইত্যাদি।

ভণিতা ;—

(১) দানে ধর্ম্ম হরিচন্দ্র মান্য গুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছপ থান আরতি কারণ জান
বিরচিলুম পাঞ্চালি সন্ধান ॥
ভাব-ভব কল্পতরু জানে শুক্র জ্ঞানে গুরু
ধ্যানে হর মহেস সমান।
সান্ত দান্ত গুণবন্ত মর্য্যাদার নাহি য়ন্ত
পীর সাহা মোহাম্মদ থান ॥
তান পদ পদপঙ্ক(?) ভালে তিল পরিরঙ্গ
কহে জমুদ্দিন (ইহ) লোকে।
কর (সেব?)গীয়া সে চরণ জএ দিব নিরঞ্জন
কি সোকে ভাব মন দুর্থ ॥

(২) করুণাসাগর পীর গুণের সাগর।
য়সিম মহিমা পীর দির সিন্ধুবর ॥
সাহা মোহাম্মদ পীর রূপে পঞ্চবান।
য়নন্ত কি কহিব য়ন্ত তাহান বাখান ॥
কমল চরণে রেণু সিরেত করিয়া।
হিন জমুদ্দিন কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥
শ্রীযুত ইছপ থান জ্ঞানে গুণবন্ত।
রছুল বিজয় বানি কণ্ডকে সুনন্ত ॥

(৩) দানে কর্ণ মানে কুরু জানে শুক্র জ্ঞানে গুরু
ধ্যানেত সঙ্কর সম জান।
সান্ত দান্ত গুণবন্ত ধর্য্যবন্ত বির্য্যবন্ত
পীর মোহাম্মদ থান জান ॥
তান পদরেণু লইয়া নয়ানে কাজল দিয়া
জয়নদ্দিনে রচিল পএয়ার।

*   *   *   *

(৪) রছুল বিজয় বানি অমৃতের ধার।
সুনি মনে সবধিক য়ানন্দ য়পার ॥
সদয় হৃদয়ময় দয়াসিস নিধি।
সাহা মোহাম্মদ থান সর্ব্বগুণনিধি ॥
তান পাদপদ্মে বন্দি ধেয়ানে ধেয়াই সার।
সিষু জএমুদ্দিনে কহে পাঞ্চালি পএয়ার ॥

(৫) শ্রীযুৎ ইছপ থান রাজস্বর গুণবান
সুচরিতা সুবুদ্ধি সুঠান।
রছুল বিজয় বানি য়তি সানন্দিত সুনি
মন প্রীতি বসিলা সভার।
ধর্য্যবন্ত বির্য্যবন্ত য়নন্ত কি কহিব য়ন্ত
পীর সাহা মোহাম্মদ থান জান।
ইত্যাদি।

(৬) রছুল বিজয়বানি সুধারস ধার।
সুনি গুনিগণ মন য়ানন্দ য়পার ॥
সুধির সুজ্ঞানবন্ত সুনায়ক।
সুনিয়ম করি তোষ ভেল ইছপ নায়ক ॥

(৭) আমির উদ্ধার বানি সুনি গুণসার।
শ্রীযুৎ ইছপ মন য়ানন্দ য়পার ॥

সিযু জমুদ্দিন কহে পাঞ্চালি পয়ার।
কে মারিতে পারে জারে রাখে করতার॥

এই ইউসুফ খান কে এবং কোথাকার রাজা, তাহার নির্দ্ধারণ জন্য আমাদের ঐতিহাসিকগণের সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

৫৯৫। সাধ্যপ্রেম-চন্দ্রিকা।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুথি। দেশীয় ১৪×৮ ইঞ্চি পরিসরের তুলট কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। মোট বারটি পত্রে পরিসমাপ্ত। প্রতি পৃষ্ঠায় আটটি করিয়া পংক্তি আছে। মোট শ্লোকসংখ্যা—১৮২।

সুপ্রসিদ্ধ নরোত্তম দাস ঠাকুর ইহার রচয়িতা। পুথির স্থানে স্থানে এরূপ ভণিতা আছে;—

(১) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥
(২) শ্রীগুরুর পাদপদ্ম মনে করি আশ।
সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

এই মহাপুরুষ ১৪৫৩ কি ১৪৫৪ শকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে বলিতে গেলে ইহা সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন জিনিস।

নরোত্তম ঠাকুর রামপুর বোয়ালিয়ার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ ও মাতার নাম নারায়ণী। কৃষ্ণানন্দ একজন রাজা উপাধিধারী সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন।

এই গ্রন্থে দাস্য ও মধুর ভাবের উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহা একখানি সুন্দর গ্রন্থ। নমুনাস্বরূপ নিম্নে তাঁহার একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম;—

প্রাণের হরি প্রাণের হরি
হেম দশা হবে কি আমার।
দুহু মুখ নিরখিব দুহু অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব দোঁহার গলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি
যোগাইব দোঁহার বদনে॥
রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবন কবে পাব দরশন
তাহা বিনা অন্য নাহি মনে।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
প্রভু মোরে কর দয়া দেও মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

এইরূপ সুন্দর সুন্দর পদে পুথিখানি পূর্ণ। স্থানে স্থানে অন্যের রচিত দুই একটি পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ব্যতীত তাঁহার রচিত প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা, হাটপত্তন, স্মরণ-মঙ্গল, প্রার্থনা, রাধিকার মানভঙ্গ ও ৮০টি পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রতিলিপির শেষে এইরূপ লেখা আছে;—"যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। লেখকে নাস্তি দোষকং। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমং হরিস্মরণমাত্রেণ সর্ব্বদুঃখ নিরাপদ॥ স্বাক্ষর শ্রীকৃষ্ণমোহন দেবশর্ম্মা। ইতি সন ১২৪৭ ত্রিপুরা তাং ৯ ভাদ্র। শকাব্দা ১৭৫৯।"

পুথিখানি ছাপাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইহা এখন স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার যাদুগৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে।*

৫৯৬। জৈগুণের পুথি।

এই পুথিখানি আদ্যন্তখণ্ডিত; সুতরাং

---

* এই পুথির বিবরণ 'ভারতবর্ষ'—১ম বর্ষ, ২য় খণ্ডের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন পুথির বিবরণ" নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইল।

নামহীন। হজরত আলীর পুত্র মোহম্মদ হালিফা জৈগুণনাম্নী কোন কাফেরবংশোদ্ভবা রাজ্যেশ্বরীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই যুদ্ধ-কথাই বর্ণিত হইয়াছে দেখিয়া পুথিখানির শীর্ষোক্ত নামকরণ করিলাম। উক্ত নামের একখানি ছাপা পুথিও আছে।

ইহার কেবল তৃতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম পত্রগুলি বিদ্যমান। পুথির আকার। প্রায় ২৪ × ৮ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজ। দোভাঁজ-করা। এক পিঠে লেখা। অনেক দিনের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কাগজ যেন তাম্রকূট-পত্র। ভণিতা পাওয়া গেল না। তৃতীয় পত্রের আরম্ভ;—

* * ভাবিয়া চলিল একাস্বর।
সমুকে দেকিল গিয়া জৈজ্ঞশালা ঘর ॥
উপরে লোআর এক জাল পাতিআছে।
ক্ষিষনি(?) মারিআছে ঘরে চারি পাসে ॥
সেই স্থানে গিয়া বিরে ভাবে মনে মন।
কাহার অগ্রমে রইব ভাবে ততেক্ষণ ॥
জে হউ সে হক আজি জৈর্গ্যসালা পর।
এই মতে ভাবিয়া রহিল একাস্বর ॥
দ্বারঘাতে গিয়া বিরে নিরক্ষিয়া চাএ।
মারিছে কেয়য়ারে* খিলি জোয়ার শলা এ ॥

* * * *

কলেমার ধনি গেল পুরির ভিতর।
সুনিয়া জএগুন রানি কাম্পে থর থর ॥
জৈর্গ্য ঘর নষ্ট কৈল আইল মোচলমান।
গোসাইর সাইক্ষাতে নিয়া দিল বলিদান ॥
ইত্যাদি।

৫৯৭। রামায়ণ।

ইহা একখানি নূতন বাঙ্গালা রামায়ণ। রামশঙ্কর ভিষক্ কর্ত্তৃক বিরচিত। মাণিকগঞ্জ থানার অধীন বায়রা গ্রামে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন রায়ের মাতা শ্রীযুক্তা সৌদামিনী গুপ্তার নিকট হইতে সংগৃহীত। উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্তের পিসী মাতা ৺অলকমণি গুপ্তা এই গ্রন্থের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে উক্ত সৌদামিনী গুপ্তা মহাশয়াকে উহা দিয়া যান। গ্রন্থের অধিকাংশই উক্ত অলকমণি গুপ্তার মাতামহ ৺রামনরসিংহ দত্তের হস্তলিখিত। উত্তরাকাণ্ড ভিন্ন অন্য কোন কাণ্ডেই পুস্তক শেষ হওয়ার সন-তারিখ নাই। উত্তরাকাণ্ডে আছে,—"সন ১২৪১ তারিখ ১৬ ভাদ্র। স্বকীয় পুস্তক শ্রীরামনরসিংহ দত্তস্য।"

কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত তুলনায় এই গ্রন্থের আয়তন যাহা হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল;—

	পত্রসংখ্যা		শ্লোকস	
	রামশঙ্কর—	কৃত্তিব স	রামশঙ্কর—	কৃত্তিবাস
আদ্যকাণ্ড	৬৪	৯০	২২৪০	২১০০
অযোধ্যাকাণ্ড	২১	৪১	৪২০	১২০০
আরণ্যকাণ্ড	২০	৩০	৩০০	৯৩০
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	৩৬	৪৯	৫৪০	১৪৭০
সুন্দরাকাণ্ড	৪৮	৪৮	১৪৪০	১৪৪০
লঙ্কাকাণ্ড	১৮০	২০৮	৫৪০০	৬২৪০
উত্তরাকাণ্ড	১৮২	১২২	৫০০০	৩৬৬০
মোট	৫৫১	৫৮৮		

* কেয়য়ারে—কেয়ারে, কপাটে।

গ্রন্থের আরম্ভ ;—

(বন্দনার পর)

কৈলাসশিখরে বঞ্চে ভবানী শঙ্কর।
শ্রীরামকথায় দোঁহে পুলক অন্তর ॥
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত রামায়ণীয়া কথা।
পার্ব্বতী যাহার শ্রোতা মহাদেব বক্তা ॥

* * *

সেহি কালেতে আছিলা কমল আসন।
আগুন্ত রামকথা করিলা শ্রবণ ॥

ভণিতা ;—

(১) বাল্মীকিরচিত গ্রন্থ শ্লোক অনুসারে।
কৃত্তিবাস আদি কবি পদবন্দ করে ॥
বাল্মীকি বশিষ্ট আর অদ্ভুত গ্রন্থকার।
মহাভাগবত আদি পুরাণ প্রচার ॥
এই সব গ্রন্থ শুনি শ্লোক অনুসারে।
পদবন্দ করি কহে ভিষক শঙ্করে ॥

(২) বাল্মীকিরচিত গ্রন্থ শ্লোক মনোহর।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে শ্রীরামশঙ্কর ॥

কবি রামশঙ্কর মূল রামায়ণ (ভরদ্বাজানুযায়ী), বিবিধ পুরাণ এবং কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এই রামায়ণ রচনা করেন। ইহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন ; যথা,—

(১) অদ্ভুত কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিয়া।
কহিল শঙ্কর কিছু সংক্ষেপ করিয়া ॥

(২) বাল্মীকিরচিত গ্রন্থ, তাহাতে পাইয়া পন্থ,
পদবন্দে কহেত শঙ্কর।

(৩) অদ্ভুতাচার্য্য কবি সরস্বতী বরে।
পদবন্দ করি কহে শ্রীরামশঙ্করে ॥

কবি রামশঙ্কর দত্ত (রায়ের) বাসভূমি মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত খোলাপাড়া ও তৎসন্নিহিত (৩ মাইল দূরে) বায়রা গ্রামে ছিল। তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশসম্ভূত ছিলেন। বায়রার রায় মহাশয়েরা বলেন,—তাঁহাদের বংশীয় শ্রীচন্দ্র রায়ের পিতামহ মুরশিদাবাদ বটতলীনিবাসী বলবন্ত রায় চতুর্দ্দশ সহস্র সেনার অধিনায়ক হইয়া বিদ্রোহ-দমনার্থে মুরশিদাবাদ হইতে ঢাকাতে আগমন করেন এবং বিদ্রোহ-দমনে কৃতকার্য্য হওয়াতে পুরস্কারস্বরূপ সাহ উজিয়াল পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। উক্ত পরগণার তপা পারিল। এই পারিলেই বৈদ্যবাটী ও খোলাপাড়া এক একটি পাড়া মাত্র। রাজকীয় ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া বলবন্ত রায় এ দেশ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মুরশিদাবাদ চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তৎপর শ্রীচন্দ্ররায় মহাশয় নবাব সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে এ দেশে আসিয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকেন। তিনি পারিল হইতে আসিয়া বায়রা বসতি করেন। তাঁহার সঙ্গে, কি তাঁহার সময়ে রামশঙ্কর দত্ত রায় বায়রাতে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন; কিন্তু খোলাপাড়াতেও (পারিলেও) তাঁহার একটি বাড়ী ছিল। সুতরাং রামশঙ্কর শ্রীচন্দ্র রায়ের সমসাময়িক লোক ছিলেন। প্রতি পুরুষে ৩০ বৎসর করিয়া ধরিলে ঐ বংশের বর্ত্তমান নবম পুরুষ পর্য্যন্ত ২৭০ বৎসর হয়। অতএব খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের একটু আগে, কি পরে কবি রামশঙ্কর খোলাপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।*

* এই পুথির বিবরণ ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয়-লিখিত "পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য"-নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইল।

৫৯৮। নামহীন পুথি।

ইহার প্রথম পত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই। বুঝা যাইতেছে, ইহাতে সে কালের বৈষ্ণব পদাবলী ও মালসী প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছিল। বহু দিনের প্রাচীন হস্তলিপি —প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা। কাগজ একবারে তাম্রকূট-পত্রের ন্যায়। পত্রটিতে যাহা লেখা আছে, তাহা এখানে সমস্ত তুলিয়া দিলাম ;—

নমো গনেসায়ঃ।
আকবার (আগবাড়) গীআ
নন্দরে আকবার গীআ।
যেখানে গীয়াছে কালা কান্দিতে কান্দিয়া ॥
ভাত হৈল থর ২ লবনি হৈল বাসি।
এথক্ষণে ন আইল জাদু দিনান্তের উপবাসি ॥
বারির নিকটে আসি গ কৃষ্ণে
বাসিতে দিল সান।
ঘরে থাকি জসোদা বোলে
আইসের জাদু চান ॥
সাত নাহি পাচ নাহি এথলা কানাই।
সমুখে বৈসাই কানাইরে নয়ান ভরি চাই ॥

গীত মালস্থি।
দাসগনে মোরে মায়াঁ গনিয়।
জর্মীতে জথেক দুক্ষ পাইয়াছি জটোরে।
কোন অপরাদে গ মা ছারল যান্ধারে ॥
বালকের অপরাদ মায়াঁ তুহ্মি কী না জান।
দোসি পুত্র হৈলে মাকি আছারিআ মার ॥
ভাবি চাইলাম মনে এক্ষনে জনম জাইব।
দিন গেলে করুনামহি মা কোবে দয়া হৈব ॥
রামপ্রসাদ বোলে যুন মায়াঁ ভোবানি।
বালকেরে উদ্ধার কর মাআঁ
নীজ সেবক জানি ॥

পাঠকগণ দেখিতেছেন, লেখক 'মা' শব্দকে 'মা' লিখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তার উপর "মাআঁ" লিখিয়াছেন। এই পত্রটির হস্তাক্ষর এমন অদ্ভুত রকমের সুন্দর যে, ফটো করিয়া রাখার উপযুক্ত।

৫৯৯। রামাভিষেক।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। তুলট কাগজের ১৭৫ পত্রে বা ৩৫০ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত। প্রতিলিপির তারিখ ১৭১২ শক বা ১১৯৭ সাল, ৮ই আষাঢ় অযোধ্যারাম অধিকারীর হাতের লেখা।

ইহাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা,—(১) লক্ষ্মণ দিগ্বিজয় (৮৭পত্র পর্য্যন্ত), (২) শত্রুঘ্নদিগ্বিজয় (৮৮ হইতে ১০৬ পত্র পর্য্যন্ত), (৩) ভরতদিগ্বিজয় (১০৬ হইতে ১২১ পত্র পর্য্যন্ত), (৪) শ্রীরামদিগ্বিজয় (১২১ হইতে ১৫৯ পত্র পর্য্যন্ত) এবং (৫) শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক (১৫৯ হইতে ১৭৫ পত্র পর্য্যন্ত)।

ভবানীনাথ পণ্ডিত নামক জনৈক কবি ইহার রচয়িতা। গ্রন্থে এইরূপ ভণিতা আছে ;—

(১) জয়চন্দ নরপতি সাদাস ব্রাহ্মণ।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্দ করিল রচন ॥
(২) পণ্ডিত ভবানীনাথ শ্রীরামের দাস।
রাজার আদেশে কৈল লাচাড়ি প্রকাশ ॥
(৩) জয়চন্দ নরপতি অতিশয় জ্ঞানি(জ্ঞানী)।
যাহার সভাতে আছে ব্রাহ্মণ ভবানী ॥
(৪) জয়চন্দ নরপতি রসিক সুজন মতি
সভাসদ ভবানি ব্রাহ্মণ।

ইহা হইতে জানা যায়, কবি ভবানীনাথ জয়চন্দ (জয়চন্দ্র) নামক কোন রাজার সভাসদ ছিলেন। জনশ্রুতি এই যে, রাজা জয়চন্দ্র ও কবি ভবানীনাথ উভয়েই বর্ত্তমানে ত্রিপুরা বা নোয়াখালী জেলায় বর্ত্তমান ছিলেন। রাজা জয়চন্দ্র ক্ষুদ্র নরপতি ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ইতিহাসে

তাঁহার নাম পরিদৃষ্ট হয় না। আরও শুনা যায় যে, রাজকবি ভবানীনাথ দৈনিক ১০৲ টাকা হারে বেতন পাইতেন। "পণ্ডিত" এই কৌলিক উপাধিধারী বহু লোক ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা নাথের ব্রাহ্মণ।

কেহ বলেন,—এই গ্রন্থের নাম "রামাভিষেক", আবার কেহ বলেন,—"লক্ষ্মণদিগ্বিজয়"। পুথির শেষ পত্রে লেখা আছে,—"ইতি শ্রীরামচন্দ্রাভিষেক সমাপ্ত। (সন ১৭১২ শক) মাহে আশাঢ় শনি বাসরে বেলা দশ দণ্ডে গতে শ্রীরামপ্রসাদ অধিকারীর পশ্চিমের ঘরের হাতিনাএ বসিয়া এই দিগ্বিজয় সমাপ্ত।" বস্তুতঃ দিগ্বিজয় ব্যাপারটা অভিষেকের একটি অঙ্গ মাত্র এবং এই অভিষেকেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয় শেষ করিয়া লেখক লিখিয়াছেন,—"ইতি রামাভিষেকে লক্ষ্মণযুদ্ধ সমাপ্ত।" সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি ইহাকে "রামাভিষেক"ই আখ্যা দিয়াছিলেন।*

---

৫৯৯ (ক)। অষ্টমঙ্গলার চতুষ্পহরী পাঞ্চালী।

পূর্ব্বে ৪৯ সংখ্যক পুথির বিবরণে 'সারদামঙ্গল' নামক একখানি চণ্ডীকাব্যের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। শীর্ষোক্ত পুথিখানি ঠিক সেই পুথিই বটে। তখন খণ্ডিত পুথির সাহায্যে ইহার নাম "সারদামঙ্গল" বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা ঠিক নহে।

অদ্যকার সমালোচ্য প্রতিলিপিখানিও অসম্পূর্ণ। তবে ইহার মধ্য হইতে শেষ পর্য্যন্ত আছে, আর পূর্ব্বসমালোচিত প্রতিলিপিতে প্রথমাংশ আছে। সুতরাং এই দুই প্রতিলিপিতে মোটের উপর পুথিখানি সম্পূর্ণই পাওয়া যাইতেছে।

ইহার রচয়িতার নাম মুক্তারাম সেন। তাঁহার বংশ-পরিচয় আগে উদ্ধৃত হইয়াছে। চট্টগ্রাম আনোয়ারার প্রসিদ্ধ সেন-বংশে তাঁহার জন্ম। আজও তদীয় বংশ বিদ্যমান ও সম্পন্ন। তদ্বংশীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার কানাইলাল সেন মহাশয়ের নিকটও এই পুথির এক প্রতিলিপি আছে।

এই পুথিখানি চণ্ডীকাব্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার রচনা কালটি এই ;—

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

অর্থাৎ ১৩৬৯ শকাব্দ। এমন প্রাচীন রচনা হইলেও ইহা অতি সুন্দর ও প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত গ্রন্থ। ইহার কবিত্বাদি সম্বন্ধে পূর্ব্ববৃত্তান্তে সমস্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎপ্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি প্রার্থনীয়।

এই প্রতিলিপির মাত্র ২, ৭,৮, ১০, ১৭,১৮, ২০, ২৩ ও ২৮—৩৮ পত্রগুলি আছে। পুথির আকার। দুই পিঠে লেখা। পুথির সর্ব্বত্র এরূপ ভণিতা আছে ;—

গৌরিপদ নখচন্দ্র সুধা অভিলাসে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাসে॥

শেষ এইরূপ ;—

জেইমতে স্বপ্নে মোরে জন্মাইলা ভাব।
সেই মতে সুন জদি ঘুচাও মনস্তাপ॥
জিয়নে মরণে মোর এই মাত্র ক্ষেদ।
তোহ্মাগুণ নিন্দে জনের হইব সিরছেদ॥

* এই পুথির বিবরণ ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত "ভবানীনাথ পণ্ডিত-বিরচিত রামাভিষেক" নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইল।

সবা জথ জন য়ার গান বান জন।
সদয় হইয়া কর অবিষ্ট পুরণ ॥
য়ুনহ পণ্ডিত ভাই ভকত প্রবোদ।
দেবীর মহিমা পাইত না হইয় বিরোদ ॥
দেবী নাম ইক্ষু খণ্ডে সংক্ষেপ পয়ার।
শক্র ভাবে দোস পুনি না লইবা আহ্মার ॥
সর্প হেন বক্রবুদ্ধি দোস বা জদি সে।
দেবী নাম ধনন্তরি কি করিব বিসে ॥
রচনাকাল ;—
গ্রহ রিতু কাল সসি সক যুভ জানি।
মুক্তারাম সেন ভনে ভাবিয়া ভবানি ॥

"ইতি অষ্টমঙ্গলার চতুষ্পহরি পাঞ্চালী সমাপ্ত ঃ। ইতি সন ১১৭৪ মথি তারিখ ১০ ভাদ্র রোজ সোমবার ॥ শ্রীরাধামোহন সেন দাষ সাং বরমা সোয়স্করমীদং ॥"

বলিতে ভুলিয়াছি, এই প্রতিলিপির তিন স্থলে হরিলালের ভণিতি দেখা যায় ; যথা,—

(১) কালীপদাঘচন্দ্র জুগল সদায়ে।
হরিলাল মুক্তারাম নাম রাথ মায়ে ॥
(২) শ্যামা অঙ্গে শোভে ফাগু রকত মিশালে।
তছু পদধুলি মাগে সেন হরিলালে ॥
(৩) জবে তুহ্মি আও সবের বিহব বিভাগে।
ভবে নিত্য চিত্ত সুখ হরিলালে গাবে ॥

এই হরিলাল কবি মুক্তারামের কি সম্পর্কিত হন, তাহা শীঘ্র জানিয়া লইতে পারিব। মুক্তারামের ভ্রাতা ব্রজলাল সেনও একজন কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। (১৫১ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

৬০০। জাগরণ গানের ঘোষা।

ইহা যে কি পুথি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আন্তন্ত খণ্ডিত। বহির আকারে গ্রথিত। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ২৬ পাত পাওয়া গেল। এক পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম ও তারিখ নাই। অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ। বহু দিনের—অন্ততঃ দেড় শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

ইহাতে নানা ভাবের ও নানা রাগ-রাগিণীর কেবল কতকগুলি ঘোষা বা ধুয়ার সংগ্রহ দেখা যায়। অনেক সুন্দর সুন্দর গীতের বা পদের এক পংক্তি বা দুই পংক্তি লেখা হইয়াছে। কোন কোনটার বেশীও না আছে, এমন নয়। তবে অধিকাংশেরই শেষ পর্য্যন্ত নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। ইহা যে কি রকম পুথি, লেখনী-যোগে তাহা বুঝান অসম্ভব। বোধ হয়, তান-লয়-সহকারে জাগরণ পাঠ বা গান করিবার সময় ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল ঘোষা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। জাগরণের এক এক পালা গাহিবার সময় এক এক দিন যে সকল ঘোষা গান করা আবশ্যক বা উচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তন্মতেই ইহাতে ধুয়াগুলি সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। এই পুথির প্রতি দুই এক পাত অন্তর "অমুক দিনের দিবা পালা বা রাত্রি পালা সমাপ্ত," এরূপ কথা লিখিত রহিয়াছে, দেখা যায়। তাহা যে আমাদের উক্তরূপ অনুমানেরই পোষকতা করিতেছে, তাহাহে আর সন্দেহ কি ? বুঝা যাইতেছে, পুথির প্রথমে মঙ্গলবারের পালার ধুয়াগুলিই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, পুথির সেই অংশ অর্থাৎ মঙ্গলবারের দিবা ও রাত্রিপালা এবং বুধবারের বেহান-পালা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে পালাগুলির এরূপ নির্দ্দেশ দেখা যায় ;—

(১) বুধবার নিশা পালা।
(২) বৃহস্পতি বার বেহান-পালা গীত।
(৩) বৃহস্পতি বার রাত্রিপালা।
(৪) শুক্রবার দিবা পালা।

(৫) শুক্রবার রাত্রি পালা।
(৬) শনিবার বেহান-পালা গীত।
(৭) শনিবার বাসর গীত।
(৮) রবিবার দিবা পালা।
(৯) রবিবার রাত্রি পালা।
(১০) সোমবার দিবা পালা।
(১১) সোমবার রাত্রি পালা (অসম্পূর্ণ)

ইহা কিরূপ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার জন্য অযথা বাগাড়ম্বর না করিয়া আমি নিম্নে দুই একটি পত্রের কিয়দংশ অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আশা করি, সুধী পাঠকগণ তাহা হইতেই ইহার স্বরূপ বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

পুথির আদ্যন্ত খণ্ডিত ; সুতরাং ইহার যে কোন নাম পাওয়া যায় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। একটি মালসী গানে মাধবেরও একটি পদে দ্বিজ পার্ব্বতীর ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। মাধবাচার্য্যের জাগরণ গান করিবার জন্যই সম্ভবতঃ ঘোষাগুলি ব্যবহৃত হইত। ইহাতে কেবল ঘোষা সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া আলোচনার সুবিধার্থ আমরা ইহাকে "জাগরণ গানের ঘোষা" নামে অভিহিত করিলাম। অষ্টম পত্রের

লাচারি ॥ সুহী ॥

যুগপালি বিরে কহে, লোটাইয়া দেবীর পাএ,
নয়ানে শঘন জলো ঝরে।
রাম পরম ধন জপ নারে।
সিয়রে সমনের ভয় দেখ না রে ॥ ধু ॥
স্বপ্ন দেখি উঠে রাজা ভয় পাইয়া মন।
হরি রাম রে হএ ॥ ধু ॥
পঞ্চপাত্রের বচন শুনিয়া দণ্ডধর।
কোটয়ালের তরে আজ্ঞা কৈলা নৃপবর ॥

লাচারি ॥

আজ্ঞা কৈলা মহাবির, মুরাইতে ভারুর সির ॥

পয়ার ॥

নাথ কিবা করি কেনে মরি কি গতি য়ামার।
দেহ পাইয়া না ভজিলাম নন্দের কুমার ॥
য়এ নাথ কি গতি য়ামার ॥ ধু ॥
গঙ্গা পার হইয়া ভারু ভাবে মনে মন।

ভণ্ডা। ধানসী রাগ।

মোহাবিরে বোলে মণ্ডলের তরে।

পয়ার।

আমার নাকি এমন দিন হবে।
হরগোরির চরণখানি পুন কি দেখিবে ॥ ধু ॥
অষ্টাদশ পত্রের আরম্ভ ;—

লাচারি।

লহনা খুলনা রামা শুনিয়া লওরে বচন।

রাগ করুণ।

অথনে কেমতে প্রভু লইলা য়ারতি।
পঞ্চ মাস খুলনার গর্ব্ভের সন্ততি ॥

পয়ার।

আমারে ছারি ঃ জাইবারে।
ওরে শ্যাম। কে দিবো বাধা।
দৈবে মরিব আমি কলঙ্কিনী রাধা ॥
সঙ্গে করি নিয়া জাও হইয়া জামু দাসি।
ঘর মুখ যাইতে নারি না শুনিলে বাসি ॥
মথুরা নাগরি সব নানা রস জানে।
গেলে না আসিবা হেন লএ মোর মনে ॥
ধু ঃ। অঙ্গ শুচি হইয়া বস্ত্র কৈলা পরিধান।

কানোর রাগ।

সুবোধিয়া সাধুরে কুবুদ্ধি পাইল তোরে।
লঙ্ঘি না দুর্গার ঘঠ ক্রোধ করি মোরে (?) ॥

সিন্ধুরা।

এইবার না জাইয় সাধু মোর বাক্য শুন।
নব গ্রহগণ তোর হইছে নিকরুণ ॥

ভনীতা।

তোমার বদনে শ্যাম থুয়া জাও বাসি।
তবে সে য়াসিবা প্রভু হেন মনে বাসি ॥
ইত্যাদি।

শেষ পত্রের শেষ ;—

পয়ার।

কি কর ২ ভাই আপনার অঙ্গে রৈয়া।
দিনে ২ দণ্ডে ২ আউ জাএ বৈয়া ॥
কিবা ছিলা কিবা হইলা আর বার কিবা হইবা।
জর্ম্মিয়া ভারথ ভুমি সব পাসরিলা ॥
আর সাদ নাই রে ভাই ভারত ভুমীতে গতাগতী।
পথের কাটা দল ভাঙ্গে রামদাস সারথি ॥
অনেক জত্তনে হাট রচিয়া পসার।
এরি জাইতে ফিরি চাইতে হইল ছারথার ॥
কাণ্ডারের সঙ্গে আছে কথোপকথনে।
ও ভাই : ভারৎ ভুমীতে গতাগৎ :।
গুরু জনার্দ্দন হের : য়ুন মোর।

লাচারি। য়ুহি।

ভাবহু গো মাতা ভক্ত কল্পলতা।
হে মা সংসয় দেখি য়াপনার ॥
ভস্তা। চোতিসা লীক্ষতে।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসুধন ॥

অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু আরো কয়েকটি ধুয়া উদ্ধৃত না করিলে মনের খেদ মিটিতেছে না। ইচ্ছা হয়, সমস্ত ধুয়াগুলিই উদ্ধৃত করিয়া দেখাই। এই দেখুন, কি সুন্দর ও মধুর প্রাণ-জুড়ানো সঙ্গীত-ঝঙ্কার!—

(১) কথ না জান নগরালি ভেষ।
গোরা জদি হইতা কালা না থুইতা দেশ ॥
(২) জয় ভবানি মাগো তরাইয়া নে।
তুমি না তরাইলে ভব তরাইব কে ॥
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি দিনবন্ধু।
তুমি না তরাইলে ভবে কে তরাবে সিন্ধু॥
জগতজননী মাতা জানে জগত জনে।
জননী হইয়া দুঃখ দেখ বা কেমনে ॥
আপনার কর্ম্মভোগ ভুগিমু য়াপনি।
তবে কেনে নাম ধর পতিতপাবনী ॥
দ্বিজ মাধবে বোলে য়ুন গো ভবানি।
কুপুত্র হইলে দয়া না ছাড়ে জননী ॥
(৩) সজনি সই ও বোল বোল জানি কারে।
জে বঁধুর লাগিয়া, এথ পরমাদ,
ছাড়িতে বোল নাকি তারে ॥
(৪) দিননাথ অনাথের নাথ কি আর বলিবো আমি।
মনের মানস কিবা নাহি জান তুমি ॥
(৫) বন্ধুয়া কানাই রে জীবনধন মোর।
যুগে ২ না ছারিবো চরণখানি তোর ॥
জাতি দিলুম জোবন দিলুম আর দিমু কি।
জারে আছে সুধা প্রাণি তারে বোল দি॥
(৬) বিনোদিনী বিলম্ব করিতে না জুগাএ।
তুয়া পথ নিরক্ষিতে, রহিয়াছে প্রাণনাথে,
রাধা বোলি মুররী বাজাএ ॥
নুপুর কিঙ্কিনী, কেজুর কুণ্ডল মানি,
পরিহরি করল গমন।
পৃয় সখির করে ধরি, নীল নীচোপল পরি,
দেখ গিয়া ও চান্দবদন ॥
তুয়া রূপ হেরি হেরি, আকুল মুরালী,
হেরিতে হরল গেয়ান।
কহে দ্বিজ পার্ব্বতি, সুন ২ পুণ্যবতী,
অলক্ষিতে নিকুঞ্জ পয়ান ॥
(৭) তোমার বদনে শ্যাম থুণা জাও বাসি।
তবে সে য়াসিবা প্রভু হেন মনে বাসি॥
বাসীটি জতনে থইমু, গন্ধ চন্দন দিমু,
হিরা মনি রজতে জরিয়া।
জখনে তোমার তরে, ঐ বুক বেদনা করে,
নিবারিমু বাসী বুকে দিয়া ॥
(৮) সজনি সই রে তুমি জাও আমার বদলে।
আমি ত জাব না, গেলে সে জিব না,
প্রাণ কানাইরে দেখিলে ॥

কেমন, সুন্দর নয় কি পাঠক? দুরাগত নৈশানিল-সঞ্চালিত বীণা-ঝঙ্কারের মত এ সঙ্গীত-লহরী কি তোমার তাপ-ক্লিষ্ট কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাতে পীযুষধারা

ঢালিয়া দিতেছে না? বাঙ্গালীর ঘরে কে এমন মরু-শুষ্কহৃদয় আছেন, যিনি এই অমিয়-মদিরা-পানে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া মাতৃভাষার জয় ঘোষণা না করিয়া পারেন?

মাতৃভাষার অফুরন্ত সুধার ভাণ্ডার আলোড়ন করিতে করিতে জীবনের ভূয়িষ্ঠাংশ কাটাইয়া দিয়াছি। জীবন-সূর্য্য এখন মধ্যাহ্ন-গগনে আসিয়া উপস্থিত—আর একটু হইলেই ঢলিয়া পড়িবে। যে সুধা-পানে এত দিন বিভোর ছিলাম, আজও সেই সুধা পান করিতে করিতেই আমার বহু পরিশ্রমের—বহু সাধের "প্রাচীন পুথির বিবরণে"র প্রথম খণ্ড শেষ করিলাম। ইহার পর কি হইবে, তাহা বিধাতাই জানেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত